# প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য

# প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

**প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর**
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল


## প্রণয়নে ও অভিযোজনে

**জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী**
মো. জহুরুল হক
বিশেষজ্ঞ
মো. নজরুল ইসলাম
সহকারী বিশেষজ্ঞ
আয়েশা আখতার খাতুন
সহকারী বিশেষজ্ঞ
শেলী দত্ত
সহকারী বিশেষজ্ঞ
একেএম মনিরুল হাসান
সহকারী বিশেষজ্ঞ
মনোয়ারা বেগম
সহকারী বিশেষজ্ঞ

**জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড**
শফিক আহমেদ শিবলী
উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
মোঃ মুরশীদ আকতার
গবেষণা কর্মকর্তা

ইকবাল হোসেন
শিক্ষা উপদেষ্টা, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল
ডা: গোলাম মোস্তফা
ইসিডি উপদেষ্টা, আগা খান ফাউন্ডেশন

## রিভিউ

**প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর**
শ্যামল কান্তি ঘোষ
মহাপরিচালক
মো. ফারুক জলীল
পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন)
শাহনাজ পারভীন
উপ-পরিচালক
মাহবুবুর রহমান বিল্লাহ
উপ-পরিচালক
মো. বাদশা মিয়া
সহকারী পরিচালক
মোঃ মাহফুজুর রহমান জুয়েল
শিক্ষা অফিসার
মোঃ মুজিবুর রহমান
শিক্ষা অফিসার

এবং
প্রফেসর কফিলউদ্দিন আহাম্মদ
পরামর্শক, পিইডিপি-৩


---

# মুখবন্ধ

| সূচিপত্র | | | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|---|
| দিন:১ | অধিবেশন ১.১ | পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলি | ০৭ |
| | অধিবেশন ১.২ | ৬ বছর বয়সী শিশুর বৈশিষ্ট্য ও আমাদের করণীয় | ১০ |
| | অধিবেশন ১.৩ | প্রারম্ভিক শৈশব ও এর গুরুত্ব | ১২ |
| | অধিবেশন ১.৪ | শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং প্রারম্ভিক শৈশবে বৃদ্ধি ও বিকাশের মূল চাহিদাসমূহ | ১৪ |
| | অধিবেশন ১.৫ | শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে পরিবেশের প্রভাব | ১৬ |
| | অধিবেশন ১.৬ | শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রসমুহ | ১৮ |
| দিন ২ | অধিবেশন ২.১ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতি | ২০ |
| | অধিবেশন ২.২ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রী | ২২ |
| | অধিবেশন ২.৩ | মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মানদন্ডসমূহ | ২৩ |
| | অধিবেশন ২.৪ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য | ২৭ |
| দিন ৩ | অধিবেশন ৩.১ | শিশুর ভাল লাগা ও মন্দ লাগা এবং তার কারণ | ২৮ |
| | অধিবেশন ৩.২ | শিশুরা কিভাবে শেখে? | ৩১ |
| | অধিবেশন ৩.৩ | শিশুদের সাথে যোগযোগের উপায় | ৩৩ |
| | অধিবেশন ৩.৪ | সকল শিশুর প্রতি সম গুরুত্ব/ সম সাড়া প্রদান | ৩৬ |
| | অধিবেশন ৩.৫ | পরবর্তী দিনের কার্যক্রমের প্রস্তুতি - শিক্ষাক্রম | ০০ |
| দিন ৪ | অধিবেশন ৪.১ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম | ৩৯ |
| দিন ৫ | অধিবেশন ৫.১ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের কাজ | ৪১ |
| | অধিবেশন ৫.২ | দৈনিক সমাবেশ, শুভেচ্ছা | ৪২ |
| | অধিবেশন ৫.৩ | ব্যায়াম | ৪৩ |
| | অধিবেশন ৫.৪ | সৃজনশীল কাজ | ৪৫ |
| দিন ৬ | অধিবেশন ৬.১ | সৃজনশীল কাজ (ছড়া, গান, নাচ, গল্প) উপস্থাপন | ৪৮ |
| | অধিবেশন ৬.২ | সৃজনশীল কাজ-অভিনয় | ৪৯ |
| | অধিবেশন ৬.৩ | সৃজনশীল কাজ-ছবি আঁকা বা চারু কাজ | ৫০ |
| দিন ৭ | অধিবেশন ৭.১ | সৃজনশীল কাজ- কারু কাজ | ৫১ |
| | অধিবেশন ৭.২ | ভাষার কাজ- শোনা ও বলা | ৫২ |
| | অধিবেশন ৭.৩ | ভাষার কাজ- পড়া | ৫৩ |
| | অধিবেশন ৭.৪ | ভাষার কাজ- লেখা | ৫৪ |
| দিন ৮ | অধিবেশন ৮.১ | প্রাক-গাণিতিক ধারণা | ৫৭ |
| | অধিবেশন ৮.২ | প্রাক-গাণিতিক ধারণা | ৫৮ |
| | অধিবেশন ৮.৩ | সংখ্যা গণনা (০, ১ থেকে ২০) শিখন-শেখানো কার্যক্রম | ৫৯ |
| দিন ৯ | অধিবেশন ৯.১ | যোগের ধারণা | ৬৫ |
| | অধিবেশন ৯.২ | বিয়োগের ধারণা | ৬৬ |
| | অধিবেশন ৯.৩ | নির্দেশনার খেলা | ৬৭ |
| | অধিবেশন ৯.৪ | ইচ্ছেমতো খেলা | ৬৯ |
| দিন ১০ | অধিবেশন ১০.১ | অন্যান্য কাজ - পরিবেশ | ৭১ |
| | অধিবেশন ১০.২ | অন্যান্য কাজ (বিজ্ঞান) | ৭২ |
| | অধিবেশন ১০.৩ | অন্যান্য কাজ (প্রযুক্তি) | ৭৩ |
| | অধিবেশন ১০.৪ | স্বাস্থ্য | ৭৪ |

| সূচিপত্র | | | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|---|
| দিন ১১ | অধিবেশন ১১.১ | নিরাপত্তা | ৭৫ |
| | অধিবেশন ১১.২ | বার্ষিক পরিকল্পনা, সাপ্তাহিক রুটিন এবং দৈনিক পাঠ বা কার্যক্রম পরিকল্পনা | ৭৬ |
| দিন ১২ | অধিবেশন ১২.১ | শিখন অনুশীলন (PRACTICE TEACHING) প্রস্তুতি | ৮২ |
| | অধিবেশন ১২.২ | শিখন অনুশীলন (PRACTICE TEACHING) | ৮৪ |
| | অধিবেশন ১২.৩ | শিখন অনুশীলন (PRACTICE TEACHING) এর উপর পর্যালোচনা | ৮৫ |
| দিন ১৩ | ১৩.১ | শিখন অনুশীলন (PRACTICE TEACHING) | ৮৫ |
| দিন ১৪ | অধিবেশন ১৪.১ | মূল্যায়ন | ৮৮ |
| | অধিবেশন ১৪.২ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবার ও সমাজের সম্পৃক্ততা | ৯০ |
| দিন ১৫ | অধিবেশন ১৫.১ | প্রশিক্ষণ পরবর্তি কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন | ৯৭ |
| | অধিবেশন ১৫.২ | প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন | ৯৮ |
| | অধিবেশন ১৫.৩ | প্রশিক্ষণ সমাপনী কার্যক্রম | ১০২ |

## দিন-১
## অধিবেশন-১.১

১। **অধিবেশন শিরোনামঃ** পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলি

২। **শিখনফলঃ** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- পরিচিতির মাধ্যমে জড়তামুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন।
- এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।
- কর্মশিবিরের নিয়মাবলি মেনে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৩। **সময়ঃ** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

৪। **উপকরণঃ** প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য লেখা চার্ট, মাল্টি মিডিয়া, পোস্টার পেপার, মূল্যায়ন পত্র

৫। **পদ্ধতি ও কৌশলঃ** অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, ব্রেন স্টর্মিং, জোড়ায় আলোচনা, উপস্থাপন

৬। **অধিবেশনের বিবরণঃ**

**কাজ-১ঃ পরিচিতির মাধ্যমে জড়তামুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা** **সময়ঃ ৪৫ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- একটি আনন্দদায়ক কৌশল প্রয়োগ করে অংশগ্রহণকারীদের জোড়ায় ভাগ করে পাশাপাশি বসতে বলুন।
- বোর্ডে/ মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে নিচের টেবিলটি প্রদর্শন করুন। কীভাবে একজন তার সঙ্গীর পরিচয় সংগ্রহ করবেন তা টেবিল দেখিয়ে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। প্রশ্ন করে প্রদর্শিত ছকে পরস্পরের নাম, কর্মস্থল এবং কোন বিষয়ে পারদর্শী(যেমন-গান,কৌতুক, আবৃত্তি ইত্যাদি) তা নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলুন। প্রত্যেককে তার পরিবারের সদস্যদের পরিচিতি ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলুন। এজন্য ১০ মিনিট সময় দিন।

| | |
|---|---|
| আমার সঙ্গীর নাম | |
| আমার সঙ্গী যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন তার নাম/ কর্মস্থল | |
| আমার সঙ্গীর একটি মধুর স্মৃতি | |
| আমার সঙ্গী যে বিষয়ে পারদর্শী (গান, অভিনয়, অঙ্কন, আবৃত্তি, গল্প বলা, কৌতুক বলা, কাগজ/পাতা/ কাঠি দিয়ে সৃজনশীল জিনিস বানানো, গল্প/কবিতা/ছড়া লেখা ইত্যাদি) | |
| আমার সঙ্গীর পরিবার পরিচিতি (ছবির মাধ্যমে) | |

- ১০ মিনিট পর প্রতি জোড়াকে তাদের পারদর্শিতার বিষয় উপস্থাপনের মাধ্যমে সঙ্গীর পরিচয় দিতে বলুন। কোন প্রশিক্ষণার্থী কোন বিষয়ে পারদর্শী সহায়ক তার রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট অধিবেশনে/ প্রশিক্ষণের মাঝে মাঝে তা উপস্থাপন করতে বলবেন।
- সব জোড়ার উপস্থাপন শেষে সকলকে নিয়ে একটি গান (আমরা করব জয় আমরা করব জয়, আমরা করব জয় একদিন) পরিবেশন করুন।

**কাজ-২ঃ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বলা** **সময়ঃ ২০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ কী প্রত্যাশা করেন তা ভিপ কার্ডের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন। এজন্য প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে দুটি করে ভিপ কার্ড দিন এবং প্রতি কার্ডে একটি করে প্রত্যাশা লিখতে বলুন। প্রয়োজনে কার্ড লিখনের অন্যান্য নিয়মাবলি বলে দিন।

- কার্ডগুলো সংগ্রহ করুন এবং ভিপ পদ্ধতি অবলম্বন করে উপস্থাপন করুন এবং পুশপিন বোর্ডে এঁটে রাখুন।
- মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর/পূর্বে লেখা পোস্টার পেপারের মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করুন। ব্যাখ্যা করার সময় ভিপ কার্ডে লিখিত প্রত্যাশার সাথে মিল করে ব্যাখ্যা করুন।

**কাজ-৩ঃ প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি নির্ধারণ করা** **সময়ঃ ২৫ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- ব্রেইন স্টর্মিং এর মাধ্যমে কর্মশিবিরের নিয়মাবলি নির্ধারণ করুন এবং প্রশিক্ষণ কক্ষে টাঙিয়ে রাখুন। অংশগ্রহণকারীদের প্রণীত নিয়মাবলি প্রশিক্ষণ চলাকালীন যথাযথভাবে মেনে চলার অনুরোধ করুন।

## তথ্যপত্রঃ অধিবেশন ১.১

**প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য**

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে শিক্ষকদের অবহিত করা।
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা কীভাবে শেখে তা ব্যাখ্যা করা।
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনে উদ্বুদ্ধ করা।
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ অবহিত করা।
বিভিন্ন শিখন কৌশল প্রয়োগ করে প্রাক-প্রাথমিক শিশুর জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুসমূহের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার দক্ষতা অর্জন করা।
প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের শিখন মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

**প্রশিক্ষণ চলাকালীন অনুসরণীয়  নিয়মাবলি-**

- সময়মতো প্রশিক্ষণ কক্ষে আসা
- একজন করে কথা বলা
- অন্যের মতামতকে মূল্যায়ন করা
- পারস্পরিক সহযোগিতা করা
- কাউকে উপহাস না করা
- পাঠ চলাকালে বাইরে না যাওয়া
- সব কাজে দায়িত্বশীল হওয়া
- সময় মেনে চলা।
- মনোযোগী  হওয়া।
- প্রশ্ন করতে হলে হাত তোলা।
- প্রমিত চলিত ভাষায় কথা বলা।
- দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।
- অন্যের কথা বলার সময় কথা না বলা।
- কোন বিষয় না বুঝলে নিঃসংকোচে জানতে চাওয়া।
- প্রশিক্ষণ কক্ষের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।
- নেম কার্ড ব্যবহার করা।
- সেল ফোন বন্ধ রাখা
- শিষ্টাচার মেনে চলা
- উপস্থাপনে শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে ও সংক্ষেপে বক্তব্য প্রদান করা
- বিষয়বর্হিভূত কোন প্রশ্ন না করা

## দিন-১
## অধিবেশন-১.২

**১। অধিবেশন শিরোনামঃ** ৬ বছর বয়সী শিশুর বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের করণীয়

**২। শিখনফলঃ**

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ৬ বছর বয়সী কাংখিত শিশুর সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ জানতে পারবেন।
- বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জনে আমাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

**৩। সময়ঃ** ৬০ মিনিট

**৪। উপকরণঃ** পোষ্টার পেপার, মার্কার, ভিপ বোর্ড

**৫। পদ্ধতি ও কৌশলঃ** প্রশ্ন-উত্তর, দলে কাজ ও আলোচনা

**৬। অধিবেশনের বিবরণ ঃ**

**কাজ ১ঃ**

সহায়কের কাজঃ

- সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানিয়ে এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য বলুন। উদ্দেশ্য জানানোর পর অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন, - গর্ভকালীন সময় থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত একটি শিশুর সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য আমরা কি কি উদ্যোগ নিয়ে থাকি?
- ফ্লিপচার্টে অংশগ্রহণকারীদের মতামত বুলেট আকারে লিপিবদ্ধ করুন ও প্রয়োজনে অংশগ্রহনকারীদের তথ্য দিয়ে সহায়তা করুন যেমন, শিশুর সার্বিক লালন-পালনে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গর্ভকালীন ও মাতৃত্বকালীন সেবাপ্রদান, টীকাদান কর্মসূচী, মাতৃদুগ্ধপান কর্মসূচী ইত্যাদি, আবার ব্যাক্তিগত পর্যায়ে বা বাড়ীতে পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা, শিশুর সাথে খেলাধূলা করা ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ফ্লিপচার্টটি পরবর্তিতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করুন।

**কাজ ২ঃ**

- এবার অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলকে বলুন, একটি ৬ বছর বয়সী ছেলে বা মেয়ে শিশুর মধ্যে তারা কি কি বৈশিষ্ট্য দেখতে চায়, তা তারা দলে আলোচনা সাপেক্ষে পোষ্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করবে। দুটি দল ছেলে ও অন্যদুটি দল মেয়ে শিশু নিয়ে কাজ করবে।
- দলে বৈশিষ্ট্যসমূহ লিপিবদ্ধ করা হলে সকলের দেখার জন্য পোষ্টার পেপারে লিখিত বৈশিষ্টগুলো দেয়ালে টাঙিয়ে দিন। সকল কে ঘুরে ঘুরে দেখতে বলুন।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিয়ে ছেলে ও মেয়ে শিশুর জন্য প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কোনরকম অমিল থাকলে তা চিহ্নিত করুন। যেমন, ছেলেশিশুটি বাড়ীর বাইরে খেলাধূলা করতে বা দৌড়ঝাঁপ করতে সক্ষম হবে আর শেয়ে শিশুটি সুন্দরভাবে হাড়ি-পাতিল খেলতে পারবে, কিংবা, মেয়ে শিশুটি ঘরের কাজে মায়ের নির্দেশনা অনুসরণ করে সাহায্য করতে সক্ষম হবে আর ছেলে শিশুটি বাইরের কাজে বাবাবকে সাহায্য করতে পারবে ইত্যাদি। এক্ষেত্রে, আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাখ্যা করুন যে, ছেলে এবং মেয়ে শিশু উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের প্রত্যাশাগুলো একই।

- এবার, পোষ্টার পেপারে লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কোনগুলো স্বাস্থ্য ও শারীরিক বৃদ্ধি আর কোনগুলো মানসিক বিকাশের আওতাভুক্ত তা অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিয়ে চিহ্নিত করুন। দেখা যাবে অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যসমূহই মানসিক বিকাশ সংশ্লিষ্ট।

- অংশগ্রহণকারীদের পূর্বে ফ্লিপচার্টে বুলেট আকারে লিপিবদ্ধকৃত শিশু লালন-পালনে গৃহীত উদ্যোগসমূহের সূত্র ধরে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য কোন কোন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়, তা আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে বলুন, যেমন, টীকাদান কর্মসূচী বা পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা শিশুর শাররিক বিকাশকে তরান্বিত করে আবার, শিশুর সাথে কথপকথন বা খেলাধূলা করলে তা তার মানসিক বিকাশে সহায়ক হয়।
- এবার, অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন, আপনারা কি মনে করেন, শিশুর প্রতি আমাদের যে প্রত্যাশা সে অনুযায়ি আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি? আমরা কি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সমান গুরুত্ব প্রদান করছি?
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমাদের দেশে শিশুদের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের বেশীরভাগই শিশুর স্বাস্থ্য ও শারীরিক বিকাশকে লক্ষ্য করে গৃহীত হয়ে থাকে, যা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য শারিরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে এবং সমানভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

**দিন-১**
**অধিবেশন-১.৩**

**১। অধিবেশন শিরোনামঃ** প্রারম্ভিক শৈশব ও এর গুরুত্ব

**২। শিখনফলঃ**
এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রারম্ভিক শৈশবকাল সম্পর্কে ধারনা লাভ করবে।
- প্রারম্ভিক শৈশবকালের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে।

**৩। সময়ঃ** ৪৫ মিনিট

**৪। উপকরণঃ** পোষ্টার: প্রারম্ভিক শৈশবকাল, পোষ্টার পেপার, মার্কার, ভিপ বোর্ড

**৫। পদ্ধতি ও কৌশলঃ** প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা

**৬। অধিবেশনের বিবরণ ঃ**

**কাজ ১: প্রারম্ভিক শৈশবকাল**
সহায়কের কাজঃ

- অংশগ্রহণকারীদের প্রারম্ভিক শৈশবকালের চিত্রটি দেখান এবং প্রশ্ন করুন,
  ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছেন?
  ছবির বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুর কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন?
  ছবির শেষ পর্যায়ে শিশুর বয়স কত বলে আপনার মনে হয়?

- প্রারম্ভিক শৈশবকাল:
  এবার অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, মানব জীবনের সূচনা হয় মাতৃগর্ভে; আর গর্ভাবস্থা থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবকাল বলা হয়।
- অংশগ্রহণকারীদের আরও বলুন যে, এই ৮ বছরের মধ্যে গর্ভ থেকে ৫ বছর শিশুর সার্বিক বিকাশের ভিত্তি গড়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ভিত্তি টেকসই করার জন্য শিশু বিদ্যালয়ে প্রবেশের পরও তাকে আরো ২ বছর পরিপূর্ণ সহায়তা প্রদান করা জরুরী, সে কারনেই গর্ভ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত সময়কাল কে প্রারম্ভিক শৈশবকাল ধরা হয়।

**কাজ ২:প্রারম্ভিক শৈশবকালের গুরত্বঃ**
সহায়কের কাজঃ

- বলুন, শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে বাড়তে থাকে শারীরিকভাবে এবং শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি তার মানসিক, আবেগিক, সামাজিক ও আচরণগত দিকেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে।
- প্রারম্ভিক শৈশবকাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই সময়েই মানব জীবনের পরিপূর্ণ শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ভিত্তি তৈরি হয়। ভিত্তি মজবুত হলেই পরবর্তীকালে বৃদ্ধি ও বিকাশ সঠিকভাবে হবে।
- উপরোক্ত তথ্যের আলোকে অংশগ্রহণকারীদের উদাহরণ দিয়ে বলুন যে, একটি বহুতল বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে যদি এর ভিত্তি মজবুত না হয় তাহলে এর গাঁথুনি পরে যতই শক্ত করা হউক না কেন এক সময় তা ভেঙ্গে পড়বে। বহু তল টেকসই বাড়িতৈরির জন্য চাই মজবুত ভিত্তি। তেমনি পূর্ণ বিকশিত শিশুর জন্য চাই শুরুতেই সঠিক যত্ন। প্রারম্ভিক শৈশবে সঠিক যত্ন পেলে শিশুর পরবর্তী জীবন হবে স্বাস্থ্যবানও বুদ্ধিদীপ্ত ।

# প্রারম্ভিক শৈশবকাল

ছবি–১

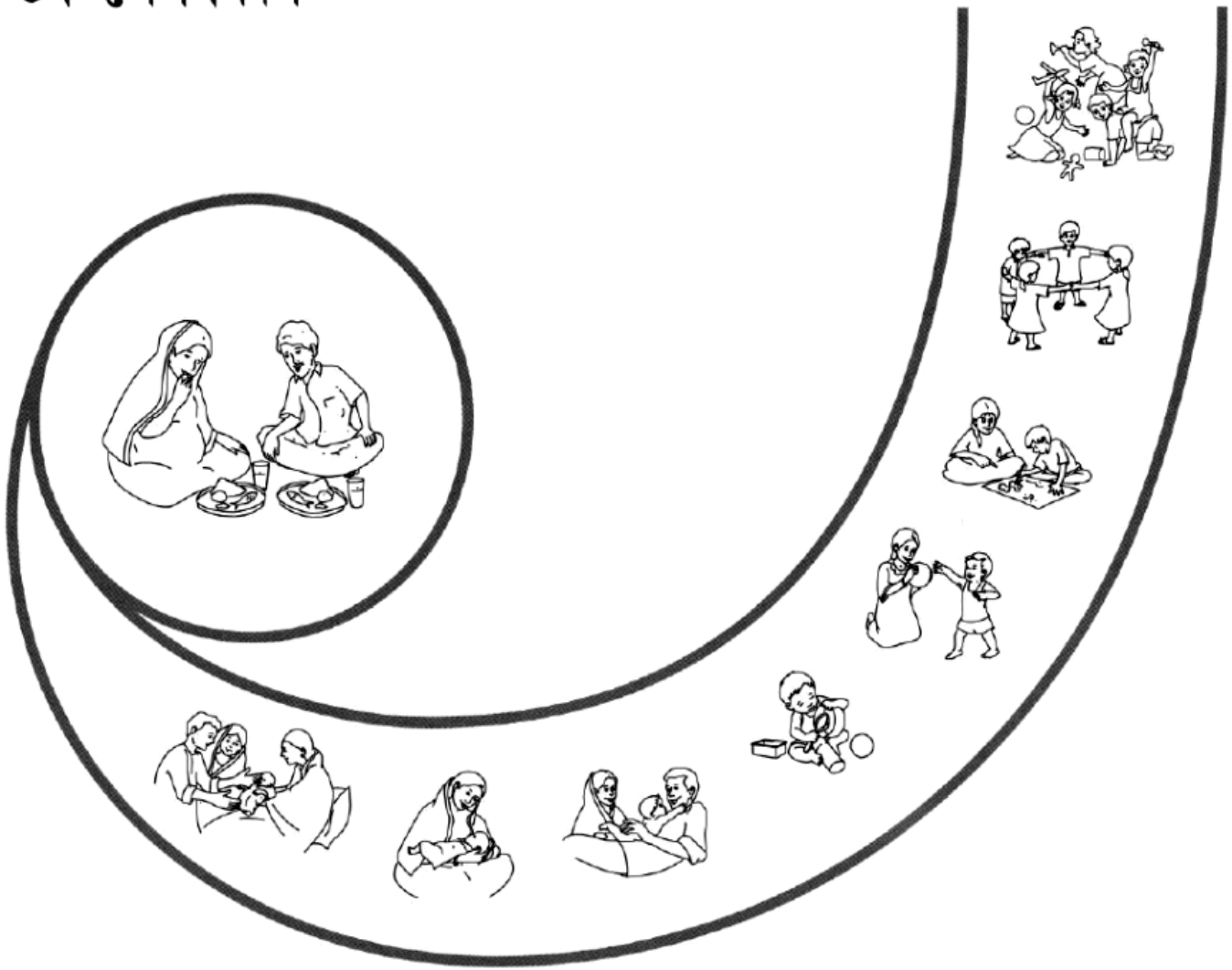

**দিন-১**
**অধিবেশন-১.৪**

**১। অধিবেশন শিরোনামঃ** শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং প্রারম্ভিক শৈশবে বৃদ্ধি ও বিকাশের মূল চাহিদাসমূহ

**২। শিখনফলঃ**

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রারম্ভিক শৈশবে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে ধারণা পাবে।
- প্রারম্ভিক শৈশবে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের মূল চাহিদাসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবে।

**৩। সময়ঃ** ৬০ মিনিট

**৪। উপকরণঃ** পোষ্টারঃ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রধান চাহিদাসমূহ, পোষ্টার পেপার, মার্কার, ভিপ বোর্ড

**৫। পদ্ধতি ও কৌশলঃ** প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা

**৬। অধিবেশনের বিবরণ ঃ**

**কাজ ১ঃ প্রারম্ভিক শৈশবে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ**

সহায়কের কাজঃ

- অংশগ্রহণকারীদের প্রারম্ভিক শৈশবকালের চিত্রটির দিকে পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্ন করুন,
  ছবির প্রতিটি পর্যায়ে কি পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন? যেমন, শিশুটি কি আকারে বড় হচ্ছে? তার কি আগের চেয়ে ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে? অথবা, সে কি নতুন কিছু করছে?
- এ পর্যায়ে, অংশগ্রহণকারীদের বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে বলুন,

  **বৃদ্ধিঃ** শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার বড় বা পরিবর্তন হওয়া এবং ওজন বৃদ্ধি পাওয়া।

  **বিকাশঃ** বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার এবং ভাষা, চিন্তা, বুদ্ধি, বোধশক্তি, অনুভূতি ও ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ক্রমশ অধিক দক্ষতা অর্জন ।
- অংশগ্রহণকারীদের আরো বলুন যে, গর্ভকালীন সময় থেকে শুরু করে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের সুষ্ঠ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য আমাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করতে হবে। ৮ বছর পর্যন্ত বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুর বিকাশ যেমন ভিন্নতর তেমনই চাহিদানুযায়ী তাদের সহায়তার ধরনও ভিন্ন হয়। তবে এই প্রশিক্ষণে আমরা ৫-৬ বছর বয়সে শিশুর বিকাশ ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা সম্পর্কে জানবো।

**কাজ ২ঃ বৃদ্ধি ও বিকাশের মূল চাহিদাসমূহঃ**

সহায়কের কাজঃ

- অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন, শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য তার মূল চাহিদাগুরো কি কি?
- অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার সূত্র ধরে (যেমন, বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর খাবার এবং বিকাশের জন্য কথোপকথন, গান, ছড়া ইত্যাদি) শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের চাহিদার পোষ্টারটি প্রদর্শন করুন। তাদেরকে বলুন, শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের বিষয়টি পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিশুর বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ামূলক যত্নও প্রয়োজন যেমন, শিশুর সাথে কথাবলা, খেলা করা বা গান করা। একইভাবে, শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য শুধুমাত্র পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ামূলক যত্নই যথেষ্ট নয় এর পাশাপাশি পর্যাপ্ত পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

# পোস্টার:শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রধান চাহিদাসমূহ

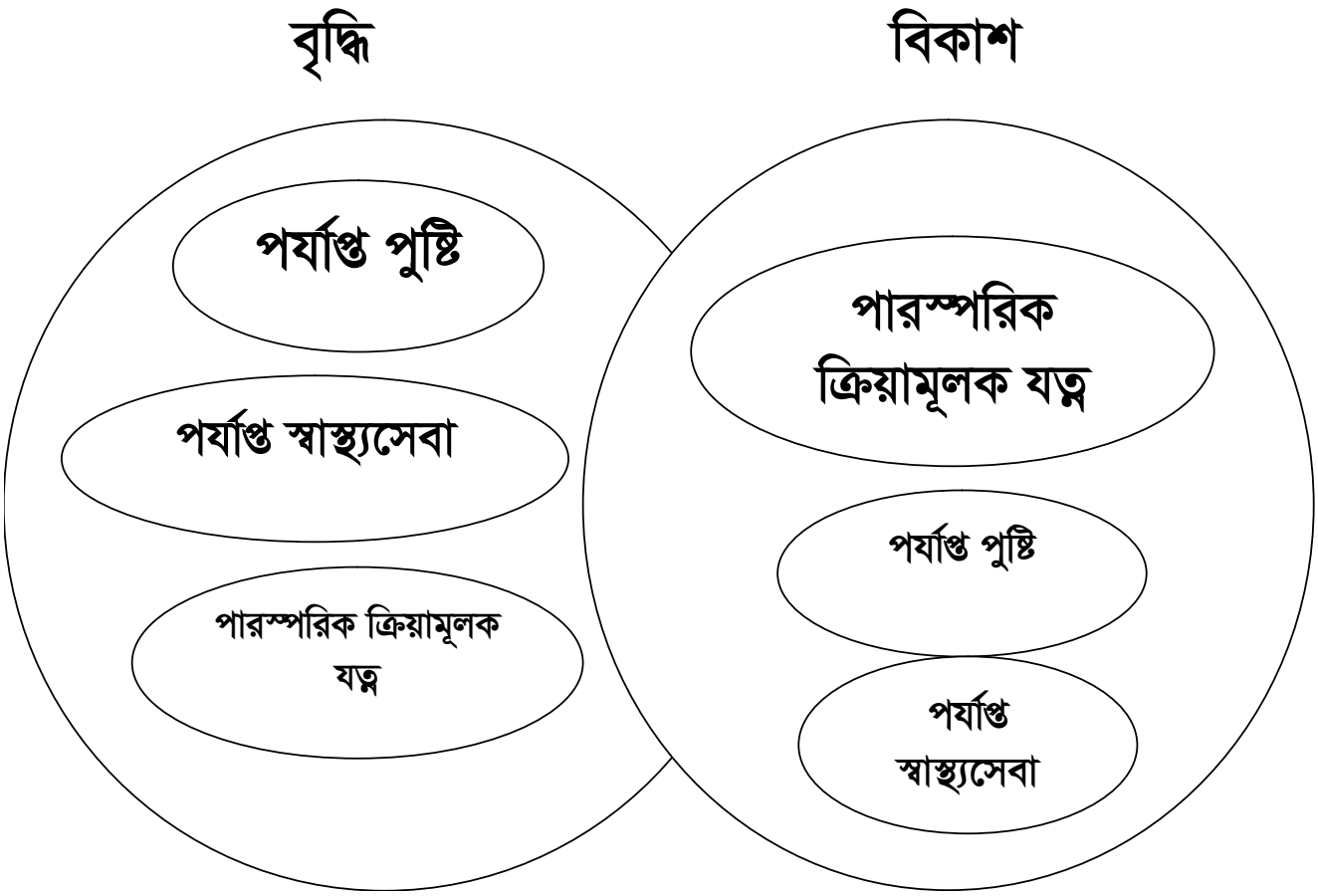

**দিন-১**
**অধিবেশন-১.৫**

**১। অধিবেশন শিরোনামঃ** শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে পরিবেশের প্রভাব

**২। শিখনফলঃ**

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রারম্ভিক শৈশবকালে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

**৩। সময়ঃ** ৪৫ মিনিট

**৪। উপকরণঃ** পোষ্টার পেপার, মার্কার, ভিপ বোর্ড

**৫। পদ্ধতি ও কৌশলঃ** প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা

**৬। অধিবেশনের বিবরণ ঃ**

**কাজ ১ঃ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে পরিবেশের প্রভাব**

সহায়কের কাজঃ

- পোষ্টারে বর্ণিত চিত্র অনুসরণ করে ফ্লিপচার্টে প্রথমে শিশুর 'মন' ও 'শরীর' আঁকুন। এবার, অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা জানি যে, মানুষ মাত্রই একটি মন ও শরীর আছে, আর এই মন ও শরীর পরস্পর ওতোপ্রতভাবে জড়িত। একইভাবে, শিশুর মন ও শরীরও ওতোপ্রতভাবে জড়িত। যেমন, শিশুর যদি শরীর খারাপ থাকে তবে তা তার মনকে প্রভাবিত করে সে খাবারের প্রতি বা খেলতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। আবার, শিশুর যদি মন খারাপ থাকে তাহলে সে হয়তো খাবারের প্রতি বা খেলতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, যা কিনা তার শাররিক অবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং আমাদের শিশুর শরীর ও মন দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- এবার বলুন, শিশু শুধু শরীর ও মন সর্বস্ব কোন একক নয়। সে অবশ্যই একটা পরিবেশের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়। শরীর ও মন যেমন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তেমনই শিশুর চারপাশের পরিবেশ শিশুর শরীর ও মন কে প্রভাবিত করে। শিশুর চারপাশের পরিবেশকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।বস্তুগত পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ। এখানে, বস্তুগত পরিবেশ বলতে শিশুর বিছানা পত্র, বাড়ী ঘর, খেলনা ও ব্যবহারের বিভিন্ন জিনিসপত্র আর সামাজিক পরিবেশ বলতে বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি এবং প্রতিবেশীদেরকে বোঝানো হয়েছে। যেহেতু শিশু ক্রমাগত শরীর, মন, বস্তুগত ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বড় হতে থাকে সেহেতু গর্ভ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত সময়ে শিশুর পরিপূর্ণ শাররিক ও মানসিক বিকাশের জন্য একটি সহায়ক বস্তুগত ও সামাজিক পরিবেশ অত্যন্ত জরুরী।সেকারণেই, ৫ থেকে ৬ বছর বয়সে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে কিভাবে সহায়তা প্রদান করা যায়, সে সম্পর্কে পরবর্তী সেশনগুলোতে আমরা আরো আলোচনা করবো।

**পাস্টার: শিশুর পরিবেশ**

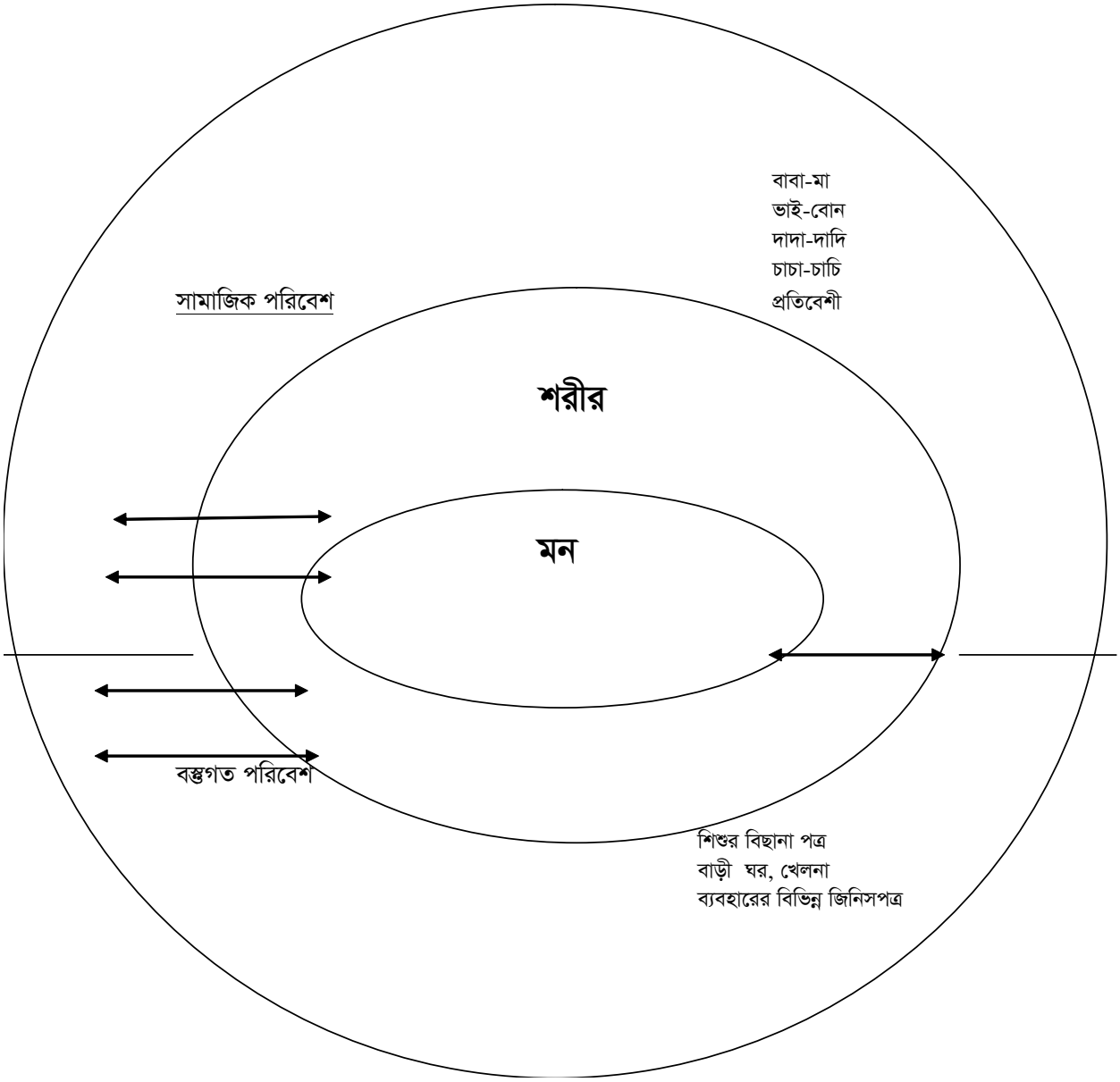

**দিন-১**
**অধিবেশন-১.৬**

**১। অধিবেশন শিরোনামঃ** শিশুর  বিকাশের ক্ষেত্রসমুহ

**২। শিখনফলঃ**
এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিশুর  বিকাশের প্রধান  ক্ষেত্রসমুহ কী তা জানতে পারবেন।

**৩। সময়ঃ** ৬০ মিনিট

**৪। উপকরণঃ** পোস্টার পেপার / সাদা কাগজ, মার্কার, 'খেলতে খেলতে শিখি' বই, ফ্লিপ চার্ট

**৫। পদ্ধতি ও কৌশলঃ** দলীয় কাজ,আলোচনা

**৬। অধিবেশনের বিবরণ ঃ**

**কাজ ১ঃ অংশগ্রহণকারীদের নিচের খেলাগুলো খেলতে সহায়তা করুন।**

সহায়কের কাজঃ

- অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে শিক্ষক সহায়কার সহায়তায় নীচের খেলাগুলো খেলুন।
  তোমরা কি সব বলতে পার
  শুনি ও উড়ি
  স্পর্শ করে বলা
- খেলাগুলো শেষ হবার পর সবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন- খেলাগুলো কেমন লাগল? এবার অংশগ্রহণকারীদের সংগে নিয়ে প্লেনারীতে প্রতিটি খেলা বিশ্লেষণ করে এই খেলা গুলোর মাধ্যমে শিশুদের কি কি ধরনের বিকাশ হতে পারে বা দক্ষতা বাড়তে পারে তা আরোচনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো শুনুন ফ্লিপ চার্টে লিখুন। এক্ষেত্রে, লিখবার সময় একই ধরনের বিকাশের বৈশিষ্ট্যসমূহ বা দক্ষতাসমূহ একত্রে শ্রেণীকরণ করে লিখতে হবে। সকল দলের  মতামত শ্রেণীকরণের মাধ্যমে ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধকরণ শেষ হলে অংশগ্রহণকারীদের এক একটি শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রশ্ন করুন যে  সেটি কোন ধরনের বিকাশকে নির্দেশ করে যেমন,  হাত নাড়াচাড়া করা, পাখির মত ওড়া ইত্যাদি কোন ধরনের বিকাশের আওতায় পড়ে? (শারীরিক ও চলন বিকাশ)। প্রয়োজনে, বিকাশের ক্ষেত্রগুলোর নাম বলতে অংশগ্রহণকারীদের সহায়তা করুন এবং নিম্নোক্ত চার্ট অনুযায়ী  এক একটি শ্রেণীর নামকরণ করুন।

| | |
|---|---|
| **শারীরিক ও চলন বিকাশ**<br>- হাত নাড়াচাড়া করা<br>- পাখির মত ওড়া | **সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ**<br>- সবাই একসাথে খেলা<br>- বাদ পড়লে মন খারাপ না করা<br>- বিজয়ীকে উৎসাহিত করা |
| **বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ**<br>- কোনগুলো ওড়ে আর কোনগুলো ওড়ে না তার পার্থক্য করা<br>- পশু-পাখির পার্থক্য করা<br>- স্পর্শ করে বুঝতে পারা | **যোগাযোগ ও ভাষাগত দক্ষতার বিকাশ**<br>- মনোযোগ দিয়ে শোনা<br>- শুনে বুঝতে পারা<br>- বিভিন্ন পশুপাখির নাম জানা |

- সবশেষে, অংশগ্রহণকারীদের বুঝিয়ে বলুন যে, শিশুর সার্বিক বিকাশ বলতে এই চার ধরনের দক্ষতার বিকাশকে বুঝায়। তাই আমাদের লক্ষ্য থাকবে শৈশবকাল থেকেই যেন শিশুর মধ্যে সকল ধরনের দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

**দিন-২**
**অধিবেশন-২.১**

**১। অধিবেশন শিরোনাম ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতি**

**২। শিখনফলঃ এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-**

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি বলতে পারবে।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূলনীতিগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

**৩। সময়ঃ** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণঃ** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, পোস্টার বা মাল্টিমিডিয়াতে বড় করে লিখা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহ, পোস্টার পেপার।

**৫। পদ্ধতি ও কৌশলঃ** প্রশ্নোত্তর, ব্রেইন স্টর্মিং, আলোচনা, দলীয় কাজ, জিগ স'।

**৬। অধিবেশনের বিবরণ ঃ**

**কাজ-১ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি** **সময়ঃ ১৫ মিনিট**

- তথ্যপত্র অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করুন।
- তথ্যপত্র: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট বিতরণ করুন। তথ্যপত্রটি পড়ার জন্য ৫মিনিট সময় দিন। তথ্যপত্রের উপর কারো কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করুন।

**কাজ-২ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** **সময়ঃ ৪০ মিনিট**

- কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে জিজ্ঞেস করুন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন কেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভিপ কার্ডে নিজের মতো করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ৩টি করে প্রয়োজনীয়তা লিখতে বলুন।
- শ্রেণিকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামতসমূহ বোর্ডে উপস্থাপন করুন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত শ্রেণিকরণকৃত মতামত থেকে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বের করার চেষ্টা করুন।
- পোস্টার পেপার বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উপস্থাপন করুন এবং তা বোর্ডে উপস্থাপিত মতামতের সাথে তুলনা করে দেখান। যে যে বিষয়গুলো প্রশিক্ষণার্থীদের মতামতে আসেনি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

**কাজ-৩ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূলনীতি** **সময়ঃ ৩৫ মিনিট**

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের মূলনীতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের ধারণা জানতে চান।
- ৯টি মূলনীতিকে ৩টি ভাগে ভাগ করে ৩টি আলাদা কাগজে পূর্বেই লিখে রাখবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ৩টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলকে ৩টি করে মূলনীতি লিখা ১টি করে কাগজ দিন। দলিয় আলোচনার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। ১০ মিনিট পরে মূলনীতি লিখা কাগজগুলো সংগ্রহ করুন।

- প্রত্যেক দলের সদস্যদের আবার ৩টি ছোটদলে ভাগ করুন। প্রত্যেক বড় দল থেকে ১টি করে ছোট দল নিয়ে আবার ৩টি বড় দল গঠন করুন।
- জিগ স' পদ্ধতিতে নতুন সৃষ্ট বড় দলে পরস্পরের সাথে আলোচনা করে সকল মূলনীতির উপর পোস্টার পেপারে তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করবে। দলগত মতামত উপস্থাপনের পর সবগুলো মূলনীতির উপর সাধারণ আলোচনা করবেন।

**দিন-২**
**অধিবেশন-২.২**

**১। অধিবেশন শিরোনাম ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রী**

**২। শিখনফলঃ এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-**

- প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো সামগ্রী চিনবে ও সেগুলোর নাম বলতে পারবে।
- প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো সামগ্রীর ব্যবহার বলতে পারবে।

**৩। সময়ঃ ১** ঘন্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণঃ** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্কবুক, অনুশীলন খাতা, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের চার্ট, ফ্লিপ চার্ট, ফ্লাশ কার্ড, গল্পের বই ও খোলার সামগ্রী (প্রতিটি কমপক্ষে সেট করে), পোস্টার পেপার।

**পূর্ব-প্রস্তুতিঃ** যে কোনো ৩টি কর্ণারে শিক্ষা উপকরণগুলো ভাগ করে রাখুন। প্রথম কর্ণারে শিক্ষক সহায়িকা, অনুশীলন খাতা ও ওয়ার্কবুক, দ্বিতীয় কর্ণারে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের চার্ট, ফ্লিপ চার্ট ও ফ্লাশ কার্ড এবং তৃতীয় কর্ণারে গল্পের বই ও খেলার সামগ্রী প্রতিটি ৩ সেট করে রাখুন।

**৫। পদ্ধতি ও কৌশলঃ** প্রশ্নোত্তর, ব্রেইন স্টর্মিং, আলোচনা, দলীয় কাজ।

**৬। অধিবেশনের বিবরণ ঃ**

**কাজ-১ঃ প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা উপকরণ** **সময়ঃ ৯০ মিনিট**

- কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে জিজ্ঞেস করুন - প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালন করার জন্য কী কী ধরণের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে ? বিভিন্ন প্রশিক্ষণার্থীর মতামত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন কর্ণার ঘুরে ঘুরে শিক্ষা উপকরণসমূহ দেখে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলুন।
- কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে তাদের প্রস্তুতকৃত তালিকা উপস্থাপন করতে বলুন। কোনো উপকরণ বাদ পড়লে তা অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সংযুক্ত করতে বলুন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ৩টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলকে একটি করে কর্ণারে অবস্থিত শিক্ষা উপকরসমূহ পর্যালোচনা করে কীভাবে তা শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিয়ে প্রতিটি উপকরণের জন্য আলাদা আলাদা দলিয় আলোচনার সারাংশ পোস্টারে লিপিবদ্ধ করতে বলুন।
- দলিয় আলোচনা উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতিটি দলের আলোচনার পর অন্যান্য দলের মতামত নিন বা অন্যান্য দলের সদস্যদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করুন। প্রতিটি উপকরণের বিষয়ে আপনার মতামত সবশেষে উপস্থাপন করুন।

**দিন-২**
**অধিবেশন-২.৩**

**১। অধিবেশন শিরোনাম ঃ** গুণগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মানদন্ডসমূহ

**২। শিখনফলঃ এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-**

- মানদন্ড কি সে সম্পর্কে ধারণা পাবে।
- জাতীয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মানদন্ডসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

**৩। সময়ঃ ১** ঘন্টা ৪৫ মিনিট

**৪। উপকরণঃ** মানদন্ড সংবলিত তথ্যপত্র ও ফ্লীপচার্ট,পোষ্টার পেপার, মার্কার, ভিপ বোর্ড

**৫। পদ্ধতি ও কৌশলঃ** বড় ও ছোট দলে কাজ ও আলোচনা

**৬। অধিবেশনের বিবরণ ঃ**

**কাজ ১ঃ মানদন্ড সম্পর্কে ধারণা**

সহায়কের কাজঃ

- বড়দলে প্রশিক্ষণার্থীদের আজকের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বলুন। ।এবার প্রশিক্ষণার্থীদের উদাহরণস্বরুপ বলুন, ধরুন, আপনাকে বলা হলো, বাজার থেকে ভাল দেখে ফল কিনে আনতে, এবার আপনি ফল কেনার সময় কোন কোন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখবেন,
  ফলগুলো সতেজ কিনা?
  ফলগুলোতে পোকা আছে কিনা?
  ফলগুলোতে কীটনাশক ব্যাবহার করা হয়েছে কিনা? ইত্যাদি।
  আবার, আপনি যখন কোন খেলাকে ভাল খেলা হিসেবে চিহ্নিত করেন, তখন কোন কোন বিষয়গুলোকে বিবেচনা করেন, যেমন,
  খেলোয়াড়দের যথাযথ প্রস্তুতি ছিল কিনা?
  খেলার মাঠটি খেলার জন্য যথোপযোগী ছিল কিনা?
  খেলোয়াড়রা যথেষ্ট উদ্যম নিয়ে খেলেছির কিনা? ইত্যাদি।
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, বিভিন্ন বস্তু, কাজ, স্থান, ঘটনা এমনকি ব্যাক্তিকেও যখন আমরা ভাল বা মানসম্মত হিসেবে অভিহিত করি তখন তার কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুনগত মান বিবেচনা করি। এইসকল বৈশিষ্ট্য বা গুনগত মানসমূহই হচ্ছে মানদন্ড যা সেই বিভিন্ন বস্তু, কাজ, স্থান, খেলা ইত্যাদির গুনগত মানকে নিশ্চিত করে।
- একইভাবে, প্রাক-প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জাতীয় পর্যায়ে কিছু মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে যা কার্যক্রমের গুনগত মান নিশ্চি করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

**কাজ ২ঃ প্রাক-প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মানদন্ডসমূহ**

সহায়কের কাজঃ

- এবার অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ হতে বলুন। প্রাক-প্রাথমিকের মানদন্ড সংবলিত তথ্যপত্র এবং প্রয়োজনীয় পোষ্টার পেপার, মার্কার প্রতিটি দলে দিন। তাদের বলুন, তারা এখন মানসম্মত প্রাক-প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের কিছু মানদন্ড পড়বে এবং মানদন্ডসমূহকে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে শ্রেণীবিন্যাস করবেন।

- শ্রেণীবিন্যাস করার সময় প্রতিটি শ্রেণীর নাম (ক্ষেত্র) তারা নিজ দলে নির্ধারণ করে নিবে। অংশগ্রহণকারীরা দলে কাজ করার সময় তাদের আলোচনা শুনুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করুন।

- দলীয় কাজ শেষ হলে, প্রতিটি দলের শ্রেণীবিন্যাসকৃত মানদন্ডসমূহ সংবলিত পোষ্টার পেপারগুলো ভিপবোর্ডে বা দেয়ালে উপস্থাপন করুন। দলের সকলকে নিয়ে প্রতিটি দলের শ্রেণীবিন্যাস ঠিকমতো হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করুন, যদি না হয়ে থাকে তবে, শ্রেণীবিন্যাস করার ক্ষেত্রে প্রয়োজণীয় সহায়তা প্রদান করুন।
- এবার আগে থেকে লিকে রাখা মানদন্ড সংবলিত ফ্লীপচার্ট দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের বলুন, জাতীয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত বাস্তবায়নের জন্য প্রাক-প্রাথমিকের মানদন্ডগুলোকে ৮টি শ্রেণীতে বিন্যাস করা হয়েছে, এগুলো হলো,

  কাঠামোগত পরিবেশ
  শিক্ষার পরিবেশ
  কর্মী সংক্রান্ত
  মনিটরিং এবং সুপারভিশন
  বাবা-মা এবং সমাজের অংশগ্রহণ
  প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়ন
  ব্যবস্থাপনা এবং
  প্রশাসন
- এবার বলুন, তারা যে মানদন্ডগুলো নিয়ে কাজ করেছেন তা এর কোন না কোন শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত। তবে মোট কথা হচ্ছে যে কোন ভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করলেই তাকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বলা যাবে না। প্রদত্ত মানদন্ডসমূহ হচ্ছে নুন্যতম। এগুলোকে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করলেই সেটাকে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম ধাপ হিসেবে গণ্য করা হবে।জাতীয় ভাবে অনুমোদিত মানদন্ডে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের মান ও নির্ধারণ করা আছে যা পর্যায়ক্রমে সকলকেই অর্জন করতে হবে।

**মানদন্ড সংবলিত তথ্যপত্রঃ**

১. শিক্ষার্থীরা মোট ক্লাশের ৫০%ভাগ সময় নানা কাজে ও কথায় (প্রশ্ন করা, ব্যাখ্যা চাওয়া ইত্যাদি) নিয়োজিত থাকে।
২. শিক্ষক শারীরিক বা মানসিক কোন শাস্ড়ি দিয়ে বা নেতিবাচকভাবে শিক্ষার্থীদেরকে নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আনেন না।
৩. সতন্ত্র রেকর্ড রেখে প্রদত্ত ফরম্যাট অনুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ডোমেইন এর উপর মূল্যায়ন করে থাকেন।
৪. শিক্ষার্থীদের মাসিক সতন্ত্র অগ্রগতি রেকর্ডেও জন্য মূল্যায়ন করেন।
৫. নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষক অভিভাবক সভা পরিচালনা করবেন।
৬. হাজিরা খাতা আপডেট থাকবে।
৭. প্রতি শিক্ষার্থীর চলমান মূল্যায়নের রেকর্ডসহ মূল্যায়ন খাতা ও হাজিরা খাতা থাকবে। মূল্যায়ন খাতায় মূল্যায়নের টুলস থাকতে হবে।
৮. অভিভাবক সভার খাতা, হাজিরা খাতাসহ অভিভাবক সভার রেজিস্টার থাকবে।
৯. বার্ষিক পরিকল্পনা ও ক্লাশ রুটিন শ্রেণিকক্ষে একটা দৃশ্যমান স্থানে থাকতে হবে।
১০. আপডেটেড তথ্যসহ স্টক (মজুদ) রেজিস্টার থাকা।
১১. হাজিরা খাতায় প্রতি শিক্ষার্থীর জরুরী যোগাযোগের তথ্য থাকা।
১২. শিশুদের নাগালের মধ্যে দেয়ালে ঝোলানো চক বোর্ড থাকতে হবে।
১৩. শ্রেণি কক্ষটি থাকতে হবে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিপদমুক্ত (যেমন; ভাঙ্গা খেলনা, অস্বাস্থ্যকর পায়খানা সুবিধা, খোলা ইলেক্ট্রিকের তার বা অন্যান্য সামগ্রী) ।
১৪. ফর্ষ্ট এইড কিট বক্স শ্রেণি কক্ষে নাগালের মধ্যে থাকতে হবে।
১৫. শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অনুসারে রঙিন ছবি ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে শ্রেণি কক্ষটি সাজাতে হবে যাতে শিশুরা আকৃষ্ট হয়।
১৬. শিশুদের সৃজনশীলকাজ শ্রেণি কক্ষে প্রদর্শিত হতে হবে।
১৭. শিশুদের চোখ সোজা সকল কিছু দেয়ালে প্রর্দশন করতে হবে।
১৮. কম পক্ষে চারটি কর্ণারের আয়োজন করে মার্কিং করতে হবে। সেগুলো হলো; খেলার কর্ণার, বই কর্ণার, ব□ক কর্নার, কল্পনার কর্ণার ও পানি বালির কর্নার ইত্যাদি)।
১৯. বসার ব্যবস্থা থাকতে হবে জেন্ডার সংবেদনশীল, বন্ধুত্বর্পূন এবং একিভূত (মিশ্র এবং প্রয়োজন অনুসারে বসার ব্যবস্থা) ।
২০. সকল উপকরণ শিশুদের নাগালের মধ্যে হতে হবে।
২১. উপকরণগুলো যথাপোযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে এবং উপকরণগুলো তালা দিয়ে রাখা যাবে না।
২২. উপকরণগুলো সঠিকভাবে মজুদ ও সংরক্ষণ করতে হবে।
২৩. শিক্ষক শিশুর সাথে যোগাযোগের সময় তাদের সাথে চোখে চোখ রাখবেন, নরম সুরে কথা বলবেন, শালীনভাবে অঙ্গভঙ্গি করবেন এবং শিশুদের সাথে সহজবোধ্য ভাষায় কথা বলবেন সম্মান প্রদর্শন করে।
২৪. শিখনক্রম অনুসারে দৈনিক সর্বোচ্চ ২.৩০ মি: ক্লাশ রুটিন হবে।
২৫. দৈনন্দিন রুটিনে ধারাবাহিকতা থাকবে। এরপরও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সতন্ত্র চাহিদার উপর ভিত্তি করে ক্লাশ রুটিনে পরিবর্তন আনতে হবে
২৬. এক কাজ থেকে অন্য কাজে (এ্যাক্টিভিটি) যাওয়াটা সহজতর ও বিঘ্নহীন হতে হবে।
২৭. রুটিন যেন সকলের বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে তৈরি হয়।
২৮. শ্রেণি কক্ষে সব সময় দৈনন্দিন ক্লশ রুটিনটি প্রদর্শিত অবস্থায় থাকতে হবে।
২৯. অভিবাদন একটি দৈনন্দিন চর্চার বিষয় হিসেবে দেখা হয়।
৩০. শিক্ষক শিশুদেরকে কোন উপলক্ষে প্রশংসা করেন এবং উৎসাহ প্রদান করেন।
৩১. শিশুরা ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষকের সাথে তাদের অনুভূতি, সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা ও শিখন চাহিদার কথা শেয়ার করে থাকে।
৩২. একক, দলীয়, জুটি'র কাজ গুলো শিখনক্রম/ বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা বা বার্ষিক কাজ অনুসারে সমন্বয় করা হয়।

৩৩. বার্ষিক পরিকল্পনা ও শিখণক্রম অনুসারে শিশুর শারীরিক, স্থুল ও সুক্ষপেশির সঞ্চালনসহ জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এমন খেলা নির্ধারন করতে হবে। খেলা নির্ধারণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সৃজনশীল, কল্পনার খেলা ও ইচ্ছেমত খেলার সমন্বয় থাকে।

৩৪. শিক্ষক নির্দেশনা অনুসারে শিশুদের খেলায় সহায়তা করেন।

৩৫. শিখনক্রম ও বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষক কোন উপলক্ষে প্রকৃতির সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করে শ্রেণি কক্ষের চারপাশের প্রাঙ্গন ব্যবহার করেন।

৩৬. শিখনক্রম ও বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কোন উপলক্ষে শ্রেণি কক্ষে থাকা উপকরণ/সহায়তা ব্যবহার করেন।

৩৭. শিক্ষার্থীরা চাহিদা অনুসারে বিশেষ মনোযোগ ও সহায়তাগুলো শিক্ষকের নিকট থেকে কোন সময় পেয়ে থাকে।

৩৮. শিক্ষার্থীরা স্কুলের অন্যান্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সাথে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ পায়।

৩৯. শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে মেলামেশার ন্যূনতম সুযোগ পেয়ে থাকে। শিক্ষক এই ধরণের মিথস্ক্রিয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করেন এবং প্রশংসা করেন।

৪০. শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে ন্যুনতম স্থানীয় উপকরণ শ্রেণিকক্ষে থাকবে।

৪১. শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষণ - শিখন প্রক্রিয়া চলাকালীন শিক্ষক কোন কোন সময় স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করেন।

৪২. শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষার্থীরা শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করে এবং শরীর চর্চার এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যাওয়ার সময় বিশ্রাম ও উত্তোরণের সুযোগ পায়।

৪৩. শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা তাদের নেতৃত্ব দক্ষতা পরিচর্যা করার সুযোগ পায় এবং দলীয় কাজের সময় তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ধারনার উন্নয়ন ঘটে।

৪৪. নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সহায়তা করে থাকেন।

৪৫. শিক্ষক শুধুমাত্র রুটিনে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও ইচ্ছা বিবেচনায় রেখে শিক্ষণ - শিখন কার্যাবলী পরিচালনা করেন।

৪৬. নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক কোন সময় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য নমনীয় হয়ে শিক্ষণ -শিখন কার্যাবলী পরিচালনা করেন।

৪৭. শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে ক্লাশ পরিচালনা করেন এবং শিক্ষণ -শিখন কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে নানামুখীকৌশল অবলম্বন করেন।

৪৮. নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক কোন সময় মাতৃভাষা বা স্থানীয় কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন।

৪৯. সামর্থ্য, জেন্ডার, ধর্ম, সংস্কৃতি নির্বিশেষে শিক্ষক সকল শিশুকে ভালভাবে গ্রহণ করেন এবং শ্রদ্ধা করেন।

**দিন- ২**
**অধিবেশন- ২.৪**

**১। অধিবেশন শিরোনাম: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য**

**২। শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-**

- প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকের কাঙ্খিত গুণাবলী বলতে পারবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষকের দৈনন্দিন করণীয় কাজসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন।

**৩। সময়: ১ঘন্টা ৩০ মিনিট**

৪। **উপকরণ:** শিক্ষক সহায়িকা, মার্কার, পুসপিন, পুসপিন বোর্ড, সাদা বোর্ড, পোস্টার পেপার, চার্ট, মাল্টিমিডিয়া, ভিজুয়ালাইজার, প্রজেক্টর ইত্যাদি

**৫। পদ্ধতি ও কৌশল:** একক কাজ, জোড়া/ দলে কাজ, উপস্থাপন

**৬। অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ-১: শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করা সময়: ১ ঘন্টা ১০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের জোড়ায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির একজন শিক্ষকের প্রধান গুণাবলিগুলো কী তা নিয়ে আলোচনা করে বলুন। জোড়ার যে কোন একজনের খাতায় প্রধান গুণাবলিগুলো লিখতে বলুন। প্রতি জোড়া হতে একটি করে শিক্ষকের গুণাবলি সাদা বোর্ডে সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষক সহায়িকা থেকে শিক্ষকের প্রধান গুণাবলিগুলো প্রদর্শন করুন। ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে শিক্ষকের গুণাবলি চূড়ান্ত করুন। (১৫ মিনিট)
- বলুন শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোকে ৫টি প্রধান ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। এখন প্রতি ক্ষেত্রের করণীয় কাজগুলো সনাক্ত করতে হবে। এজন্য অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে একটি করে কাজ দিন। দলে আলোচনা করে শিক্ষকের করণীয় কাজগুলো পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। দলীয় কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। দলীয় কাজ মনিটরিং করুন।
  - দল-১: শ্রেণি ব্যবস্থাপনা
  - দল-২: শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা
  - দল-৩: উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার
  - দল-৪: বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ
  - দল-৫: সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি
- নির্ধারিত সময় শেষে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- প্রতি দলের উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতায় শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী আলোচনা সমৃদ্ধ করুন। (৪৫ মিনিট)

**কাজ-২: শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষকের দৈনন্দিন করণীয় কাজ চিহ্নিত করা সময়:২০মিনিট**

- বোর্ডে বৃত্তের মাঝে 'শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার জন্য শিক্ষকের দৈনন্দিন করণীয়' বাক্যটি লিখুন। অংশগ্রহণকারীদের ইতোপূর্বে প্রদর্শিত রুটিন অনুসারে শিক্ষকের দৈনন্দিন করণীয় কাজ নিয়ে একাকী ১মিনিট ভাবতে বলুন।
  - ব্রেনস্টর্মিং এর মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে ১টি করে পয়েন্ট বোর্ডে বৃত্তের চারপাশে লিখুন।
  - শিক্ষক সহায়িকায় প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী দৈনন্দিন করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন

**দিন- ৩**
**অধিবেশন- ৩.১**

১। **অধিবেশন শিরোনাম** ঃ শিশুর ভাল লাগা ও মন্দ লাগা এবং তার কারণ

২। **শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিশুর ভাল লাগা এবং মন্দ লাগার বিষয় ও কারনসমূহ বলতে পারবেন।
-

৩। **সময়ঃ** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

৪। **উপকরণঃ** পোস্টার পেপার, মার্কার

৫। **পদ্ধতি ও কৌশলঃ** ব্রেইন স্টর্মিং, আলোচনা, দলীয় কাজ।

৬। **অধিবেশনের বিবরণ ঃ**

**কাজ-১ শৈশবে ভ্রমণ: শৈশবকালের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা** **সময়: ৬০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- সেশনে সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানিয়ে বলুন যে, এখন আমরা একটি খেলা খেলব, খেলাটির নাম হচ্ছে টাইম মেশিন বা "সময় গাড়িতে ভ্রমণ"। খেলার নিয়ম হিসেবে বলুন যে, সময় যদিও সামনের দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু এই টাইম মেশিনে ভ্রমণে সময় পিছনের দিকে যাবে। সকলকে গোল হয়ে দাড়িয়ে চোখ বন্ধ করে প্রস্তুত হতে বলুন এবং মনে মনে টাইম মেশিনে উঠে বসতে বলুন। এবার সময় গাড়িটিকে জীবনের পিছনে ফেলে আসা সময়ের দিকে চালাতে বলুন।
- একটু পরে প্রশ্ন করুন গাড়িটি কি ঠিকভাবে চলছে? আপনি কি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়ের কথা মনে করতে পারছেন?
- এবার প্রশ্ন করুন গাড়িটি কি আপনার মাধ্যমিক শিক্ষা জীবনের স্টেশনে এসে পৌঁছেছে এবং আপনি কি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা জীবনের সময়ের কথা মনে করতে পারছেন?
- এবার আপনার গাড়িটিকে প্রথম স্কুল শুরু করার সময়কালের স্টেশনে থামান এবং প্রথম বিদ্যালয় জীবনের কথা মনে করুন। প্রথম বিদ্যালয় জীবনের কথা মনে করার জন্য ২/৩ মিনিট সময় দিন এবং সকল অংশগ্রহণকারীর উদ্দেশ্যে নিচের প্রশ্নদু'টো করুন।
    - ছোটকালের এমন একজন শিক্ষকের কথা স্মরণ করুন, যার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ঘটনা, ব্যবহার বা আচরণ মনে হলে এখনো আপনার ভাল লাগে। সেগুলো কী এবং ভাল লাগার কারণই বা কী?
    - ছোটকালের এমন একজন শিক্ষকের কথা স্মরণ করুন, যার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ঘটনা, ব্যবহার বা আচরণ মনে হলে এখানো আপনার খারাপ লাগে। সেগুলো কী এবং খারাপ লাগার কারণ কী?
- নির্দিষ্ট সময় (৭-১০ মিনিট) পর একে একে সবাইকে টাইম মেশিন চালিয়ে বর্তমান সময়ে ফিরে আসতে বলুন। এবার তাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকে ভাল ও মন্দ লাগার ঘটনা বলতে বলুন। বলার সময় অংশগ্রহণকারীর বলা পয়েন্টগুলো থেকে ঘটনা এবং ঘঁনার কারণসমূহ নোট করুন। সবার বলা শেষ হলে আপনার অভিজ্ঞতার কথাও বলুন। অংশগ্রহণকারীদের বলা থেকে নিচের সবগুলো পয়েন্ট না আসলে নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে সে পয়েন্টগুলো নিয়ে আসুন।
- এবার সবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন- আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো বিশ্লেষণ করলে কি বোঝা যায়? কিসে শিশুরা খুশি হয়? কি শিশুদের ভাল লাগেনা? সবাইকে আলোচনার সুযোগ দিন।

- কিসে শিশুরা খুশি হয়? নিচের বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছে কিনা লক্ষ্য করুন

| | |
|---|---|
| - মনোযোগ | - নতুন কোন খেলনা/জিনিস দেয়া |
| - স্বীকৃতি | - দায়িত্ব দেয়া |
| - খেলার সুযোগ | - আদর ভালবাসা দেয়া |
| - বাইরে যেতে দেয়া | - ছড়া, গান, কবিতা, গল্প শোনানো |
| - ইচ্ছেমত খেলতে দেয়া | - প্রশংসা করা |

- এবার নিচের কথাগুলো অংশগ্রহণকারীদের বুঝিয়ে দিন-

শিশুরা অনেক কিছুতেই খুশি হয় কিন্তু আদর ভালবাসা পেলে তারা অনেক বেশি খুশি হয়। তাছাড়া আদর ভালবাসা পেলে তারা নিরাপদ বোধ করে। নিরাপদ বোধ করা সুস্থ বিকাশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই আমাদের উচিত শিশুকে বুঝতে দেয়া যে, তাকে আমরা আদর করি, ভালবাসি।

**কাজ-২: ৫/৬ বছর বয়সী শিশুদের চাহিদা ও স্বাতন্ত্র্য** **সময়: ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- সকল অংশগ্রহণকারীর উদ্দেশ্যে বলুন যে, এতক্ষণ আমরা সময় গাড়িতে ভ্রমণের মাধ্যমে জানতে পারলাম শিশুরা কিসে খুশি হয় এবং কিসে মনে কষ্ট পায়; এখন আমরা জানব সাধারণত ৫/৬ বছর বয়সী শিশুদের চাহিদাগুলো কেমন হয় এবং এ সময়ে তাদের সাধারণ কিছু স্বাতন্ত্র্যের কথা।
- অংশগ্রহণকারীদেরকে দুজন দুজন করে জুটি বাঁধতে সাহায্য করুন। প্রত্যেক জুটি ৫/৬ বছর বয়সী শিশুদের চাহিদা এবং তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবে। যেমন- ৫/৬ বছর বয়সী শিশুদের চাওয়া-পাওয়া, পছন্দ-অপছন্দ, আগ্রহ, ঝোক, শেখার কৌতূহল, অন্যদের সাথে আচার-আচরণ ইত্যাদি। এজন্য ৭-৮ মিনিট সময় দিন।
- নির্ধারিত সময় পরে সবাইকে বড় দলে বসতে বলুন এবং একে একে প্রত্যেক জুটিকে ২/১টি করে চাহিদা ও স্বাতন্ত্র্য বলতে বলুন। তাদের উত্তরগুলো পোস্টারে লিখে রাখুন।
- এবার প্রাপ্ত উত্তরগুলোর সংগে নিচের তথ্যের মিল রেখে আলোচনা করুন।

**শিশুর চাহিদা ও স্বাতন্ত্র্য**

- শিশুদের প্রধান দুটি চাহিদা হলো-
  - ভালবাসা পাওয়া ও বড়দের কাছে গ্রহণীয় হওয়া
  - অনুসন্ধান করা, নানা রকম কাজ করা ও নিজস্ব সত্তাকে প্রকাশ করা।
- সব শিশু এক রকম নয়। প্রতিটি শিশুই অপর একটি শিশু থেকে আলাদা, তার একটি নিজস্ব সত্তা রয়েছে।
- শিশুরা নিজেদের মত করে পৃথিবী দেখে, বড়দের মত করে নয়।
- শিশুরা কোন কিছুতে বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।
- শিশুরা বিভিন্নভাবে-খেলে ও নানারকম কাজ করে শেখে।
- শিশু আত্মকেন্দ্রিক হয়।

**দিন- ৩**
**অধিবেশন- ৩.২**

**১। অধিবেশন শিরোনাম ঃ** শিশুরা কিভাবে শেখে?

**২। শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিশুরা কী কী ভাবে শেখে বা শিশুদের শেখার উপায় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

**৩। সময়ঃ** ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণঃ** পোস্টার পেপার, মার্কার

**৫। পদ্ধতি ও কৌশলঃ** ব্রেইন স্টর্মিং, আলোচনা।

**৬। অধিবেশনের বিবরণ ঃ**

**কাজ-১ ব্রেইন স্টর্মিং: শিশুদের শেখার উপায় জানা** **সময়: ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- শিশুরা কিভাবে শেখে? প্রশ্নটি বোর্ডে বা ভিপকার্ডে লিখুন। সবাইকে প্রশ্নটির উত্তর নিয়ে চিন্তা করার সময় দিন। ২/১ মিনিট পর সবার মতামত বলতে বলুন। দ্রুত মতামতগুলো বোর্ডে/পোস্টারে লিখে ফেলুন। লেখা শেষ হলে পোস্টারে লেখা মতামতগুলো জোরে জোরে পড়ে শুনানোর জন্য একজন প্রশিক্ষণার্থীকে আহ্বান করুন।
- মতামতগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। প্রয়োজনে প্রাপ্ত মতামতে সংযোজন-বিয়োজন করুন। আলোচনায় শিশুরা যেভাবে শেখে তার সবগুলো এসেছে কিনা লক্ষ্য রাখুন এবং কোনটি না আসলে আলোচনার মাধ্যমে তা নিয়ে আসুন এবং মতামতের পোস্টারে তা সংযোজন করুন।

| **শিশুরা যেভাবে শেখে বা শেখার কৌশল** | | |
|---|---|---|
| • দেখে | • শুনে | • স্বাদ নিয়ে |
| • গন্ধ নিয়ে | • অনুভব করে | • উপলব্ধি করে |
| • কল্পনা করে | • একাকী চিন্তা করে | • প্রশ্ন করে |
| • তুলনা করে | • নির্দেশনা থেকে | • নাড়াচাড়া করে |
| • অংশগ্রহণ করে | • গান করে | • ছড়ার মাধ্যমে |
| • দলে কাজ করে | • অনুসন্ধান করে | • গন্ধ নিয়ে |
| • গল্পের মাধ্যমে | • নাচের মাধ্যমে | • বার বার চেষ্টা করে |
| • বই পড়ে | • শুনে | • অভিনয়ের মাধ্যমে |
| • পর্যবেক্ষণ করে | • অনুকরণ করে | • উপলব্ধি করে |

- শিশুর শিখন এবং শিশুর শিখনের ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র এবং শিখন সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করুন।

**শিশুর শিখন:**

শিশু তখনই সবচেয়ে বেশি শেখে যখন সে আগ্রহ নিয়ে কোনো কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে বিভিন্ন বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের শিখনের মূল ভিত্তি। কোনো ধারণা বা তথ্য যখন শিশুর পূর্ববর্তী অর্জিত জ্ঞান বা ধারণার ভিত্তিতে তার কাছে অর্থপূর্ণ মনে হয়, তখনই শিশু তার শিখনের পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করে। শিশুরা সমন্বিতভাবে শেখে এবং তারা তাদের শিখনকে কোনো বিষয় বা শাখায় বিভক্ত করে না। যে কারণে খেলা হচ্ছে শিশুর শেখার অন্যতম মাধ্যম। শিশুরা বিভিন্নভাবে শেখে। প্রত্যেক শিশুরই শেখার ধরনের একটা নিজস্বতা থাকে। তবে কোনো শিশুই একভাবে শেখে না। যেমন: কোন শিশু বেশি অনুকরণ করে এবং কোন শিশু বেশি অনুসন্ধান করে, কোন শিশু শুনে বেশি শেখে বা দেখলে দ্রুত শিখতে পারে।

**শিশুর শেখার ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র:**

- শিশু করতে করতে এবং খেলতে খেলতে শেখে;
- আগ্রহ হলো শিখনের মূল চালিকাশক্তি;
- খেলা হলো সুখকর শিখন-অভিজ্ঞতা;
- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিভিন্ন কাজ হলো শিখনের মাধ্যম;
- পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, চিন্তা ও কল্পনা হলো শেখার কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় উপায়।

**শিশুর শিখন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন:**

- কোনো কিছু অর্জনের অভিজ্ঞতা শিশুর পরবর্তী শিখনকে মজবুত ও ত্বরান্বিত করে।
- শিশুরা সক্রিয় শিক্ষার্থী, তারা সবসময় কৌতূহলী ও অনুসন্ধানে আগ্রহী। যথোপযুক্ত উপকরণ ও বড়দের সহায়তা পেলে শিশুরা নিজেরাই নিজেদের মতো করে শেখে ও জ্ঞানার্জন করে। একটি নিরাপদ, আরামদায়ক, উপভোগ্য ও চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে শিশুরা দ্রুত শেখে।
- শিশুর শিখন তার বৃদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশু বিকাশের যে স্তরে রয়েছে তার সাথে মিলিয়ে শিখন অভিজ্ঞতা দিলে শিশুর শিখন ত্বরান্বিত হয়। তার সক্ষমতার বাইরের কোনো কিছু সে শিখতে পারে না।
- শিশুরা তাদের জীবন অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা ও বিনোদনমূলক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শেখে। খেলার মাধ্যমে তাই তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, আনন্দের সাথে ও স্বতস্ফূর্তভাবে শিখতে উদ্বুদ্ধ হয়।

**দিন- ৩**
**অধিবেশন- ৩.৩**

**১। অধিবেশন শিরোনাম** ঃ শিশুদের সাথে যোগযোগের উপায়

**২। শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিশুদের সাথে যোগযোগের উপায়গুলো বলতে পারবেন।

**৩। সময়ঃ** ৬০ মিনিট

**৪। উপকরণঃ** পোস্টার পেপার, মার্কার

**৫। পদ্ধতি ও কৌশলঃ** ভূমিকাভিনয় ও আলোচনা।

**৬। অধিবেশনের বিবরণ ঃ**

**কাজ-১ ভূমিকাভিনয় ও আলোচনা** **সময়: ৬০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে নিচের তিনটি দৃশ্য অভিনয় করার জন্য প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করুন।

দৃশ্য-১ : একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নিচের কথাগুলো বলছে- 'বাচ্চারা তোমরা শোন, এখন তোমরা বাইরে যাবে, বাইরে গিয়ে খেলবে। হৈ চৈ চেচামেচি করবে না। বুঝতে পারছ?'

দৃশ্য-২ : শিক্ষক : তোমরা কি এখন বাইরে খেলতে চাও না গল্প শুনতে চাও?
শিক্ষার্থীরা: বাইরে গিয়ে খেলতে চাই।
শিক্ষক : না না এখন বাইরে যাব না, চল এখন একটি গল্প শুনি।

দৃশ্য-৩ : শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর কথা পুরোপুরি না শুনে আরেকজনের কথা শুনতে লাগলেন।

- প্রস্তুতি শেষ হলে দৃশ্য তিনটি অভিনয় করার জন্য আহ্বান জানান এবং সবাইকে দেখতে বলুন। অভিনয় শেষে নিচের প্রশ্নগুলো করুন।
  অভিনয় কেমন লেগেছে?
  প্রথমবার কি হয়েছিল? কি হওয়া উচিত ছিল?
  দ্বিতীয়বার কি হয়েছিল? কি হওয়া উচিত ছিল?
  তৃতীয়বার কি হয়েছিল? কি হওয়া উচিত ছিল?
- এবার অংশগ্রহণকারীদের বলুন- অভিনয়ের মাধ্যমে আমরা দেখলাম মৌখিক ভাষায় শিশুদের সাথে কিভাবে ভাবের আদান প্রদান করতে হয়। মৌখিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে আর কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তা অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন। প্রয়োজনে নিচের পয়েন্টগুলো যোগ করুন।

**মৌখিক ভাষায় ভাব বিনিময়**

- ❖ ছোট শিশুদের সাথে কথা বলার সময় কতগুলো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন-
- ❖ খুব উঁচু স্বরে কথা না বলা
- ❖ খুব নিচু স্বরে কথা না বলা
- ❖ সহজ ভাষায়, সরাসরি ও ধীরে ধীরে কথা বলা
- ❖ কথার ভাবের সাথে মিল রেখে স্বরের উঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ করা
- ❖ শিশুর কথা বলার সময় মাঝখানে কথা না বলা এবং তার কথা শোনা
- ❖ শিশুদের যদি তাদের পছন্দ অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দেয়া না যায় তাহলে সেরকম প্রশ্ন না করা
- ❖ এমন প্রশ্ন করা যেখানে চিন্তা করার ও কথা বলার সুযোগ থাকে

- এবার বলুন- শিশুদের সাথে মৌখিক ভাবে ভাবের আদান প্রদান কিভাবে করতে হবে তা আমরা জানলাম, এখন আমরা দেখব অমৌখিক ভাষায় ভাবের আদান প্রদান কিভাবে হবে। অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করুন এবং নিচের তিনটি দৃশ্য অভিনয় করার জন্য প্রস্তুত হতে বলুন।

  দৃশ্য ১ : শিক্ষক শিশুদের সাথে বসে কথা বলছেন, কিন্তু তার বসার ধরন আন্তরিক নয়।
  দৃশ্য ২ : শিক্ষক একটি শিশুকে প্রশ্ন করছেন কিন্তু তাকিয়ে আছেন অন্য দিকে এবং উত্তর শোনার সময়ও শিশুর চোখের সাথে শিক্ষকের চোখের যোগাযোগ নেই।
  দৃশ্য ৩ : শিশুদের সাথে কথা বলার সময় শিক্ষকের মৌখিক ও অমৌখিক ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। যেমন-একটি শিশুর কাছ থেকে ছড়া শোনার পর তিনি বলছেন ভাল হয়েছে, কিন্তু তার চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ।

- প্রস্তুতি শেষ হলে দৃশ্য তিনটি অভিনয় করার জন্য আহ্বান জানান এবং সবাইকে দেখতে বলুন। অভিনয় শেষে অভিনীত দৃশ্য গুলো নিয়ে আলোচনা করুন এবং কি হওয়া উচিত ছিল তা জানতে চান।
- আলোচনা শেষে অমৌখিক ভাষায় ভাব বিনিময়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো আলোচনা করুন।

**অমৌখিক ভাষায় ভাব বিনিময়ে**

ছোট শিশুদের সাথে কথা বলার সময় কতগুলো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন-

- ↳ শিশুদের চোখের সাথে চোখের যোগাযোগ রাখা
- ↳ শিশুদের সাথে হাসিখুশি থাকা
- ↳ শিশুদের কাছাকাছি যাওয়া
- ↳ শিশুদের সামনে আন্তরিকভাবে বসা
- ↳ হাত, মুখ, মাথা নাড়াচাড়ার মাধ্যমে শিশুদের সমর্থন/অসমর্থন করা
- ↳ কথার ভাবের সাথে অঙ্গভঙ্গি ঠিক রাখা।

- এবার যে কোন একটি গল্পের বই থেকে একটি গল্প পড়ুন এবং পড়ার সময় একটি করে অমুক্ত প্রশ্ন, মুক্ত প্রশ্ন এবং প্রভাবিত (লিডিং) প্রশ্ন করুন। ধরা যাক আপনি খরগোশ ও কচ্ছপ গল্পটি পড়ে শুনিয়েছেন এবং নিচের প্রশ্নগুলো করেছেন-

  * অমুক্ত প্রশ্ন - দৌড়ে কে জিতল?
  * মুক্ত প্রশ্ন - তুমি খরগোশ হলে কি করতে?
  * প্রভাবিত প্রশ্ন - খরগোশটা খুব অলস, তাই না?

- এবার আলোচনা করুন- কি কি প্রশ্ন ছিল, কোন্ প্রশ্নটা কেমন ছিল, কোন ধরনের প্রশ্ন করলে শিশুদের চিন্তাশক্তি বাড়বে। এবার আপনি প্রশ্ন করার বিভিন্ন ধরন নিয়ে আলোচনা করুন। পরে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে তিন ধরনের প্রশ্নের উদাহরণ শুনুন।

**প্রশ্ন সাধারণত ৩ ধরনের**

অমুক্ত প্রশ্ন :এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর সাধারণত হ্যাঁ বা না হয় অথবা খুবই সংক্ষিপ্ত হয়। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে শিশুদের চিন্তা করার এবং বেশি কথা বলার সুযোগ থাকে না। যেমন- এ জায়গাটা কি তোমার ভাল লাগে?

মুক্ত প্রশ্ন :এই ধরনের প্রশ্ন উত্তরদাতাকে চিন্তা করতে ও তার মতো করে উত্তর দিতে সুযোগ দেয়। এতে করে সে তার ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। যেমন- এই জায়গাটা তোমার ভাল লাগে কেন?

প্রভাবিত প্রশ্ন :এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নকর্তা তার পছন্দের উত্তর আশা করে অর্থাৎ উত্তরদাতা প্রশ্নের প্রতি প্রভাবিত হয়। যেমন- এ জায়গাটা খুব সুন্দর, তাই না?

শিশুদের সব ধরনের প্রশ্নই করা উচিত তবে মুক্ত প্রশ্নের ব্যবহার বেশি করতে হবে।

**দিন- ৩**
**অধিবেশন- ৩.৪**

**১। অধিবেশন শিরোনাম ঃ** সকল শিশুর প্রতি সম গুরুত্ব/ সম সাড়া প্রদান

**২। শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিশুদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে যে কাজগুলো কখনই করা যাবে না তা জানতে পারবেন।
- শিশুদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ জানতে পারবেন।

**৩। সময়ঃ ১** ঘন্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণঃ** ভিপ কার্ড , মার্কার ও পোস্টার পেপার

**৫। পদ্ধতি ও কৌশলঃ** ব্রেইন স্টর্মিং, ভূমিকাভিনয়, চার্ট উপস্থাপন ও আলোচনা।

**৬। অধিবেশনের বিবরণ ঃ**

**কাজ-১ শৈশবের স্মৃতি চারণ** **সময়: ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- অংশগ্রহণকারীগণকে ১০ মিনিট সময় দিন তাদের শৈশবের এমন কোন স্মৃতি স্মরণ করতে যা তাকে বা তার কোন পরিচিত জনের শিক্ষাজীবনকে বিঘ্নিত করেছে । এরপর তাদের মধ্যে আগ্রহী কয়েকজনকে তা সকলের সামনে বলার জন্য অনুরোধ করুন। তবে এক্ষেত্রে ঘটনার বৈচিত্র্যতা রাখতে পারলে ভাল হয়। যেমন- কেউ একজন কোন শারীরিক শাস্তির অভিজ্ঞতা এবং তার প্রভাব; অন্যজন মানসিক ভাবে কষ্ট পাওয়া বা অপমানিত হওয়া এবং তার প্রভাব; কোন ঘটনার কারনে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে এমন কোন অভিজ্ঞতা, কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা যা তাকে এখনো কষ্ট দেয় কিন্তু কেউ তখন খেয়ালই করেনি, প্রতিবন্ধী বা আদিবাসি কোন শিশুর অভিজ্ঞতা বা ঘটনা ইত্যাদি।
- এবার অভিজ্ঞতার ভিন্নতাগুলো একটি চার্টে লিপিবদ্ধ করবেন এবং এর নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টি ভালভাবে আলোচনা করে নেবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে কি করলে ঘটনাসমূহ এড়ানো যেতো?

  **শিক্ষক হিসেবে যা কখনই করা যাবে না এমন কিছু বিষয়-**
  - শিশুকে কোন সময় কোন রকম শারীরিক শাস্তি দেয়া যাবে না যেমন- চড় দেয়া, ধাক্কা দেয়া, দাড় করিয়ে রাখা ইত্যাদি।
  - শিশুকে কোন সময় এমন কোন কথা বলা যাবে না যাতে সে মানসিক কষ্ট পায় যেমন- তুই বলা, মা বাবার কথা তুলে বকা দেয়া, কোন দিন পারে না, বুদ্ধি নাই এ ধরনের কথা বলা।
  - শিশুর জন্য নিরাপদ বা উপযুক্ত নয় এমন কোন কাজ করতে বলা যাবে না যেমন- খুব ভারী কোন বস্তু আনতে বলা, ধারালো কোন বস্তু দিয়ে কাজ করানো ইত্যাদি
  - ভিন্ন সামাজিক অবস্থা ( জাতি, গোষ্ঠি, ধর্ম ইত্যাদি) থেকে আগত শিশুদের অবহেলা করা যাবে না
  - মেয়ে ও ছেলে শিশুদের মধ্যে বৈষম্য করা যাবে না
  - শিশুর প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কোন বিরূপ মন্তব্য বা কটাক্ষ করা যাবে না

**কাজ-২ ভূমিকাভিনয় ও চার্ট উপস্থাপন** **সময়: ১ঘণ্টা ৩০মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন এনং নিচের যেকোন একটি করে দৃশের উপর অভিনয় করার জন্য পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিতে ১৫মিনিট সময় দিন। প্রত্যেক দলকে দৃশ্যটি আকর্ষণীয়ভাবে অভিনয় করে উপস্থাপনের করার জন্য ১৫মিনিট করে সময় দিন।

**দৃশ-১: ছেলে শিশু-মেয়ে শিশুর বৈষম্য নিরসণ**

সহায়ক/ শিক্ষক একটি খেলায় শুধু ছেলেদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে বলছেন এ খেলায় শুধু ছেলেরা অংশগ্রহণ করবে, কারণ এটি ঘরের বাইরের খেলা তাই মেয়েরা এ খেলায় অংশগ্রহণ করবে না। যদিও কিছু মেয়ে শিশু এই খেলার প্রতি আগ্রহ দেখায়। অথবা,

সহায়ক/ শিক্ষক শিশুদের খেলার জন্য আহ্বান করলেন এবং নির্দেশনা হিসেবে বললেন- ছেলেরা সবাই বল নিয়ে খেলবে; কারণ হচ্ছে এটি ছেলেদের খেলা এবং মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলবে; কারণ হচ্ছে এটি মেয়েদের খেলা।

এরপর সহায়ক/ শিক্ষক সকল শিশুকে খেলার জন্য আহ্বান করে বললেন- চল আজ আমরা সবাই মিলে পুতুল নিয়ে বিয়ে বিয়ে খেলা খেলব। তখন একটি ছেলে উঠে বলবে- আপা এটি তো মেয়েদের খেলা। এই খেলাটি কি আমরা খেলব? তখন সহায়ক/ শিক্ষক কোন কাজেই যে ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই তা তুলে ধরবেন এবং সকলকে খেলায় অংশগ্রহণ করতে বলবেন।

**দৃশ্য-২: সকল ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর অংশগ্রহণ**

সহায়ক/ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে একটি গল্প বলছিলেন; তখন লক্ষ্য করলেন দূরে বসে থাকা একটি শিশু পাশের শিশুকে বারবার কি যেন জিজ্ঞেস করছে এবং শিক্ষিকের দিকে তাকাচ্ছে। শিক্ষক বুঝতে পারলেন শিশুটি কানে কম শুনতে পায়। তখন শিশুটিকে তার কাছে এনে বসালেন এবং এপর্যন্ত গল্পটির যতটুকু বলা হয়েছে তা পুণরায় বললেন।

**দৃশ্য-৩: বিভিন্ন আধিবাসী শিশুদের অংশগ্রহণ**

একটি ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠির শিশু বিদ্যালয়ে আসার সময় রাস্তায় দেখা একটি দৃশ্য তার মাতৃভাষায় বর্ণনা করে। এর ফলে অন্য শিশুরা তাকে বিভিন্নভাবে ক্ষেপাতে এবং বিরক্ত করতে থাকে। শিক্ষক বিষয়টি নজরে নিয়ে সকল শিশুর উদ্দেশ্যে বলেন- বাংলা যেমন আমাদের মাতৃভাষা তেমনি অন্যদেরও তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে। সবারই মাতৃভাষা তাদের নিজের কাছে প্রিয় এবং সেই ভাষাতে কোন কিছু বলতে বা শুনতে (যোগাযোগ করতে) পছন্দ করে। এতে কোন ভাষা খুব ভালো বা কোন ভাষা খুব খারাপ এমন ভাবার কোন অবকাশ নেই।

**দৃশ-৪: সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের অংশগ্রহণ**

একটি শিশু শ্রেণির একেবারে পিছনে জড়সড় হবে বসে আছে যাকে দেখলেই বুঝা যায় শিশুটি গরীব পরিবারের এবং পুষ্টিহীনতায় ভূগছে। শিশুটি শ্রেণিকার্যক্রমে সকলের মতো অংশগ্রহণ করতে পারে না এবং সে বিষয়বস্তুর আলোচনা ধীরে বুঝে এবং শ্রেণিকার্যক্রমে কম অংশগ্রহণ করে। শিক্ষক বিষয়টি বুঝতে পেতে শিশুটিকে কাছে ডেকে নিয়ে তার সমস্যাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেন এবং আদর করে তার কাছে বসান ও বিষয়গুলো তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। পরবর্তীতে বিষয়টি শিশুটির বাবা-মার সাথে আলোচনা করবে বলে শেষ করেন।

- এবার অভিনয় শেষ হলে সকলকে ঘটনাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো কী ছিল তা জিজ্ঞেস করুন এবং সব জায়গায় শিক্ষকের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করুন এবং শিশুদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে তার একটি তালিকা তৈরি করে সকল অংশগ্রহণকারীর কাছে দৃশ্যমান করুন। আলোচনা পর্বে নিম্নে উল্লিখিত মূল বিষয়গুলো যাতে অবশ্যই গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়।

**শিশুদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক বিবেচ্য মূল বিষয়সমূহঃ**

**প্রতিবন্ধী শিশুর অংশগ্রহণ:** শ্রেণি কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী শিশুর (যেমন, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী) সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য তাদের প্রয়োজন অনুযায়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

**জেন্ডারঃ** শ্রেণিকক্ষের মধ্যে/বাইরে কোন কাজেরই ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের মধ্যে কোন বৈষম্য না করে সমান দৃষ্টি দিতে হবে।

**ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠির শিশুদের অংশগ্রহণ:** কেন্দ্রে কোন আধিবাসী শিশু থাকলে তার প্রতি যাতে কোন বৈষম্য না হয় এবং অন্য শিশুদের দ্বারা অবহেলিত না হয়; সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

**সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের অংশগ্রহণ:** সমাজের সুবিধা বঞ্চিত পরিবার ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দিবে হবে; যাতে তারা সমাজের অন্য সকলদের মতো শিক্ষার সম সুযোগ পায় এবং কোনভাবেই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

**শিশু সুরক্ষা:** শিশুর সবধরনের নিরাপত্তা (শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক) নিশ্চিত করতে হবে। শিশুকে তার মতামত প্রকাশের সুযোগ এবং তার মতামতের গুরুত্ব দিতে হবে।

**দুর্যোগকালীন সময়ে করণীয়:** যে কোন দুর্যোগকালীন সময়ে সাধারণ যে কাজগুলো করতে হয় তা মনে রাখতে হবে।যেমন, ভূমিকম্পের সময় ভয় পেয়ে দৌড়াদৌড়ি না করে শ্রেণিকক্ষ থেকে বাড়িতে থাকলে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে হয়।

**একীভূততা:** সকল প্রেক্ষাপট (জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ছেলে-মেয়ে, প্রতিবন্ধী, সুবিধা বঞ্চিত এলাকা) থেকে আগত সকল শিশু এবং তাদের ভিন্নতাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে সকল শিশুকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কারো কোন সমস্যা/সীমাবদ্ধতা থাকলে সে কারণে তাকে অবহেলা/করুনা না করে বরং তার প্রয়োজন অনুযায়ি তার প্রতি অধিক গুরুত্ব ও মনোযোগ দিতে হবে। একীভূততা বিশ্বাস করে যে প্রতিটি শিশুই আলাদা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃত সুযোগ পেলে প্রতিটি শিশুই শিখতে পারে।

দিন-৪

অধিবেশন-৪.১

**১। অধিবেশন শিরোনামঃ** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম

**২। শিখনফল** ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের শিখন ক্ষেত্র, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখন ফলের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- শিক্ষক সহায়িকা ও অন্যান্য শিখন শেখানো সামগ্রীতে শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন খুঁজে বের করতে পারবে। অর্থাৎ শিক্ষক সহায়িকা বা অন্যান্য সামগ্রীতে শিখন ফলের প্রতিফলন বের করতে পারবে।
- বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন কাজসমূহ বলতে পারবে।

**৩। সময়** ঃ ৬ ঘণ্টা

**৪। উপকরণ** ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, শিক্ষক সহায়িকা ও সকল শিখনসামগ্রী, পাওয়ার-পয়েন্ট স্লাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড ইত্যাদি।

**৫। পদ্ধতি ও কৌশল** ঃ আলোচনা, মাল্টিমিডিয়া, ভিজুয়ালাইজার, আলোচনা, দলীয় কাজ ও উপস্থাপনা।

**৬। অধিবেশনের বিবরণঃ**

**কাজ-১ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের শিখনক্ষেত্র, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখন ফলের মধ্যে সম্পর্ক সময়ঃ ৩ঘন্টা**

**পূর্ব প্রস্তুতিঃ (১ম)** একটি পোস্টার পেপারে শিক্ষাক্রম থেকে ৮টি শিখনক্ষেত্র লিখে রাখতে হবে। পোস্টার পেপারে (২য়) যে কোনো একটি শিখনক্ষেত্র, শিখনক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত একটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং অর্জন উপযোগী যোগ্যতা সংশ্লিষ্ট সবগুলো শিখনফল পাশাপাশি লিখে প্রস্তুত রাখতে হবে। অথবা মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশেন পূর্বেই প্রস্তুত রাখতে হবে।

সহায়কের কাজঃ

- শিখনক্ষেত্র লিখিত ১ম পোস্টার পেপারটি উপস্থাপন করুন।
- প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে বিভিন্ন শিখনক্ষেত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা পরিস্কার করুন।
- ২য় পোস্টারটি উপস্থাপন করুন। শিখনক্ষেত্রের সাথে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে শিখনফলের সম্পর্ক প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট ব্যাখ্যা করুন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ৮টি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলকে একটি করে শিখনক্ষেত্রের বিপরীতে যে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ এবং অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহের বিপরীতে যে সকল শিখনফল রয়েছে তা নিয়ে দলে আলোচনা করার জন্য ৩০ মিনিট সময় দিন।
- প্রতিটি দলকে (১) সহজে অর্জনযোগ্য শিখনফল, (২) মোটামুটি সহজে অর্জনযোগ্য শিখনফল এবং (৩) অর্জনকরা কষ্টসাধ্য শিখনফলসমূহের শ্রেণিকরণ করে তালিকা তৈরি করতে বলুন।
- প্রতিটি দলের তালিকা উপস্থাপন ও দলিয় উপস্থাপনার উপর অন্যান্য দলের সদস্যদের আলোচনার সুযোগ দিন এবং ফলাবর্তন প্রদান করুন। প্রতিটি দলের উপস্থাপনার পোস্টার পেপারগুলো পরবর্তী কাজের জন্য সংরক্ষণ করুন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের নিশ্চিত করুন-**শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ি ও অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে যথাযথভাবে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করলে প্রত্যাশিত শিখনফলসমূহ শিশুদের দিয়ে অর্জন করানো সম্ভব। সকল যোগ্যতা অর্জন করনোর জন্য শিক্ষক সহায়িকা ও ওয়ার্কবুকে বিষয়বস্তু ও একটিভিটি দেয়া আছে।**
- সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন।

**কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা ও অন্যান্য শিখন শেখানো সামগ্রীতে শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন । সময়ঃ ৩ ঘন্টা**

**পূর্বপ্রস্তুতি:** পূর্ব সেসনের দলিয় কাজের পোস্টার পেপার সংগ্রহ করে রাখতে হবে। যে কোনো ৩টি শিখনফল নির্বাচন করে শিক্ষক সহায়িকা ও অন্যান্য শিখনসামগ্রীতে এর প্রতিফলন বের করে রাখুন।

সহায়কের কাজঃ

- বিভিন্ন শিখনক্ষেত্র থেকে যেকোনো ৩টি শিখনফল নির্বাচন করে তা কীভাবে শিক্ষক সহায়িকায় ও শিখনসামগ্রীতে প্রতিফলন দেখানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের নতুন ৮টি দল গঠন করুন। পূর্ব সেসনের শিখনক্ষেত্রভিত্তিক শিখনফলের তালিকার পোস্টার ৮টি দলে ভাগ করে দিন।
- প্রতিটি দলকে সহজে অর্জনযোগ্য, মোটামুটি সহজে অর্জনযোগ্য ও কষ্টসাধ্যভাবে অর্জনযোগ্য শিখনফলের তালিকার প্রতিটি থেকে ২টি করে নিয়ে মোট ৬টি শিখনফল নির্বাচন করতে বলুন। নির্বাচিত প্রতিটি শিখনফলের জন্য শিক্ষক সহায়িকা থেকে সংশ্লিষ্ট শিখন শেখানো কৌশল এবং ওয়ার্কবুক বা অন্যান্য শিখন সামগ্রী থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু খুঁজে বের করতে বলুন। প্রতিটি দল শিখনফল সংশ্লিষ্ট শিক্ষকসহায়িকা ও শিখনসামগ্রীর সম্পর্ক উপস্থাপনের জন্য পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করতে বলুন।
- দলিয় উপস্থাপনা, আলোচনা ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে সেসন সমাপ্ত করুন।

দিন-৫

অধিবেশন-৫.১

**১। অধিবেশন শিরোনামঃ** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের কাজ

**২। শিখনফল** ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন কাজসমূহ বলতে পারবে।

**৩। সময়** ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণ** ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, শিক্ষক সহায়িকা ও সকল শিখনসামগ্রী, পাওয়ার-পয়েন্ট স্লাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড ইত্যাদি।

**৫। পদ্ধতি ও কৌশল** ঃ আলোচনা, মাল্টিমিডিয়া, ভিজুয়ালাইজার, আলোচনা, দলীয় কাজ ও উপস্থাপনা।

**৬। অধিবেশনের বিবরণঃ**

**কাজ-১: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তালিকা ।**

**পূর্বপ্রস্তুতি:** একটি পোস্টার পেপারে শিক্ষক সহায়িকার 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন কাজসমূহ' এর ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লিখিত যে ৮টি কাজের কথা আছে তা উপস্থাপনের জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখুন।

১. দৈনিক সমাবেশ ও শুভেচ্ছা
২. ব্যায়াম
৩. সৃজনশীল কাজ (ছড়া, গান, নাচ, গল্প, চারু , কারু ও অভিনয়)
৪. ভাষার কাজ (শোনা-বলা, প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন)
৫. গণিতের কাজ ( প্রাক-গানিতিক ধারণা, সংখ্যার ধারনা ও লেখা, যোগ-বিয়োগ)
৬. অন্যান্য কাজ (পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা)
৭. খেলা - ইচ্ছেমত খেলা ও নির্দেশনার খেলা
৮. সমাপনী কাজ

সহায়কের কাজঃ

- প্রশিক্ষাণার্থীদের ৬ টি দলে ভাগ করুন।
- 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন কাজসমূহ' পোস্টার টি উপস্থাপন করুন। ৬টি দলের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলো ভাগ করে দিন।
    - প্রথম দল: ১) দৈনিক সমাবেশ ও শুভেচ্ছা, ৮) সমাপনী কাজ
    - দ্বিতীয় দল: ২) ব্যায়াম ও ৭) খেলা - ইচ্ছেমতো খেলা ও নির্দেশনার খেলা
    - তৃতীয় দল ৩) সৃজনশীল কাজ (ছড়া, গান, নাচ, গল্প, চারু , কারু ও অভিনয়)
    - চতুর্থ দল ৪) ভাষার কাজ (শোনা-বলা, প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন)
    - পঞ্চম দল: ৫) গণিতের কাজ ( প্রাক-গানিতিক ধারণা, সংখ্যার ধারনা ও লেখা, যোগ-বিয়োগ)
    - ষষ্ঠ দল ৬) অন্যান্য কাজ (পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা)
- প্রতিটি দলের দায়িত্ব হলো শিক্ষক সহায়িকার সহায়তায় তাদের জন্য নির্ধারিত কাজগুলোর বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট করে সংশ্লিষ্ট কাজের আওতায় মোট কী কী কাজ রয়েছে তার একটি তালিকা প্রণয়ন ও কাজটি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য কী কী শিখন সামগ্রী/ উপকরণ রয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে। দলগত কাজ পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

- দলিয় উপস্থাপনা, আলোচনা ও শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী ফলাবর্তনের মাধমে সেসন শেষ করুন।

## দিন-৫
## অধিবেশন- ৫.২

১। **অধিবেশন শিরোনাম:** দৈনিক সমাবেশ, শুভেচ্ছা

২। **শিখন ফল:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- দৈনিক সমাবেশ ও শুভেচ্ছা কার্যক্রমের অধীনে কাজসমূহ (যেমন দৈনিক সমাবেশ, জাতীয় সংগীত, কুশল ও ভাব বিনিময়, বিদ্যালয় পরিচিতি, সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে পরিচিতি, শ্রেণীকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং জাতীয় ও পারিবারিক বিভিন্ন ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা) পরিচালনা করতে পারবেন।

৩। **সময়:** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

৪। **উপকরণ:** শিক্ষক সহায়িকা, পুশপিন, পুশপিন বোর্ড, মার্কার ইত্যাদি

৫। **পদ্ধতি ও কৌশল:** একাকী চিন্তা, জোড়া ও দলীয় কাজ, আলোচনা ও উপস্থাপন।

৬। **অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ-১:** দৈনিক সমাবেশ ও শুভেচ্ছা কার্যক্রমের অধীনে কাজসমূহ **সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করুন। লটারির মাধ্যমে নিচের ৫টি বিষয় দলে ভাগ করে দিন। শিক্ষক সহায়িকার সহায়তায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। বলুন যে, শিখন শেখানো কাজে বৈচিত্র্য আনয়ন ও আনন্দদায়ক করার জন্য শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শেখানোর উপায়/ধাপ ও কৌশল ছাড়াও মজাদার শিখন শেখানো কাজ ও কৌশল প্রয়োগ করা যাবে। দলীয় আলোচনা ও প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন।

| | |
|---|---|
| দৈনিক সমাবেশ ও জাতীয় সংগীত দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন- ১০ মিনিট |
| কুশল ও ভাব বিনিময় দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন- ১০ মিনিট |
| বিদ্যালয় পরিচিতি এবং সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে পরিচিতি দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন- ১০ মিনিট |
| পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন- ১০ মিনিট |
| জাতীয় ও পারিবারিক বিভিন্ন ঘটনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন- ১০ মিনিট |

- নির্ধারিত সময় পরে প্রত্যেক দলের দলনেতাকে সিমুলেশন করতে বলুন।
- প্রতি দলের সিমুলেশন শেষে প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন। অংশগ্রহণকারীদের সিমুলেশনের সবলদিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নিজ নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বলুন এবং নিজে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিন।

৭। **মূল্যায়ন : নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে অধিবেশনের শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করুন।**

ক) শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের যৌক্তিকতা কী?

খ) শ্রেণি কার্যক্রমের শুরুতে শুভেচ্ছা বিনিময়ের গুরুত্ব কী?

গ) জাতীয় ও পারিবারিক বিভিন্ন ঘটনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় করার প্রয়োজনীয়তা কী?

**দিন-৫**
**অধিবেশন-৫.৩**

**১। অধিবেশন শিরোনামঃ** ব্যায়াম

**২। শিখনফল ঃ** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- নির্দেশনা অনুসরণ করে শিশুদের ব্যায়াম করাতে পারবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য কেন এ ব্যায়াম তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যায়াম করানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় কাজগুলো সনাক্ত ও অনুসরণ করতে পারবেন।

**৩। সময়ঃ ১** ঘন্টা

**৪। উপকরণঃ** শিক্ষক সহায়িকা।

**৫। পদ্ধতি ও কৌশলঃ** একাকী কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপন

**৬। অধিবেশনের বিবরণ ঃ**

**কাজ-১ঃ নির্দেশনা অনুসরণ করে শিশুদের ব্যায়াম করাতে পারা** **সময়ঃ ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- একটি আনন্দদায়ক কৌশল অবলম্বনে অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত একটি করে ব্যায়াম লটারীর মাধ্যমে ভাগ করে দিন। এবার প্রতি দলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক সহায়িকার একটি এর কপি দিন এবং ব্যায়াম করানোর নির্দেশনা পড়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে সংশ্লিষ্ট ব্যায়াম করানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। এজন্য ১০ মিনিট সময় দিন।
- নির্ধারিত সময় পরে দলীয়ভাবে ব্যায়াম উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলকে ব্যায়াম উপস্থাপনের জন্য ৫ মিনিট করে সময় দিন। সকল দলকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে বলুন। সকল দলকে দলীয় কাজ উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ দিন।
- ব্যায়ামগুলো প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিনে বা সময়ে উপস্থাপন করে বার বার অনুশীলন করতে হবে।

**কাজ-২ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য কেন ব্যায়াম তা ব্যাখ্যা করা** **সময়ঃ ১৫ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিশুদের জন্য নির্ধারিত ১০টি ব্যায়াম করালে কী সুফল/উপকারিতা পাওয়া যাবে তা পূর্বের দলে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে/এ৪ কাগজে(ভিজুয়ালাইজার ও মাল্টিমিডিয়া থাকলে) লিখতে বলুন। দলীয় কাজ করার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন।
- ৫ মিনিট পর দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। যখন একটি দল তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করবে তখন অপর দলগুলোকে পয়েন্ট মেলাতে বলবেন এবং কোন দলে অতিরিক্ত পয়েন্ট থাকলে তা উপস্থাপন করতে বলুন। শিক্ষক সহায়িকায় 'ব্যায়াম' অংশে উল্লেখিত তথ্যের আলোকে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিন।

**কাজ-৩ ঃ ব্যায়াম করানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় কাজগুলো সনাক্ত করা** **সময়ঃ ১০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিশুদের জন্য নির্ধারিত ১০টি ব্যায়াম করানোর সময় শিক্ষক হিসেবে কোন কোন দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তা জোড়ায় আলোচনা করে নিজেদের খাতায় লিখতে বলুন। এজন্য ৫ মিনিট সময় দিন।

- ৫ মিনিট পর প্রতি জোড়া হতে একটি করে করণীয় কাজ সাদা বোর্ডে সংগ্রহ করুন। শিক্ষক সহায়িকায় 'ব্যায়াম' অংশে উল্লেখিত তথ্যের আলোকে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিন। সকলকে অধিবেশনের প্রতিটি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন এবং অধিবেশনের মূলকথা উল্লেখ করে অধিবেশনের সমাপ্তি টানুন।

**৭। মূল্যায়ন : নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে অধিবেশনের শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করুন। সময় : ৫মিনিট**

ক) প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করার কারণ কী?
খ) ব্যায়াম করানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় কাজগুলো কী?

**দিনঃ ৫**

**অধিবেশনঃ ৫.৪**

১। **অধিবেশন শিরোনামঃ** সৃজনশীল কাজ

২। **শিখনফলঃ** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- সৃজনশীলতা কী ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য নির্ধারিত সৃজনশীল কাজের ধরণসমূহ সনাক্ত করাতে পারবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে সৃজনশীল কাজ করানোর গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিক্ষকের কি গুণাবলি থাকা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক উপাদান সনাক্ত করতে পারবেন।

৩। **সময়ঃ** ২ ঘন্টা

৪। **উপকরণঃ** পুসপিন বোর্ড, পুসপিন, পোস্টার পেপার, মার্কার, ভিপ কার্ড ইত্যাদি

৫। **পদ্ধতি ও কৌশলঃ** একাকী চিন্তা, জোড়া/ দলে কাজ, উপস্থাপন, ভিপ পদ্ধতি

৬। **অধিবেশনের বিবরণঃ**

**কাজ-১ : সৃজনশীলতা কী তা ব্যাখ্যা করা** **সময়ঃ ১৫ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- কাগজ দিয়ে একটি বল তৈরি করে অংশগ্রহণকারীদের দেখান এবং এ কাজটিকে কী বলে জানতে চান। সঠিক উত্তরটি নিন ।
- একটি ভিপ কার্ডে পূর্বে লেখা 'সৃজনশীলতা বলতে কী বুঝায়?' কার্ডটি বোর্ডে এঁটে দিন এবং অংশগ্রহণকারীদের ভেবে বলতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের এ সংক্রান্ত ভাবনা সাদা বোর্ডে সংগ্রহ করুন এবং সেগুলোর আলোকে 'সৃজনশীলতা বলতে কী বুঝায়?' তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলুন। প্রয়োজনে পূর্বে লিখিত এ সংক্রান্ত পোস্টার পেপার প্রদর্শন করুন।

**কাজ-২: প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য নির্ধারিত সৃজনশীল কাজের ধরনসমূহ সনাক্ত করা** **সময়ঃ ৬০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- অংশগ্রহণকারীদের ৬টি দলে ভাগ করুন এবং সৃজনশীল কাজের ধরন অনুসারে দলের নাম দিন। প্রতি দলে দলীয় কাজের নির্দেশনা দিন। দলীয় কাজ উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। এজন্য ৫ মিনিট সময় দিন। কার্ডে লিখে দলীয় কাজ ও কাজের নির্দেশনা সরবরাহ করুন।

| **দলীয় কাজের নির্দেশনা** |
|---|
| **ছবি আঁকা/চারু কাজ দল ঃ** একটি ঘুড়ি আঁকানো শেখাতে হবে। প্রস্তুতির জন্য সময়-৫ মিনিট, উপস্থাপন- ৭ মিনিট |
| **ছড়া দলঃ** 'বাক বাকুম পায়রা' ছড়াটি নাচসহ শেখাতে হবে। প্রস্তুতির জন্য সময়-৫ মিনিট, উপস্থাপন- ৭ মিনিট |
| **গল্প বলা দল ঃ** 'পাতা ও মাটির ঢেলা' গল্পটি উপস্থাপন করতে হবে। প্রস্তুতির জন্য সময়-৫ মিনিট, উপস্থাপন- ৭ মিনিট |
| **কারু কাজ দলঃ** কাগজ দিয়ে নৌকা বানানো শেখাতে হবে। প্রস্তুতির জন্য সময়-৫ মিনিট, উপস্থাপন- ৭ মিনিট |
| **গান দলঃ** 'ঝড় এল এল ঝড়' গানটি নাচসহ পরিবেশন করতে হবে। প্রস্তুতির জন্য সময়-৫ মিনিট, উপস্থাপন- ৭ মিনিট |
| **অভিনয় দলঃ** সড়ক দুর্ঘটনা অভিনয় করে দেখাতে হবে। প্রস্তুতির জন্য সময়-৫ মিনিট, উপস্থাপন- ৭ মিনিট |

- দলীয় কাজ নিবিড়ভাবে মনিটরিং করুন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়িকার সহায়তা নিতে বলুন এবং নিজেও সহায়তা দিন।

- দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- সকল দলের দলীয় কাজ উপস্থাপনের পর উপস্থাপিত কাজগুলোই সৃজনশীল কাজ তা বলুন। প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য প্রদর্শিত ৬ ধরনের সৃজনশীল কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করুন।

**কাজ-৩: সৃজনশীল কাজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা** **সময়: ১৫ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- এবার পূর্বের দলে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে স্ব-স্ব সৃজনশীল কাজের গুরুত্বসমূহ কী তা আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। এ জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।
- মার্কেট প্লেস এর মাধ্যমে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। শিক্ষক সহায়িকার সহায়তায় প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিন।
- সকল দলকে দলীয় কাজ উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ দিন।

**কাজ-: ৪: প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিক্ষকের গুণাবলি ব্যাখ্যা করা** **সময়: ১৫ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিক্ষকের কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন সে সম্পর্কে একাকী চিন্তা করে ১ টি করে গুণাবলি ভিপ কার্ডে লিখতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের লেখা কার্ডগুলো সংগ্রহ করুন। ভিপ পদ্ধতি অনুসরণ করে কার্ড উপস্থাপন করুন।
- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিক্ষকের কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন তা প্রদর্শন করুন এবং প্রশ্নোত্তর আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।
- অধিবেশনের সার সংক্ষেপ করুন এবং সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

**কাজ-৫: শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক উপাদান সনাক্ত করা** **সময়: ১৫ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক উপাদান কী তা ভেবে বলতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের ভাবনাগুলো সাদা বোর্ডে সংগ্রহ করুন।
- প্রয়োজনে পূর্বে লেখা পোস্টার প্রদর্শন করে সহায়ক উপাদানের তালিকা চূড়ান্ত করুন।
- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন এবং সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

**৭। মূল্যায়ন : নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে অধিবেশনের শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করুন।**

ক) প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য কত ধরনের সৃজনশীল কাজ করানোর সুযোগ রয়েছে? সেগুলো বলুন।

খ) প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য সৃজনশীল কাজ করানোর গুরুত্ব কী?

গ) সৃজনশীল কাজ করানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় কাজগুলো কী?

ঘ) শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক উপাদানগুলো কী?

**তথ্যপত্রঃ**

**শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশ**

সৃজনশীলতা হল শিশুর নিজস্ব, নতুনত্ব, নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল কোন কাজ। কোন কাজে বা দক্ষতায় নতুনত্ব ও স্বকীয়তা, নিজস্বতা, আলাদা বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিকতা থাকতে হবে। শিশুদের নিজস্ব ভঙ্গীতে ছড়া, গান, গল্প বলা এবং ছবি আঁকা, কোন কিছু বানানো বা তৈরি করা এবং কিছুকে দেখানো হল সৃজনশীলতা।

শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সৃজনশীল কাজ অন্যতম। প্রতিটি মানুষই কোন না কোন সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। শিশুদের মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত সৃজনশীল ক্ষমতা। তবে, উপযুক্ত পরিবেশ ও কাজের মাধ্যমে সৃজনশীল দক্ষতার বিকাশ না ঘটলে শিশুর এই সম্ভাবনা কমে যায়।

**প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য সৃজনশীল কাজঃ**

| | |
|---|---|
| • ছড়া | • গান |
| • নাচ | • গল্প |
| • অভিনয় | • ছবি আঁকা/চারু কাজ |
| • কারু কাজ | |

**শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে শিক্ষকের গুণাবলি :**

- আত্মবিশ্বাস থাকা
- নতুন কিছু করার ইচ্ছা
- নমনীয় মনোভাব
- শিশুর অনুভূতি বোঝার ক্ষমতা
- অনেক কিছু করার ইচ্ছা
- নতুনত্ব আনা, নতুন নতুন চিন্তা করা
- শিশুর প্রতি সংবেদনশীল থাকা
- বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা
- শিশুর সাথে কাজ করার আনন্দ / কৌতুহল থাকা
- শিশুর কাজে প্রশংসা করা
- শিশুর কাজে সহায়তা করা

**শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক উপাদান :**

- সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা
- প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা
- মানসিকভাবে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশ পাওয়া
- ভয়ভীতিমুক্ত পরিবেশ
- শিশুকে সরাসরি প্রভাবিত করার সুযোগ না থাকা
- ভুল করার স্বাধীনতা থাকা
- শিশুর নিজস্বতা প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ থাকা
- প্রয়োজনীয় উৎসাহ, সহযোগিতা ও প্রেরণা পাওয়া।

কোন কোন শিশুর মধ্যে রয়েছে সৃজনশীলতা প্রকাশের প্রবল চাহিদা। সাধারণত শিশুর কথা-বার্তা, কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে এ সৃজনশীলতার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিশুরা গতানুগতিকতাকে পরিহার করে অভিনব কিছু করার জন্য উদগ্রীব হয়। এ চাহিদা পূরণের জন্য শিশুর চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে নতুন কোন ভাবধারা, প্রকল্প ও সমস্যা সমধানের কাজে শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে।

**দিন-৬**
**অধিবেশন-৬.১**

১. **অধিবেশন শিরোনাম:** সৃজনশীল কাজ (ছড়া, গান, নাচ, গল্প) উপস্থাপন

২. **শিখনফল:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে সৃজনশীল কাজ (ছড়া, গান, নাচ, গল্প) উপস্থাপন করতে পারবেন।

**৩। সময়:** ৩ ঘন্টা

**৪। উপকরণ: শিক্ষক সহায়িকা,** ওয়ার্কবুক, পুসপিন বোর্ড, পুসপিন, পোস্টার পেপার, মার্কার ইত্যাদি

**৫। কৌশল:** জোড়া/ দলে কাজ, সিমুলেশন, প্লেনারি আলোচনা

**৬। অধিবেশনের বিবরণঃ**

**কাজ-১ : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে** সৃজনশীল কাজ (ছড়া, গান, নাচ, গল্প) উপস্থাপন করা **সময়: ৩ ঘন্টা**

সহায়কের কাজঃ

- অংশগ্রহণকারীদের ৬টি দলে ভাগ করুন। লটারির মাধ্যমে নিচের ৬টি বিষয় ৬ টি দলে ভাগ করে দিন। শিক্ষক সহায়িকার সহায়তায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। বলুন যে, শিখন শেখানো কাজে বৈচিত্র্য আনয়ন ও আনন্দদায়ক করার জন্য শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শেখানোর উপায়/ধাপ ও কৌশল ছাড়াও শিখন শেখানোর উপায় ও কৌশল প্রয়োগ করা যাবে। দলীয় আলোচনা ও প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।

| | |
|---|---|
| ছড়া দল: আম পাতা জোড়া জোড়া | প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট, সিমুলেশন- ১৫ মিনিট |
| ছড়া দল: লাল শাক কচু শাক | প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট, সিমুলেশন- ১৫ মিনিট |
| গান দল: এমন মজা হয় না গায়ে সোনার গয়না | প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট, সিমুলেশন- ২০ মিনিট |
| গান দল: প্রজাপ্রতি প্রজাপতি | প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট, সিমুলেশন- ২৬০ মিনিট |
| গল্প দল: নিঝুম বনে গানের আসর | প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট, সিমুলেশন- ৩০ মিনিট |
| গল্প দল: গল্পের বই থেকে যে কোন গল্প | প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট, সিমুলেশন- ৩০ মিনিট |

- নির্ধারিত সময় পরে প্রত্যেক দলের দলনেতাকে সিমুলেশন করতে বলুন।
- প্রতি দলের সিমুলেশন শেষে প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন। অংশগ্রহণকারীদের সিমুলেশনের সবলদিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নিজ নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বলুন এবং নিজে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিন।

**বিঃ দ্রঃ শিক্ষক পত্রিকা, ম্যাগাজিন বা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত ছড়া,গান ও গল্প শেখাতে পারবেন।**

**দিন-৬**
**অধিবেশনঃ৬.২**

**১। অধিবেশন শিরোনামঃ সৃজনশীল কাজ-অভিনয়**

**২। শিখনফলঃ** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রাক-প্রাথমিক  শিশুদের জন্য অভিনয়ের বিষয়/থিম সনাক্ত করতে পারবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক  শিশুদের দিয়ে অভিনয় করাতে পারবেন।
- শিশুদের দিয়ে অভিনয় করার জন্য শিক্ষকের করণীয় কাজগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

**৩। সময়ঃ** ১ ঘন্টা ৩০মিনিট

**৪। উপকরণঃ** কর্মপত্র, বিভিন্ন রং এর ফুল ও কাগজ, বিভিন্ন রং এর জিনিস

**৫। পদ্ধতি ও কৌশলঃ** একক, জোড়া, দলীয় কাজ, আলোচনা, উপস্থাপন ইত্যাদি

**৬। অধিবেশনের বিবরণঃ**

**কাজ-১ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য অভিনয়ের বিষয়/থিম সনাক্ত করা** **সময়ঃ ২৫ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- বলুন, প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার জন্য অভিনয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে। শিক্ষক শিশুদের দিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহের বৃহস্পতিবার (১ দিন) ২০ মিনিট বিভিন্ন বিষয়ের উপর অভিনয় করাবেন। সেক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের উপযোগী বিষয় নির্বাচন একটি জরুরি বিষয়। উদাহরণস্বরুপ- যে কোন গল্প পড়া শেষ হলে সে গল্পের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে শিশুদের দলে/এককভাবে অভিনয় করাতে পারবেন।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের ৪ টি দলে ভাগ করুন। দলে আলোচনা করে প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের উপযোগী ১০টি করে অভিনয়ের বিষয়/থিম পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। এজন্য ১০ মিনিট সময় দিন। দলীয় কাজ মনিটরিং করুন।
- ১০ মিনিট পর প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন। প্লেনারিতে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রাক প্রাথমিক শিশুদের জন্য অভিনয়ের বিষয়/থিমসমূহ চূড়ান্ত করুন।

**কাজ-১ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের দিয়ে অভিনয় করানো** **সময়ঃ ৬০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে কাজ করতে বলুন। প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য চূড়ান্ত অভিনয়ের বিষয়সমূহ হতে প্রত্যেক দলকে একটি করে বিষয়/থিম প্রদান করুন। প্রদত্ত থিম/বিষয় অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। প্রস্তুতির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক সহায়িকার সাহায্য নিতে বলুন। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।
- ১০ মিনিট পর প্লেনারিতে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলকে উপস্থাপনের জন্য ১০ মিনিট করে সময় দিন। অপর দলগুলোকে ৪ মাত্রার স্কেল ব্যবহার করে (এ-খুব ভালো, বি-ভালো, সি-মোটামুটি ভাল, ডি-চলনসই) উপস্থাপিত অভিনয় মূল্যায়ন করতে বলুন। সহায়ক নিজেও সকল দলের অভিনয় মূল্যায়ন করবেন। সকল দলকে অভিনয় করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য ধন্যবাদ দিন।

**৭। মূল্যায়নঃ নিচের প্রশ্নগুলো করে অধিবেশন মূল্যায়ন করুন।** **৫ মিনিট**

ক) প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য অভিনয়ের বিষয়/থিম কে সনাক্ত করবে?
খ) প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের দিয়ে অভিনয় করানোর গুরুত্ব কী?
গ) প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের দিয়ে অভিনয় করানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় কী?

**দিন-৬**
**অধিবেশনঃ৬.৩**

**১। অধিবেশন শিরোনাম :** সৃজনশীল কাজ-ছবি আঁকা বা চারু কাজ

**২। শিখনফলঃ** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে চারুর কাজগুলো করাতে পারবেন।

**৩। সময়ঃ** ১ঘন্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণঃ** শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্ক বুক, কাগজ, রং, ছবি আঁকার উপকরণ ইত্যাদি

**৫। পদ্ধতি ও কৌশলঃ** প্লেনারি আলোচনা, দলীয় কাজ, উপস্থাপন

**৬। অধিবেশনের বিবরণঃ**

**কাজ-১ : বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে চারুর কাজগুলো করা** **সময়ঃ ৯০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলে কাজ ও কাজের নির্দেশনা পত্র দিন। নিদের্শনা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের প্রদত্ত বিষয় শেখানোর জন্য **শিক্ষক সহায়িকার আলোকে** প্রস্তুতি নিতে বলুন। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।
- প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায় সবল ও দুর্বল দিকগুলো সনাক্ত করুন। দুর্বল দিকগুলো উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিন।
- সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

| |
|---|
| **সবুজ দলঃ** রং চেনানো ও রঙের বিভিন্ন উপকরণের সাথে পরিচিতি। প্রস্তুতির সময় ১০মিনিট। উপস্থাপন ১৫ মিনিট |
| **লাল দলঃ** আঁকিবুকির বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার ও ইচ্ছেমত আঁকা ও রং করা। প্রস্তুতির সময় ১০মিনিট। উপস্থাপন ১৫মিনিট |
| **হলুদ দলঃ** আকা ছবি রং করা ও ছবি/চিত্র/বস্তু/দৃশ্য দেখে আঁকা ও রং করা। প্রস্তুতির সময় ১০মিনিট। উপস্থাপন ১৫মিনিট |
| **নীল দলঃ** অভিজ্ঞতা/চিন্তাকে আঁকার মাধ্যমে প্রকাশ ও রং করা। প্রস্তুতির সময় ১০মিনিট। উপস্থাপন ১৫মিনিট |
| **কমলা দলঃ** নির্দেশনা অনুসারে আঁকা ও রং করা। প্রস্তুতির সময় ১০মিনিট। উপস্থাপন ১৫মিনিট |

**৭। মূল্যায়নঃ নিম্নে উল্লেখিত উপায়ে অধিবেশন মূল্যায়ন করুন।** **সময়:৫মি**

ক) দলীয় কাজে অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ মূল্যায়ন করুন।

খ) দলীয় কাজ উপস্থাপন দেখে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করুন।

**দিনঃ ৭**

**অধিবেশন-৭.১**

১। **অধিবেশন শিরোনামঃ** সৃজনশীল কাজ- কারু কাজ

২। **শিখনফল ঃ** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে কারু কাজ করাতে পারবেন।

৩। **সময়ঃ** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

৪। **উপকরণঃ** শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্ক বুক, রঙ্গিন কাগজ, ছোট কাঁচি, কামরাঙ্গা, ঢেড়স, বিভিন্ন আকৃতির কাঠি, কঞ্চি, বিভিন্ন রকমের পাতা, কাঁদা, মাটি, পানি, প্লাষ্টিকের গামলা, বীচি, পাথর, খড়, সুতা, ঝিনুক, শামুক, নারকেলের মালা, সুপারির খোল, ডিমের খোসা, তুলি, পেইন্ট, গাম, সাদা কাগজ, প্লাস্টিকের বোতল, বোতলের ছিপি, পাউডার, স্নো এর কৌটা, মাসকিন টেপ, টিস্যু পেপার বক্স, ঔষধের বক্স, গাম, পেইন্ট, তুলি ইত্যাদি

৫। **পদ্ধতি ও কৌশলঃ** প্লেনারি আলোচনা, দলীয় কাজ, উপস্থাপন

৬। **অধিবেশনের বিবরণঃ**

**কাজ-১ : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে কারু কাজগুলো করা** **সময়ঃ ৯০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- বলুন, প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য সৃজনশীলতা এবং সুক্ষ্ম পেশীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের হাতের/কারু কাজ রাখা হয়েছে। কারু কাজগুলো হলো : কাগজ ভাঁজ করা, কাগজ কাটা, কাগজ কেটে আঠা লাগানো, ওরিগামি, কোলাজের কাজ, বিভিন্ন সব্জি কেটে ছাপ তৈরি করা, প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে রং তৈরি করা, কাঠি দিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতি তৈরি, পাতা, কাগজ, মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি ইত্যাদি। শিক্ষক সপ্তাহে ২ দিন ২০ মিনিট কারুর কাজ করাবেন। কারুর কাজ দলীয় বা এককভাবে করবেন। এখন আমরা হাতে কলমে কীভাবে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে কারু কাজ করা হবে তার অনুশীলন করবো।
- অংশগ্রহণকারীদের ৭টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলে কাজ ও শিক্ষক সহায়িকা দিন। নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের প্রদত্ত কারু কাজগুলো **শিক্ষক সহায়িকার আলোকে** শেখানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। প্রস্তুতির জন্য ১০মিনিট সময় দিন।
- প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। এজন্য ১০ মিনিট সময় দিন।
- প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায় সবল ও দুর্বল দিকগুলো সনাক্ত করুন। দুর্বল দিকগুলো উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিন।
- সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

| |
|---|
| **সবুজ দলঃ** কাগজের ভাজ, কাগজ কেটে বিভিন্ন আকৃতি বানানো ওরিগামিও আঠা দিয়ে লাগানো। প্রস্তুতির ৫মিনিট। উপস্থাপন ১০ মি. |
| **লাল দলঃ** ফেলে দেয়া জিনিস দিয়ে খেলনা বানানো। প্রস্তুতির সময় ৫ মিনিট। উপস্থাপন ১০মিনিট |
| **হলুদ দলঃ** কোলাজের কাজ এবং কাগজ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা। প্রস্তুতির সময় ৫মিনিট। উপস্থাপন ১০মিনিট |
| **নীল দলঃ** প্রাকৃতিক রঙ তৈরি ও সবজি কেটে ছাপ তৈরি। প্রস্তুতির সময় ৫মিনিট। উপস্থাপন ১০মিনিট |
| **কমলা দলঃ** কাঠি দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি বানানো। প্রস্তুতির সময় ৫মিনিট। উপস্থাপন ১০মিনিট |
| **বেগুনি দলঃ** পাতা দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি বানানো। প্রস্তুতির সময় ৫মিনিট। উপস্থাপন ১০মিনিট |
| **আসমানী দলঃ** মাটির কাজ এবং বিচি ও পাথর দিয়ে বিভিন্ন জিনিস, আকৃতি বানানো। প্রস্তুতি ৫মিনিট। উপস্থাপন ১০মিনিট |

৭। **মূল্যায়নঃ নিম্নে উল্লেখিত উপায়ে অধিবেশন মূল্যায়ন করুন।**

ক) দলীয় কাজে অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ মূল্যায়ন করুন।

খ) দলীয় কাজ উপস্থাপন দেখে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করুন।

## দিন-৭

## অধিবেশন-৭.২

১। **অধিবেশন শিরোনাম:** ভাষার কাজ- শোনা ও বলা

২। **শিখন ফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শোনা ও বলার বিভিন্ন কাজ করাতে পারবেন।

৩। **সময়:** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

৪। **উপকরণ:** শিক্ষক সহায়িকা

৫। **পদ্ধতি ও কৌশল:** সিমুলেশন, দলীয় কাজ, উপস্থাপন, প্লেনারি আলোচনা

৬। **অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ-১: প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শোনা ও বলার বিভিন্ন কাজ করা** **সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- সকলকে নিয়ে **বর্ণ দিয়ে গান** এর অংশ বিশেষ পরিবেশন করে অধিবেশন শুরু করুন।
- বলুন, ভাষা ভাবের বাহন, যোগাযোগের মাধ্যম। শিশু যখন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসে তখন সে ইতিমধ্যে ভাষার বেশ কিছু দক্ষতা অর্জন করে আসে। যেমন - মাতৃভাষায় কোনো কিছু শুনে বুঝতে পারা ও কথা বলার মাধ্যমে তার আবেগ-অনুভূতি প্রয়োজন প্রকাশ করতে পারা। তার এই শোনা ও বলার দক্ষতাকে আরও শক্তিশালী করা যেমন প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তেমনি বর্ণমালার আনুষ্ঠানিক ধারণা প্রদানের মাধ্যমে শিশুকে পড়তে ও লিখতে শেখার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাও তাঁর দায়িত্ব। তার মানে এই নয় যে, শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতেই সাবলীলভাবে পড়তে ও লিখতে শিখে যাবে। বরং এই শ্রেণিতে শিক্ষকের কাজ হবে আনন্দের সাথে অর্থপূর্ণভাবে শোনা বলা পড়া-লেখার নানা কাজে শিশুকে সম্পৃক্ত করে শিশুর ভাষা-দক্ষতা বিকাশের প্রাথমিক সূচনা ঘটানো। শিশু এই দক্ষতাগুলো যত ভালোভাবে অর্জন করবে, ততই তার অন্যান্য ক্ষেত্রে সফল হবার সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে।
- অংশগ্রহণকারীদের ৭টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে শোনা ও বলার দক্ষতা অর্জনের একটি করে কাজ দিন। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য কীভাবে তা উপস্থাপন করতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনা পড়ে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। দলীয় প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। দলীয় কাজ মনিটরিং করুন।

| | |
|---|---|
| কথোপকথন দল | প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| অভিজ্ঞতার গল্প দল | প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| পাখির ডাক দল | প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| পরিবেশের বিভিন্ন শব্দ দল | প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| নাম থেকে ধ্বনি, ধ্বনির চর্চা ও ধ্বনি দিয়ে শব্দ বানানো দল | প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি দল | প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| ধারাবাহিক গল্প বলা দল | প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |

- ১০ মিনিট পর শোনা ও বলার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিখন শেখানো কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলকে ১০ মিনিট করে সময় দিন। প্রতি দলের উপস্থাপনার পর প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন। সকলকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।
- সকলকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন এবং অধিবেশন শেষ করুন।

৭। মূল্যায়ন: প্রতি দলের দলীয় উপস্থাপনার আলোকে মূল্যায়ন করুন।

**দিন-৭**

**অধিবেশন-৭.৩**

১। **অধিবেশন শিরোনাম:** ভাষার কাজ- পড়া

২। **শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভাষার কাজ- পড়ার বিভিন্ন কাজ করাতে পারবেন।

৩। **সময়:** ১ ঘন্টা ৩০ মি.

৪। **উপকরণ:** শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্কবুক, বর্ণমালার চার্ট, বর্ণমালার কার্ড, বিভিন্ন প্রতীকের কার্ড, কাগজ, কাচিঁ, সাইন পেন

৫। **পদ্ধতি ও কৌশল:** সিমুলেশন, দলীয় কাজ, উপস্থাপন, প্লেনারি আলোচনা

৬। **অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ-১: প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে** ভাষার কাজ- পড়া **বিষয়ক পাঠ উপস্থাপন** **সময়: ৯০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- সকলকে নিয়ে **বর্ণ দিয়ে গান** এর অংশ বিশেষ পরিবেশন করে অধিবেশন শুরু করুন।
- বলুন, পড়ার দক্ষতা এমন একটি মৌলিক দক্ষতা যা ব্যবহার করে শিশুরা বিদ্যালয়ে সকল বিষয়ের শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এই দক্ষতাটি সফলভাবে অর্জন করার পেছনে তার পরবর্তী শিক্ষাজীবনের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে। তবে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য পড়ার কাজটি হতে হবে আনন্দদায়ক, ভীতিহীন এবং একেবারেই বয়সোপযোগী। সেজন্য মজার মজার গল্পের বই শিশুদের ধরতে, নেড়েচেড়ে দেখতে ও পড়তে দিতে হবে। আর আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ণমালার সাথে পরিচয়ের কাজটি এই শ্রেণিতে শুরু হলেও তা হবে অনেকগুলো শিশুবান্ধব কাজের ভেতর দিয়ে, যেগুলোকে প্রাক-পঠন কাজ বলা হয়।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের ৬ টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে ভাষার কাজ- পড়ার দক্ষতা অর্জনের একটি করে কাজ দিন। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য কীভাবে তা উপস্থাপন করতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনা পড়ে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। দলীয় প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন। দলীয় কাজ মনিটরিং করুন।
- ১৫ মিনিট পর ভাষার কাজ- পড়ার বিষয়ক শিখন শেখানো কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলকে এজন্য ১০ মিনিট সময় দিন। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন এবং সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।
- সকলকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন এবং অধিবেশন শেষ করুন।

| | |
|---|---|
| ছবির গল্প পড়া দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| নাম পড়ার দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| দেখে পার্থক্য বের করা দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠন দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| শব্দ পঠন দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| প্রতীক পড়া দল | প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |

৭। মূল্যায়ন: প্রতি দলের দলীয় কাজে অংশগ্রহণ ও উপস্থাপনার আলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করুন।

## দিন-৭

## অধিবেশন-৭.৪

১। **অধিবেশন শিরোনাম:** ভাষার কাজ- লেখা

২। **শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভাষার কাজ- লেখার বিভিন্ন কাজ করাতে পারবেন।

৩। **সময়:** ৯০ মিনিট

৪। **উপকরণ:** শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্কবুক, এসো লিখতে শিখি খাতা, অনুশীলন খাতা, পেন্সিল, ক্রেয়ন, কাগজ ইত্যাদি

৫। **পদ্ধতি ও কৌশল:** সিমুলেশন, দলীয় কাজ, উপস্থাপন, প্লেনারি আলোচনা

৬। **অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ-১: প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে** ভাষার কাজ- লেখা **বিষয়ক পাঠ উপস্থাপন** **সময়: ৮০ মিনিট**

- সকলকে নিয়ে **বর্ণ দিয়ে গান** এর অংশ বিশেষ পরিবেশন করে অধিবেশন শুরু করুন।
- বলুন, পড়ার মত লেখার দক্ষতাও একটি মৌলিক দক্ষতা যা ব্যবহার করে শিশুরা বিদ্যালয়ে সকল বিষয়ের শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে। লেখার মাধ্যমেই শিশু পরবর্তীতে তার চিন্তা-চেতনা ও শিখনকে প্রকাশ করবে। তাই এই দক্ষতাটি ভালোভাবে অর্জন করা অত্যন্ত জরুরী। তবে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে লেখার কাজটি শুরু হবে ইচ্ছেমত আঁকা, হিজিবিজি আঁকা দিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে প্যাটার্ন ও বর্ণাংশ আঁকার মধ্য দিয়ে শিশুরা সর্বশেষে বর্ণ লেখার কাজ করবে। সঠিক এবং শুদ্ধ আকারে বর্ণ লেখা যেমন শিশুরা শিখবে, তেমনি শিশুরা এও জানবে যে লেখার (প্রাথমিকভাবে আঁকার) কাজটি মূলত করা হয় কোন চিন্তা বা ভাবকে প্রকাশ করা ও অন্যদের সাথে তা যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যে। তাই যেকোন লেখার কাজ শিশুর জন্য হতে হবে আনন্দদায়ক ও অর্থপূর্ণ। শিক্ষকও দুটো দিকেই সমান গুরুত্ব দিবেন - সঠিকভাবে লিখতে পারার জন্য শিশুর সূক্ষ্ম পেশীর বিকাশ ঘটানো, এর পাশাপাশি অর্থপূর্ণ যোগাযোগের জন্য শিশুর চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের ৫ টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে ভাষার কাজ- লেখার দক্ষতা অর্জনের একটি করে কাজ দিন। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য কীভাবে তা উপস্থাপন করতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনা পড়ে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। দলীয় প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন। দলীয় কাজ মনিটরিং করুন।
- ১৫ মিনিট পর ভাষার কাজ- লেখার বিষয়ক শিখন শেখানো কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলকে এজন্য ১০ মিনিট সময় দিন। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন এবং সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।
- সকলকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন এবং অধিবেশন শেষ করুন।

| | |
|---|---|
| ইচ্ছেমত আকাঁ দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| প্যাটার্ণ আকাঁ দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| বর্ণাংশ লিখন দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| বর্ণ লিখন দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |
| শব্দ লিখন দল | প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট, সিমুলেশন-১০ মিনিট |

**কাজ ২: ইচ্ছেমত আকাঁ, প্যাটার্ণ আকাঁ ও বর্ণাংশ লিখন কিভাবে লিখনে সহায়তা করে?** **সময়-১০ মি.**

- ইচ্ছে মত আঁকা, প্যাটার্ন আঁকা কীভাবে বর্ণ লেখার কাজে সহায়তা করে তা দলে আলোচনা করে বলতে বলুন। এজন্য ৫ মিনিট সময় দিন। উপস্থাপিত প্যাটার্ন-এর সাহায্যে কোন কোন বর্ণ লেখা যায় তা প্লেনারি আলোচনার মাধ্যমে সনাক্ত করতে বলুন।

৭। মূল্যায়ন: প্রতি দলের দলীয় কাজে অংশগ্রহণ ও উপস্থাপনার আলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করুন।

## তথ্যপত্র

১. লেখার পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজ কী ?

- আঁকিবুকি, ইচ্ছেমত আঁকা
- প্যাটার্ন আঁকা

২. লেখার পূর্ব প্রস্তুতি মূলক কাজ বর্ণ লেখায় কীভাবে সহায়তা করে ?

- চক, পেন্সিল বা কলম ধরার কৌশল আয়ত্ব করতে শেখায়।
- চক, পেন্সিল বা কলম তর্জনি ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাঝে হালকাভাবে ধরতে শেখায়।
- হাতের পেশী নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
- আঁকিবুকি অঙ্কনের মাধ্যমে কলমের গতিময়তা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
- আঁকিবুকির সঙ্গে মিল করে বর্ণ লিখতে সহায়তা করে।
- আনুষ্ঠানিক লেখায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।
- বর্ণের সঠিক প্রবাহ মেনে চলতে সহায়তা করে।

### প্যাটার্ন আঁকা:

- শিশুর হাতের জড়তা কাটানোর জন্য শিক্ষক শিশুদের প্যাটার্ন আঁকার চর্চা করাবেন। সহজ কিছু প্যাটার্ন দিয়ে শুরু করে শিশুরা ক্রমে বর্ণাংশ লেখার প্যাটার্নের দিকে অগ্রসর হবে। এজন্য নিম্নে উল্লেখিত মোট ২০ ধরনের প্যাটার্ন আঁকার চর্চা করানো প্রয়োজন।
- শিক্ষক ১টি করে প্যাটার্ন বোর্ডে এঁকে দেখাবেন। শিশুরা তাদের এসো লিখতে শিখি খাতায় নির্দিষ্ট প্যাটার্নটি আঁকবে। শিশুরা ঠিকমতো আঁকতে পারছে কি না তা শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
  এভাবে শিশুরা প্রতিদিন ২টি করে প্যাটার্ন আঁকবে।

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ২ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ৩ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ |
| ৪ | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| ৫ | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| ৬ | ⅃ | ⅃ | ⅃ | ⅃ | ⅃ | ⅃ | ⅃ | ⅃ | ⅃ |
| ৭ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ৮ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| ৯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ১০ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ১১ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ১২ | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| ১৩ | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| ১৪ | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| ১৫ | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ |
| ১৬ | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ |
| ১৭ | ∩<br>∪ | ∩<br>∪ | ∩<br>∪ | ∩<br>∪ | ∩<br>∪ | ∩<br>∪ | ∩<br>∪ | ∩<br>∪ | ∩<br>∪ |
| ১৮ | | | | | | | | | |
| ১৯ | | | | | | | | | |
| ২০ | | | | | | | | | |

**বর্ণাংশ লিখন**

- 'বর্ণাংশ থেকে বর্ণ' লেখার জন্য 'এসো লিখতে শিখি' খাতায় মোট ৪০টি পৃষ্ঠা রয়েছে। এটি চর্চা করার মাধ্যমে শিশুরা বর্ণ লেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠবে।
- যেদিন যে পৃষ্ঠা করানো হবে শিক্ষক শিশুদের সেই পৃষ্ঠাটি খুলতে বলবেন এবং না পারলে শিশুদের সহায়তা করবেন।
- প্রতিটি পৃষ্ঠায় বর্ণ লেখার কয়েকটি ধাপ রয়েছে। শিক্ষক ধাপগুলো একে একে বোর্ডে এঁকে দেখাবেন এবং কীভাবে আঁকতে হবে তা শিশুদের বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষককে অনুসরণ করে শিশুরা খাতায় আঁকবে।
- শিশুরা ঠিকমতো হাত ঘোরাচ্ছে কি না, দিক নির্দেশনা ঠিক আছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে সবগুলো পৃষ্ঠা শিশুদের দিয়ে আঁকাবেন।

**দিন-৮**

**অধিবেশন-৮.১**

**১। অধিবেশন শিরোনাম:** প্রাক-গাণিতিক ধারণা

**২। শিখনফল:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে 'বাম-ডান, ছোট-বড়, কম-বেশি, লম্বা-খাটো, মোটা-চিকন, বাহির-ভিতর, উপর-নিচ, সামনে-পিছনে, উঁচু-নিচু, দূরে-কাছে, ইত্যাদির ধারণা বিষয়ক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

**৩। সময়:** ১ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণ:** শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্কবুক, পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি, পোস্টার পেপার, মার্কার পেন, পুসপিন।

**৫। কৌশল:** দলীয় কাজ, আলোচনা ও উপস্থাপন, সিমুলেশন।

**৬। অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ- ১: বাম-ডান, মোটা-চিকন, ভারি-হালকা, কম-বেশি লম্বা-খাটো, ছোট-বড় ইত্যাদির ধারণা বিষয়ক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা** **সময়: ১ঘন্টা ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- সকলকে নিয়ে একটি ব্যায়াম/খেলা/গান (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচিত গান হতে) পরিবেশন করে অধিবেশন শুরু করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের ১১টি দলে ভাগ হয়ে বসতে বলুন।
- প্রতি দলে প্রাক-গাণিতিক ধারণার একটি করে বিষয় লটারির মাধ্যমে বন্টন করে দিন।
- প্রতি দলে শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা অনুসারে শিখন শেখানো কাজ পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। সিমুলেশন এর জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব ও অর্ধ-বাস্তব উপকরণ সংগ্রহ বা তৈরি করতে বলুন। এজন্য ১০ মিনিট সময় দিন। দলের কাজ মনিটরিং করুন।
- ৫ মিনিট পর পর্যায়ক্রমে দল থেকে একজনকে নির্ধারিত পাঠের শিখন শেখানো কার্যক্রম সিমুলেশন/মাইক্রোটিচিং এর মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলুন। দলীয় কাজ উপস্থাপনের জন্য ৫ মিনিট সময় দিন। এক্ষেত্রে একজন অংশগ্রহণকারী শিক্ষকের ভূমিকায় এবং অবশিষ্ট অংশগ্রহণকারীগণ প্রাক-প্রাথমিক শিশুর ভূমিকায় অভিনয় করবেন।
- প্রতি সিমুলেশন শেষে শেখানো কার্যক্রমের উপর প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।
- সকল দলের সিমুলেশন এবং সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

| |
|---|
| ডান বাম দল: ডান বামের ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৫ মিনিট। |
| মোটা-চিকন দল: মোটা-চিকনের ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৫ মিনিট। |
| ভারি-হালকা দল: ভারি-হালকার ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৫ মিনিট। |
| কম-বেশির দল: কম-বেশির ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৫ মিনিট। |
| লম্বা-খাটো দল: লম্বা-খাটোর ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৫ মিনিট। |
| ছোট-বড় দল: ছোট-বড়র ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৫ মিনিট। |
| বাহির-ভিতর দল: বাহির-ভিতরের ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৫ মিনিট। |
| সামনে-পেছনে দল: সামনে-পেছনের ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৫ মিনিট। |
| উপর-নিচ দল: উপর-নিচ সম্পর্কিত ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৫ মিনিট। |
| উঁচু-নিচু দল: উঁচু-নিচুর ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৫ মিনিট। |
| কাছে-দূরের দল: কাছে-দুরের ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৫ মিনিট। |

**৭। মূল্যায়ন: নিচে উল্লেখিত উপায়ে অধিবেশন মূল্যায়ন করুন।**

ক) দলীয় কাজে অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয়তা মূল্যায়ন করুন।

খ) দলীয় কাজ উপস্থাপন দেখে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করুন।

**দিন-৮**

**অধিবেশন-৮.২**

**১। অধিবেশন শিরোনাম:** প্রাক-গাণিতিক ধারণা

**২। শিখনফল:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে বিভিন্ন রকম আকার-আকৃতি, অনুমান-পরিমাপ ইত্যাদির ধারণা বিষয়ক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

**৩। সময়:** ১ঘণ্টা ৩০ মি.

**৪। উপকরণ:** শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্কবুক, পোস্টার পেপার, মার্কার পেন, পুসপিন।

**৫। কৌশল:** একাকী চিন্তা, জোড়ায় ও দলীয় কাজ, আলোচনা ও উপস্থাপন।

**৬। অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ- ১: আকার-আকৃতি, অনুমান-পরিমাপ ইত্যাদির ধারণা বিষয়ক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা**
**সময়:১ঘন্টা**

সহায়কের কাজ:

- সকলকে নিয়ে একটি গান (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচিত গান হতে) পরিবেশন করে অধিবেশন শুরু করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে বসতে বলুন।
- প্রতি দলে একটি করে বিষয় লটারীর মাধ্যমে বন্টন করে দিন।
- শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। মাইক্রোটিচিং/সিমুলেশন এর জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব ও অর্ধ-বাস্তব উপকরণ সংগ্রহ বা তৈরি করতে বলুন। এজন্য ১৫ মিনিট সময় দিন। দলের কাজ মনিটরিং করুন।
- ১০ মিনিট পর পর্যায়ক্রমে জোড়া বা দল থেকে একজনকে নির্ধারিত পাঠের শিখন শেখানো কার্যক্রম সিমুলেশন/মাইক্রোটিচিং এর মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলুন। দলীয় কাজ উপস্থাপনের জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। এক্ষেত্রে একজন অংশগ্রহণকারী শিক্ষকের ভূমিকায় এবং অবশিষ্ট অংশগ্রহণকারীগণ প্রাক-প্রাথমিক শিশুর ভূমিকায় অভিনয় করবেন।
- প্রতি সিমুলেশন শেষে কাজের উপর প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।
- সকল দলের সিমুলেশন এবং সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

| |
|---|
| বিভিন্ন রকমআকার দল: বড়, ছোট, মাঝারির ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট। |
| বিভিন্ন রকম আকৃতি দল: গোল, তিনকোণা, চারকোণার ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট। |
| অনুমান ও পরিমাপ দল: অনুমান-পরিমাপের ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট। |
| এসো ভাগ করি দল: অনুমান-পরিমাপের ধারণা। প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট। |

**৭। মূল্যায়ন: নিম্নে উল্লেখিত উপায়ে অধিবেশন মূল্যায়ন করুন।**

ক) দলীয় কাজে অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয়তা মূল্যায়ন করুন।

খ) দলীয় কাজ উপস্থাপন দেখে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করুন।

**দিন:৮**
**অধিবেশন-৮.৩**

**১। অধিবেশন শিরোনাম:** সংখ্যা গণনা (০, ১ থেকে ২০) শিখন-শেখানো কার্যক্রম

**২। শিখনফল:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে সংখ্যা (০, ১ থেকে ২০) গণনা করাতে পারবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে সংখ্যা (০, ১ থেকে ২০) পড়াতে পারবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে সংখ্যা (০, ১ থেকে ২০) লেখাতে পারবেন।।

**৩। সময়:** ৩ ঘণ্টা

**৪। উপকরণ:** শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্কবুক, সংখ্যা কার্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার পেন, পুসপিন, নিকট পরিবেশের বাস্তব জিনিসপত্র যেমন পাতা, কাঠি, ফুল, বিচি, নুড়ি পাথর, কলম, পেনসিল, খেলনা প্রভৃতি ।

**৫। পদ্ধতি ও কৌশল:** একাকী চিন্তা, জোড়ায় ও দলীয় কাজ, আলোচনা ও উপস্থাপন।

**৬। অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ-১: ১ - ৫ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা প্রদান, গণনা করানো, পড়ানো এবং লেখানোর কার্যক্রম পরিচালরা করা**
**৩৫ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- বলুন, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা, পড়ানো, লেখানোর বিষয় উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে শিখন শেখানো কার্যক্রম শিক্ষক সহায়িকা ও সংযুক্ত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালনা করুন। অংশগ্রহণকারীদের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের ভূমিকায় অভিনয় করতে বলুন।
- শিক্ষক সহায়িকা ও সংযুক্ত পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করে ১-৫ সংখ্যার ধারণা, সনাক্ত করে পড়ানো ও লেখানোর শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করুন। ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে প্রদর্শন পাঠ সমাপ্ত করুন।

**কাজ-২: শূন্য(০) এর ধারণা প্রদান করা**
**৩০ মিনিট**

- বলুন, প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের শূন্যের ধারণা প্রদান করা অত্যাবশ্যক। সে লক্ষ্যে একটি পাঠ প্রদর্শন করা হবে। অংশগ্রহণকারীদের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের ভূমিকায় অভিনয় করতে বলুন।
- শিক্ষক সহায়িকা ও সংযুক্ত পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করে '০' এর ধারণা, সনাক্ত করে পড়ানো ও লেখানোর শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করুন। ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে প্রদর্শন পাঠ সমাপ্ত করুন।

**কাজ-৩: প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে সংখ্যা সনাক্ত করানো, পড়ানো ও লেখনোর শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা ১ঘন্টা ৫৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের ৫ টি দলে ভাগ করুন। প্রথম দলকে ৬-১০, ২য় দলকে ১১-১৫, ৩য় দলকে ১৬-২০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা, পড়ানো এবং লেখানোর শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক সহায়িকার সহায়তায় প্রস্তুতি নিতে বলুন। ৪র্থ দলকে কম-বেশির ধারনা এবং ৫ম দলকে ৫টি সংখ্যা ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট সাজানোর শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক সহায়িকার সহায়তায় প্রস্তুতি নিতে বলুন।
- প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন।
- নির্ধারিত সময় পরে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলকে উপস্থাপনের জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন। এক দলের উপস্থাপনকালে অন্য দল হতে ২ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করুন।

- প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে পাঠ পর্যবেক্ষণকারীদের পাঠের সবলদিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্র উল্লেখপূর্বক মতামত দিতে বলুন। নিজেও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিন।
- সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন এবং অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

## নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

**শ্রেণি :** প্রাক-প্রাথমিক **সময়:** ২৫ মিনিট

**পাঠের শিরোনাম: ১-৫** সংখ্যাটির ধারণা প্রদান, পড়ানো ও লেখানোর শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা

শিখনফল:

- শিক্ষার্থীরা ১-৫ এর ধারণা লাভ করবে।
- শিক্ষার্থীরা ১-৫ সনাক্ত করে পড়তে পারবে
- সঠিকভাবে ১-৫ লিখতে পারবে।

**শিক্ষা উপকরণ:** প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ওয়ার্কবুক, রঙীন কাগজ, কাঁচি, পাতা/কাঠি/কলম, ছবি ও সংখ্যা কার্ড, প্রাইমার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

**ধাপ-১:**

- শ্রেণীতে শিখন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করুন (সালাম ও কুশলাদি বিনিময়ের মাধ্যমে)।
- শিশুদের সাথে নিয়ে প্রথমে ১-৫ পর্যন্ত সংখ্যার ছড়া আবৃত্তি করুন। বিভিন্নভাবে ছড়াটি আবৃত্তি করে শিশুদের সংখ্যার নাম ও সংখ্যার ধারাবাহিকতা শিখতে সহায়তা করুন।
- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসুন। যে কোনো শিশু থেকে প্রথমে ১, পরের শিশু ২, তারপরের শিশু ৩ এভাবে ৫ পর্যন্ত গণনা করার পর পরের শিশুকে দিয়ে আবার ১ থেকে শুরু করাবেন। এভাবে ১-৫ পর্যন্ত সংখ্যা বার বার গণনা করতে সহায়তা দিন।

**ধাপ-২: বাস্তব পর্যায়**

- শিক্ষক হাতের ১টি আঙ্গুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, কতটি আঙ্গুল? শিশুরা উত্তর দিবে ১টি। না পারলে বলে দিন।
- শিক্ষক হাতে ১টি পাতা/ কাঠি/ কলম নিয়ে সকল শিশুকে দেখাবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, কয়টি? শিশুরা উত্তর দেবে ১টি।
- সকল শিশুর হাতে একই জাতীয় বিভিন্ন বাস্তব উপকরণ দিন। শিশুদের হাতের নিজ নিজ জিনিস গণনা করে কতটি তা বলতে বলুন।
- শিক্ষক যখন যেই সংখ্যা বলবেন, শিশুরা সেই সংখ্যক উপকরণ গণনা করে সামনে রাখবে।
- শ্রেণিকক্ষের একই জাতীয় জিনিস যেগুলো কেবল ১ টি তা দেখিয়ে গণনা করে বলতে বলুন।
- উপরের ধাপগুলো অনুসরণ করে ২, ৩, ৪, ৫ গণনা করার শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করুন।

**ধাপ-৩: অর্ধবাস্তব পর্যায়:**

- ওয়ার্কবুকের ৮৮ পৃষ্ঠার উপরে ছবিতে কতটি ..... ও ..... ছবি রয়েছে তা শিশুদের বলতে বলুন।
- একেকটি কার্ডে ১টি করে আম, আইসক্রিম, পুতুল, বল ইত্যাদি আঁকা ছবি দেখান। কতটি জিজ্ঞেস করুন এবং শিশুদের বলতে বলুন।
- ১টি একই জাতীয় ছবি সম্বলিত কার্ড ও বাস্তব উপকরণ দিন এবং দলে/জোড়ায় মিলাতে বলুন।
- সংখ্যা বলার পরিবর্তে সংখ্যা কার্ডের পিছনের ছবির সংখ্যা অনুযায়ী 'সংখ্যা তৈরির খেলা' শিশুদের খেলতে দিন।
- শ্রেণিকক্ষের বিদ্যমান ছবিগুলোর মধ্যে যে ছবিতে কেবল একই জাতীয় জিনিস ১টি করে আছে তা দেখিয়ে বলতে বলুন।
- উপরের ধাপগুলো অনুসরণ করে ২, ৩, ৪, ৫ গণনা করার শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করুন।

**ধাপ-৪: সংখ্যা সনাক্ত করে পড়া ঃ অর্ধবাস্তব পর্যায়:**

- ১টি একই জাতীয় ছবি এবং তার পাশে ১ লেখা কার্ড দেখিয়ে ১ বলুন। যেমন: ১টি আমের ছবি- ১, ১টি বলের ছবি- ১
- শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা চার্টের কোথায় কোথায় ১ লেখা আছে তা শিশুদের দেখাতে এবং তা বলতে বলুন।
- বোর্ডে ১টি বৃত্ত, পাতা, ঘুড়ি ইত্যাদি আঁকুন। শিশুদের গণনা করে কতটি তা বলতে বলুন। শিশুরা ১ বললে আপনি বোর্ডে ১ লিখুন। ১ সংখ্যাটি দেখিয়ে আপনি ১ বলুন এবং শিশুদেরকে আপনার সাথে সাথে ১ বলতে বলুন। এভাবে নিজে/শিশুদের বোর্ডে এসে একই জাতীয় ১টি ছবি (বল/পাখি/ পুতুল/ চোখ/ আঙ্গুল ইত্যাদি ) আঁকতে বলুন এবং আপনি ছবির পাশে ১ লিখুন এবং শিশুদের আপনার সাথে ১ বলতে বলুন।

- সংখ্যা কার্ড ১ দেখিয়ে শিশুদের ১ বলতে বলুন। আপনি বিভিন্ন সংখ্যা কার্ড দেখান এবং শিশুদের ১ লেখা কার্ড দেখা মাত্র ১ বলতে বলুন।
- ফ্লাস কার্ড, প্রাইমার এবং চার্টে ব্যবহৃত চিত্রের সাথে সংখ্যা কার্ড মিলাতে দিন।
- ওয়ার্ক বুকের সংশ্লিষ্ট অংশ অনুশীলন করুন।
- উপরের ধাপগুলো অনুসরণ করে ২, ৩, ৪, ৫ সনাক্ত করার শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করুন।

**ধাপ-৫: লেখা শেখানো:**

- ১ কীভাবে লিখতে হবে তা শিশুদের দেখান।
- শিক্ষক নিজে ১ লিখবেন এবং শিশুদের ৮৮ পৃষ্ঠার বিন্দুগুলোর উপর হাত ঘুরিয়ে ১ লিখতে বলবেন।
- শিশুদের পৃষ্ঠাভরে ১ লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন:

- ছবির কার্ড ও সংখ্যা কার্ড শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করে মিলাতে বলুন। যেমন, ১, ২, ৩, ৪, ৫
- জোড়ায় মেঝেতে বা হাতের তালুতে বা বালিতে হাতের আঙুলের মাথা দিয়ে ১-৫ লেখা অনুভব করতে নির্দেশনা দিন।
- সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

## নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

**শ্রেণি :** প্রাক-প্রাথমিক **সময়:** ২৫ মিনিট

**পাঠের শিরোনাম:** শূন্যের ধারণা শিখন শেখানো কৌশল

শিখনফল:

- শিক্ষার্থীরা শূন্যের ধারণা লাভ করবে।
- শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে শূন্য লিখতে পারবে।

**শিক্ষ উপকরণ:** প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ওয়ার্কবুক, রঙিন কাগজ, কাঁচি, পাতা/কাঠি/কলম, শূন্যসহ ছবি ও সংখ্যা কার্ড, প্রাইমার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

- শ্রেণিতে শিখন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করুন। আবেগ সৃষ্টির জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট একটি গল্পের অবতারণা করুন। যেমন, একটি গাছের ডালে পাঁচটি পাখি বসেছিল। একজন শিকারি এসে একটি পাখিকে মারার জন্য গুলি করলো কিন্তু পাখির গায়ে গুলি লাগল না। গুলির শব্দে পাখিরা কী করবে? গাছে আর কয়টি পাখি থাকবে?

বাস্তব পর্যায়:

- শিক্ষক হাতে ৪টি পাতা/ কাঠি/কলম নিয়ে সকল শিশুকে দেখাবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, কতটি..? শিশুরা উত্তর দেবে ৪টি..।
- এরপর হাত থেকে ১টি পাতা/ কাঠি/ কলম নামিয়ে রাখবেন ও জিজ্ঞেস করবেন এখন হাতে কতটি.... থাকলো? শিশুরা উত্তর দেবে ৩টি।
- এভাবে নামাতে নামাতে হাতে যখন একটিও থাকবে না তখন জিজ্ঞেস করবেন এখন কতটি রইলো? শিশুরা হয়ত বা উত্তর দেবে স্যার আপনার হাতে একটিও নেই। এখন শিক্ষক বলবেন হাতে জিনিসের সংখ্যা '০' (শূন্য)।
- টেবিলের উপর স্থানীয়ভাবে সংগৃহিত এক জাতীয় ৪টি উপকরণ যেমন: বিচি/পাথর/পাতা রাখুন। একজন শিশুকে এসে গণনা করে বলতে বলুন। তাকে ১টি উপকরণ নিয়ে যেতে বলুন। বাকি শিশদের জিজ্ঞেস করুন, কতটি রইল। এবার অপর একজন শিশুকে এসে ১টি উপকরণ নিয়ে যেতে বলুন। বাকি শিশদের জিজ্ঞেস করুন, কতটি রইল। এভাবে শেষ উপকরণটি নিয়ে যাবার পর শিশদের জিজ্ঞেস করুন, কতটি রইল। শিশুদের বিভিন্ন রকম উত্তর শোনার পর টেবিলে একটিও নেই মানে শূন্যটি আছে বলুন।

**অর্ধবাস্তব ও বস্তু নিরপেক্ষ পর্যায়:**

- প্রাক-প্রাথমিক ওয়ার্ক বুকের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা (১০২ পৃ.) খুলে ছবি দেখতে বলুন এবং পরবর্তীতে নিম্নোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন:
  - বইয়ের উক্ত পৃষ্ঠার তারের উপরে কতটি পাখি বসে আছে?
  - ২য় তারের উপরে কতটি পাখি আছে?
  - শিশুদের স্মরণ করিয়ে দিন যে কোন কিছু না থাকলে সেখানে '০' (শূন্য) বলতে/লিখতে হয়।
- প্রাইমার অনুশীলন করুন।
- বোর্ডে শূন্য লিখুন এবং বলুন শূন্য। আপনার সাথে বলতে বলুন, শূন্য।

**ধাপ-৫: ০ লেখা শেখানো:**

- ০ কীভাবে লিখতে হবে তা শিশুদের দেখান।
- শিক্ষক নিজে ০ লিখবেন এবং শিশুদের ১০২ পৃষ্ঠার বিন্দুগুলোর উপর হাত ঘুরিয়ে ০ লিখতে বলবেন।
- শিশুদের পৃষ্ঠাভরে ০ লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

**কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন:**

- ছবির কার্ড ও সংখ্যা কার্ড শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করে মেলাতে বলুন। যেমন: ১, ৩, ২, ০

- জোড়ায় ফাঁকা স্থানে বা হাতের তালুতে বা বালিতে হাতের আঙুলের মাথা বাম থেকে ডান দিকে ঘুরিয়ে শূন্য '০' এর ধারণা প্রদান  বা লেখা অনুভব করতে নির্দেশনা দিন।
- সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

পাঠের মূল্যায়ন:
শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতির মূল্যায়ন:

- শিক্ষার্থীরা কি আগ্রহ সহকারে বিভিন্ন কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করেছিল?
- শিক্ষার্থীরা সংখ্যার সাথে পাতা/ কাঠি মিল করে সংখ্যা বলতে পেরেছিল কি না?
- যখন কোন কাঠি/ পাতা ছিল না তখন শূন্যের ধারণা আনতে কোন সমস্যা হয়েছিল কি না?
- শূন্য লিখতে কোন সমস্যা হয়েছিল কি?

**দিন:৯**

**অধিবেশন- ৯.১**

১। **অধিবেশন শিরোনাম:** যোগের ধারণা

২। **শিখনফল:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে যোগের ধারণা দিতে পারবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে যোগ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

৩। **সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

৪। **উপকরণ:** শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্কবুক, নিকট পরিবেশের বাস্তব জিনিসপত্র যেমন পাতা, কাঠি, ফুল, বিচি, নুড়ি পাথর, কলম, পেনসিল, খেলনা প্রভৃতি, পোস্টার পেপার, কাগজ, মার্কার পেন, পুসপিন।

৫। **পদ্ধতি ও কৌশল:** একাকী চিন্তা, জোড়ায় ও দলীয় কাজ, আলোচনা ও উপস্থাপন।

৬। **অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ- ১: প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে যোগের ধারণা দেয়া ও** যোগ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা **সময়: ৯০ মি.**

- ৩ টি দল গঠন করুন। প্রতি দলে (৩ ও ৪; ৫ ও ২; ৭ ও ২) যোগ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কাজ দিন। এজন্য শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত যোগ অনুসরণে প্রস্তুতি নিতে বলুন। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।
- নির্ধারিত সময় পরে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে উপস্থাপনার সবলদিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করার জন্য প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন। প্লেনারি আলোচনায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।
- প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিন।

**দিন:৯**
**অধিবেশন- ৯.২**

**অধিবেশন শিরোনাম:** বিয়োগের ধারণা

**শিখনফল:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে বিয়োগের ধারণা দিতে পারবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে বিয়োগ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

**সময়:** ১ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**উপকরণ:** শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্কবুক, নিকট পরিবেশের বাস্তব জিনিসপত্র যেমন- পাতা, কাঠি, ফুল, বিচি, নুড়ি পাথর, কলম, পেনসিল, খেলনা প্রভৃতি, পোস্টার পেপার, কাগজ, মার্কার পেন, পুসপিন।

**পদ্ধতি ও কৌশল:** একাকী চিন্তা, জোড়ায় ও দলীয় কাজ, আলোচনা ও উপস্থাপন।

অধিবেশনের বিবরণ:

**কাজ- ১: প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে বিয়োগের ধারণা দেয়া ও বিয়োগ** শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা **সময়: ৯০ মি.**

সহায়কের কাজ:

- অংশগ্রহণকারীদের ৩ টি দল গঠন করুন। প্রতি দলে শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত বিয়োগ শেখানোর উপায় অনুসরণ করে সিমুলেশনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকার সহায়তায় পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন। প্রয়োজনে আপনার প্রদর্শিত পাঠের পরিকল্পনা সরবরাহ করুন। পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ বা তৈরি করতে বলুন। প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন।
- নির্ধারিত সময় পরে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলকে সিমুলেশনের জন্য ২০ মিনিট করে সময় দিন। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে উপস্থাপনার সবলদিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করার জন্য প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন। প্লেনারি আলোচনায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।
- প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিন এবং সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

**৭। মূল্যায়ন:**

ক) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দলীয় কাজে অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণ মাত্রা নিরুপন করুন।
খ) দলীয় কাজ উপস্থাপনের ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা নিরুপন করুন।

**দিন-৯**

**অধিবেশন-৯.৩**

**১। অধিবেশন শিরোনাম:** নির্দেশনার খেলা

**২। শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- খেলা কী তা বলতে পারবেন ।
- প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য কত ধরনের খেলার ব্যবস্থা রয়েছে তা বলতে পারবেন।
- নির্দেশনা অনুসারে খেলা পরিচালনা করতে পারবেন ।
- নির্দেশনা অনুসারে খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় কাজগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

**৩। সময়:** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণ:** শিক্ষক সহায়িকা, সাদা বোর্ড, পুসপিন বোর্ড, পুসপিন, পোস্টার পেপার, মার্কার ইত্যাদি।

**৫। কৌশল:** একাকী চিন্তা, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্রশ্নোত্তর আলোচনা, নির্দেশনা অনুসারে খেলা পরিচালনা ।

**৬। অধিবেশনের বিবরণ;**

**কাজ– ১: খেলা কী তা বলতে পারা** **সময়: ১০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে 'জুটিতে থাকি' খেলাটি খেলুন। খেলা শেষে এটাকে কী বলে একাকী চিন্তা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের উত্তরের সূত্র ধরে বলুন, শিশুরা খেলতে ভালোবাসে এবং খেলার মাধ্যমে শিখতে পছন্দ করে। অতঃপর এ খেলার মাধ্যমে শিশুদের কোন কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের দক্ষতা, বিকাশ ঘটবে তা বলতে বলুন ।
- প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখিত এ সংক্রান্ত পূর্ব লিখিত পোস্টার পেপার প্রদর্শন করুন ।

**কাজ –২: প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য কত ধরনের খেলার ব্যবস্থা রয়েছে তা বলা** **সময়: ১০ মিনিট**

- প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য কত ধরনের খেলার ব্যবস্থা রয়েছে তা জানতে চান। এক্ষেত্রে শিশুরা কীভাবে খেলে সেদিকে ইঙ্গিত করুন যাতে অংশগ্রহণকারীরা সহজে উত্তর দিতে পারে।
- অংশগ্রহণকারীদের উত্তরের সূত্র ধরে বলুন, শিশুরা যেমন একা একা ইচ্ছেমতো খেলতে পছন্দ করে তেমনি অন্য শিশুদের সাথে মিলেমিশে ছোট বা বড় দলে খেলতেও তারা ভালোবাসে। সুতরাং প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য ২ ধরনের খেলার ব্যবস্থা রয়েছে- ক) নির্দেশনার খেলা খ) ইচ্ছেমতো খেলা
- ইতোপূর্বে প্রদর্শিত 'জুটিতে থাকি' খেলাটি হলো নিদের্শনার খেলা। কারণ হিসেবে বলুন, এ খেলার ক্ষেত্রে নিদের্শনা প্রদান করা হয়েছিল এবং অংশগ্রহণকারীগণ নির্দেশনা অনুসরণ করে খেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। বলুন, প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য ২২টি নির্দেশনার খেলা অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইচ্ছেমতো খেলায় শিশুরা নিজের ইচ্ছেমতো খেলে।

**কাজ–৩ঃ নির্দেশনা অনুসারে খেলা পরিচালনা করা** **সময়: ৬০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদেরকে ৩ জনের দলে ভাগ করুন। লটারির মাধ্যমে প্রতি দলে শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত একটি করে খেলার শিরোনাম দিন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত খেলার নির্দেশনা অনুসারে খেলা পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। এজন্য ১০ মিনিট সময় দিন।
- প্রতি দলকে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে খেলা পরিচালনা করতে বলুন। খেলা পরিচালনার জন্য প্রতি দলকে ৫ মিনিট সময় দিন।
- প্রতি দলের খেলা উপস্থাপন শেষে উপস্থাপিত খেলার মাধ্যমে শিশুদের কী দক্ষতা, বিকাশ অর্জন হবে তা বলতে বলুন।
- সকল দলের উপস্থাপন শেষে বলুন, **শিক্ষক সহায়িকায় অর্ন্তভুক্ত প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য ২২টি নির্দেশনার খেলা ছাড়াও শিক্ষক স্থানীয়ভাবে প্রচলিত বা শিক্ষক কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন খেলা শিশুদের নিয়ে খেলতে পারেন। তবে**

**সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে খেলাগুলো যেন অবশ্যই প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের বয়স উপযোগী হয় এবং শিশুরা যেন নিরাপদ পরিবেশে খেলতে পারে।**

**কাজ-৪: নির্দেশনা অনুসারে খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় কাজগুলো ব্যাখ্যা করা** **সময়: ১০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের নির্দেশনা অনুসারে খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় কী তা নিয়ে ৩০ সেকেন্ড ভাবতে বলুন। অতঃপর ব্রেন স্টর্মি-এর মাধ্যমে নির্দেশনা অনুসারে খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় কাজগুলো সাদা বোর্ডে সংগ্রহ করুন।
- এবার মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর/পূর্বে লেখা পোস্টার পেপারের সাহায্যে নির্দেশনা অনুসারে খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় (শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত) কাজগুলো তুলে ধরুন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করে অধিবেশনের সমাপ্তি টানুন।

**৭। মূল্যায়ন: নিম্নে উল্লেখিত উপায়ে অধিবেশন মূল্যায়ন করুন।**

ক) দলীয় কাজে অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ মূল্যায়ন করুন।

খ) দলীয় কাজ উপস্থাপন দেখে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করুন।

**দিন-৯**

**অধিবেশন-৯.৪**

**১। অধিবেশন শিরোনামঃ ইচ্ছেমতো খেলা**

**২। শিখনফলঃ** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ইচ্ছেমতো খেলা কী তা বলতে পারবেন।
- ইচ্ছেমতো খেলার মাধ্যমে শিশুর যে সকল দক্ষতা অর্জিত হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইচ্ছেমতো খেলার উপকরণ সনাক্ত করতে পারবেন।
- ইচ্ছেমতো খেলায় শিক্ষকের করণীয় কাজসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন

**৩। সময়ঃ ১** ঘন্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণঃ** শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্কবুক, কর্ণারভিত্তিক উপকরণ, সাদা বোর্ড, পুসপিন বোর্ড, পুসপিন, পোস্টার পেপার, মার্কার ইত্যাদি।

**৫। কৌশলঃ** একাকী চিন্তা, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্রশ্নোত্তর আলোচনা, নির্দেশনা অনুসারে খেলা পরিচালনা ।

**৬। অধিবেশনের বিবরণঃ**

**কাজ -১: ইচ্ছেমতো খেলা কী তা বলতে পারা** **সময়: ১০ মিনিট**

- সকলকে নিয়ে একটি গান (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচিত গান হতে) পরিবেশন করে অধিবেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে ইচ্ছেমতো খেলা বলতে কী বুঝায় তা বলতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের কথাগুলো সাদাবোর্ডে সংগ্রহ করুন। তাদের ভাবনাগুলো সমন্বিত করে ইচ্ছেমতো খেলা বলতে কী বুঝায় সে সম্পর্কিত ধারণা শিক্ষক সহায়িকার সাহায্যে স্পষ্ট করুন।

**কাজ -২: ইচ্ছেমতো খেলার মাধ্যমে শিশুর যে সকল দক্ষতা অর্জিত হবে তা বর্ণনা করা** **সময়: ১০ মিনিট**

- জোড়ায় অংশগ্রহণকারীদের ইচ্ছেমতো খেলার মাধ্যমে শিশুরা যে সকল দক্ষতা অর্জন করবে সেগুলো লিখতে বলুন। এজন্য ২ মিনিট সময় দিন। ২ মিনিট পর প্রতি জোড়া হতে একটি করে দক্ষতা সাদাবোর্ডে সংগ্রহ করুন।
- শিক্ষক সহায়িকায় প্রদত্ত তথ্যের আলোকে দক্ষতাগুলো বলুন/মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করে এ বিষয়ক ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

**কাজ -৩: ইচ্ছেমতো খেলার উপকরণ সনাক্ত করা** **সময়: ৩০ মিনিট**

- বলুন, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের ইচ্ছেমতো খেলার জন্য ৪টি উপকরণ কর্ণার থাকবে। প্রতিটি উপকরণ কর্ণারে ইচ্ছেমতো খেলার সম্ভাব্য সকল উপকরণের একটি তালিকা শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখ করা হয়েছে। তালিকায় উল্লেখিত উপকরণগুলো তৈরি এবং সংগ্রহ করতে হবে। দলে যে সকল উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ করতে হবে সেগুলো চিহ্নিত করে উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহের কৌশল লিখতে হবে।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। দলীয় কাজের জন্য শিক্ষক সহায়িকার সহায়তায় ইচ্ছেমতো খেলা পরিচালনার জন্য কর্ণারভিত্তিক যে সকল উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ করতে হবে নিচের ছক ব্যবহার করে সেগুলো চিহ্নিত করতে বলুন এবং উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহের কৌশল লিখতে বলুন। দলীয় কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। দলীয় কাজ মনিটরিং করুন।

| কর্ণারের নাম | যে সকল উপকরণ তৈরি করতে হবে | যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে | সংগ্রহের কৌশল |
|---|---|---|---|
| | | | |

- ১০মিনিট পর দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিয়ে ৩০মিনিটের মধ্যে এ কাজ শেষ করুন।

**কাজ -৪: ইচ্ছেমতো খেলায় শিক্ষকের করণীয় কাজসমূহ ব্যাখ্যা করা** **সময়: ৩০ মিনিট**

- বলুন, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের ইচ্ছেমতো খেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষকের কাজগুলোকে ৩টি ভাগ ভাগ করা হয়েছে। কাজগুলো হলো- ক) প্রস্তুতিমূলক কাজ, খ) খেলা চলাকালীন সময়ে কাজ এবং গ) শিশুদের অস্বাভাবিক আচরণের ক্ষেত্রে কাজ।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলের দলীয় কাজ অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হবে বলে উল্লেখ করুন। দলে দলীয় কাজ উপস্থাপনের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষক সহায়িকার সহায়তা নিতে বলুন। প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট সময় দিন। দলীয় কাজ মনিটরিং করুন।
- ৫মিনিট পর দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। অন্যদলের সদস্যদের প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের ভূমিকায় অভিনয় করতে বলুন। শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখিত তথ্যের আলোকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিয়ে ৩০ মিনিটের মধ্যে এ কাজ শেষ করুন।

৭। **মূল্যায়ন:** দলীয় কাজে অংশগ্রহণ ও উপস্থাপন দেখে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয়তা, দক্ষতা মূল্যায়ন করুন।

## দিন-১০

## অধিবেশন-১০.১

**১। অধিবেশন শিরোনাম: অন্যান্য কাজ - পরিবেশ**

**২। শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিক্ষক সহায়িকায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য অন্যান্য কাজ - পরিবেশ অংশে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

**৩। সময়: ১** ঘন্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণ:** শিক্ষক সহায়িকা, ফ্লিপ চার্ট, ওয়ার্কবুক, সাদা বোর্ড, পুসপিন বোর্ড, পুসপিন, পোস্টার পেপার, মার্কার ইত্যাদি।

**৫। কৌশল:** একাকী চিন্তা, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্রশ্নোত্তর আলোচনা, শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা ।

**৬। অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ -১: আমার পরিবেশ অংশে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর শিখন শেখানো** কার্যক্রম পরিচালনা **করা** **সময়: ৯০ মিনিট**

- সকলকে নিয়ে একটি খেলার (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচিত খেলা হতে) মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীদের ১০টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে আমার পরিবেশ অংশে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হতে ১টি করে বিষয় লটারির মাধ্যমে প্রদান করুন। দলে আলোচনা করে শিক্ষক সহায়িকার সহয়িতায় নির্ধারিত বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। এজন্য ১০ মিনিট সময় দিন। দলীয় কাজ মনিটরিং ও মেন্টরিং করুন।
- ৫ মিনিট পর দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন। আলোচনায় সকলের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।
- সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি টানুন।

| |
|---|
| **আমার পরিবেশ দল: প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **আমার প্রিয় জিনিসগুলো দল: প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **ফসলের মাঠ, নদী, পাহাড়, বন, সমুদ্র দল: প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **আমার কাছের মানুষগুলো দল: প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **আমার প্রিয় প্রাণীদল: প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **দিনের বিভিন্ন অংশ দল: প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত কাল দল: প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প দল: প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **বাড়ি ও বিদ্যালয় রাখবো পরিচ্ছন্ন দল: প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **গাছপালা ও পশুপাখি আমার বন্ধু দল: প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |

**৭। মূল্যায়ন: নিম্নে উল্লেখিত উপায়ে অধিবেশন মূল্যায়ন করুন।**

ক) দলীয় কাজে অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয়তা মূল্যায়ন করুন?

খ) দলীয় কাজ উপস্থাপন দেখে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করুন?

**দিন-১০**

**অধিবেশন-১০.২**

**১। অধিবেশন শিরোনামঃ অন্যান্য কাজ (বিজ্ঞান)**

**২। শিখনফলঃ** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিক্ষক সহায়িকায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য বিজ্ঞান অংশে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর শিখন শেখানো উপায় চিহ্নিত করতে পারবেন।

**৩। সময়ঃ** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণঃ** শিক্ষক সহায়িকা, ফ্লিপ চার্ট, ওয়ার্কবুক, সাদা বোর্ড, পুসপিন বোর্ড, পুসপিন, পোস্টার পেপার, মার্কার ইত্যাদি।

**৫। কৌশলঃ** একাকী চিন্তা, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্রশ্নোত্তর আলোচনা, শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা ।

**৬। অধিবেশনের বিবরণঃ**

**কাজ -১ঃ শিক্ষক সহায়িকার বিজ্ঞান অংশে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর শিখন শেখানো উপায় চিহ্নিত কর সময়ঃ ৯০ মিনিট**

- সকলকে নিয়ে একটি গান (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচিত গান হতে) পরিবেশন করে অধিবেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীদের ৬টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে বিজ্ঞান অংশে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হতে ১টি করে বিষয় লটারির মাধ্যমে মাধ্যমে প্রদান করুন। দলে আলোচনা শিক্ষক সহায়িকার সহায়তায় নির্ধারিত বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। এজন্য ১০ মিনিট সময় দিন। দলীয় কাজ মনিটরিং ও মেন্টরিং করুন।
- ১০ মিনিট পর দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন। আলোচনায় সকলের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।
- সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি টানুন।

| |
|---|
| **রোদ্র ছায়ার খেলা দলঃ রোদ্র ছায়ার খেলা । প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট** |
| **প্রাকৃতিক ঘটনা দলঃ প্রাকৃতিক ঘটনা বুঝনো। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট** |
| **মেঘ-বৃষ্টি দলঃ মেঘ হতে বৃষ্টি হয়, বাতাসে পাতা নড়ে। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট** |
| **বাতি দলঃ সুইচ টিপলে বাতি জ্বলে। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট** |
| **জীব ও জড় দলঃ জড় ও জীবের পার্থক্য । প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট** |
| **উদ্ভিদ ও প্রাণী দলঃ উদ্ভিদ ও প্রাণী পার্থক্য। প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট** |

**৭। মূল্যায়নঃ নিম্নে উল্লেখিত উপায়ে অধিবেশন মূল্যায়ন করুন।**

ক) দলীয় কাজে অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয়তা মূল্যায়ন করুন।

খ) দলীয় কাজ উপস্থাপন দেখে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করুন।

**দিন-১০**

**অধিবেশনঃ ১০.৩**

**১। অধিবেশন শিরোনামঃ অন্যান্য কাজ (প্রযুক্তি)**

**২। শিখনফলঃ** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিক্ষক সহায়িকায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য অন্যান্য কাজ (প্রযুক্তি) অংশে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর শিখন শেখানো উপায় চিহ্নিত করতে পারবেন।

**৩। সময়ঃ ১** ঘন্টা ৩০ মি.

**৪। উপকরণঃ** শিক্ষক সহায়িকা, ফ্লিপ চার্ট, ওয়ার্কবুক, সাদা বোর্ড, পুসপিন বোর্ড, পুসপিন, পোস্টার পেপার, মার্কার ইত্যাদি।

**৫। কৌশলঃ** একাকী চিন্তা, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্রশ্নোত্তর আলোচনা, নির্দেশনা অনুসারে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা ।

**৬। অধিবেশনের বিবরণঃ**

**কাজ -১ঃ শিক্ষক সহায়িকার প্রযুক্তি অংশে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর শিখন শেখানোর উপায় চিহ্নিত করা** **সময়ঃ ৮০ মিনিট**

- সকলকে নিয়ে একটি ছড়া (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচিত ছড়া হতে) পরিবেশন করে অধিবেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে প্রযুক্তি অংশে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হতে ১টি করে বিষয় লটারির মাধ্যমে প্রদান করুন। দলে আলোচনা করে শিক্ষক সহায়িকার সহায়তায় নির্ধারিত বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। এজন্য ১৫ মিনিট সময় দিন। দলীয় কাজ মনিটরিং ও মেন্টরিং করুন।
- ১০ মিনিট পর দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন। আলোচনায় সকলের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।
- সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি টানুন।

| |
|---|
| **যন্ত্রপাতি দলঃ সাধারণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি চেনানো । প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট। উপস্থাপন ১৫ মিনিট** |
| **ঘুরে বেড়াই দলঃ বিভিন্ন যানবাহন চেনানো। প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট। উপস্থাপন ১৫ মিনিট** |
| **প্রযুক্তি দলঃ পরিচিত প্রযুক্তির নাম ও কাজ বলা। প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট। উপস্থাপন ১৫ মিনিট** |
| **তথ্য ও যোগাযোগ দলঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নাম ও ব্যবহার বলা। প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট। উপস্থাপন ১৫ মিনিট** |

**৭। মূল্যায়নঃ নিম্নে উল্লেখিত উপায়ে অধিবেশন মূল্যায়ন করুন।** **সময়ঃ ১০ মি.**

ক) দলীয় কাজে অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয়তা মূল্যায়ন করুন।
খ) দলীয় কাজ উপস্থাপন দেখে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করুন।

**দিন-১০**

**অধিবেশন-১০.৪**

**১। অধিবেশন শিরোনাম:** স্বাস্থ্য

**২। শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিক্ষক সহায়িকায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অংশে অন্তর্ভুক্ত **স্বাস্থ্য বিষয়ক** বিষয়গুলোর শিখন শেখানোর কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

**৩। সময়: ১**ঘন্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণ:** শিক্ষক সহায়িকা, ফ্লিপ চার্ট, ওয়ার্কবুক, সাদা বোর্ড, পুসপিন বোর্ড, পুসপিন, পোস্টার পেপার, মার্কার ইত্যাদি।

**৫। পদ্ধতি ও কৌশল:** আলোচনা, দলে কাজ, সিমুলেশন,

**৬। অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ -১: স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অংশে অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক বিষয়গুলোর শিখন শেখানো উপায় চিহ্নিত করা**
**সময়:৯০ মিনিট**

- সকলকে নিয়ে একটি গান (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচিত গান হতে) পরিবেশন করে অধিবেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীদের ১০টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অংশে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হতে ১টি করে বিষয় লটারির মাধ্যমে প্রদান করুন। দলে আলোচনা করে শিক্ষক সহায়িকার সহায়তায় নির্ধারিত বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। এজন্য ৫ মিনিট সময় দিন। দলীয় কাজ মনিটরিং ও মেন্টরিং করুন।
- ৫ মিনিট পর দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন। আলোচনায় সকলের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।
- সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি টানুন।

| |
|---|
| **আমার শরীর দল: শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম বলানো । প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **দাঁত মাজা দল: কীভাবে দাঁত মাজতে হয়। প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **হাত-মুখ ধোয়া দল: কীভাবে হাত মুখ ধুতে হয়। প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **চুল আঁচড়ানো দল: কীভাবে চুল আঁচড়াতে হয়। প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **হাচিঁ কাশির সময় মুখ ঢাকা দল। প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **খাবার দাবার দল: কখন কী খাবার খাই। প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **নিরাপদ পানি দল। প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **খাবার আগে ও পরে করনীয় দল। প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **বিশ্রাম দল: কখন বিশ্রাম নেই। প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |
| **অসুস্থতা দল: অভিনয়ের মাধ্যমে সাধারণ অসুস্থতা প্রকাশ। প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ৭ মিনিট** |

**৭। মূল্যায়ন: নিম্নে উল্লেখিত উপায়ে অধিবেশন মূল্যায়ন করুন।**

ক) দলীয় কাজে অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয়তা মূল্যায়ন করুন।

খ) দলীয় কাজ উপস্থাপন দেখে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করুন।

**দিন-১১**

**অধিবেশন-১১.১**

**১। অধিবেশন শিরোনাম:** নিরাপত্তা

**২। শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিক্ষক সহায়িকায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অংশে অন্তর্ভুক্ত **নিরাপত্তা বিষয়ক** বিষয়গুলোর শিখন শেখানোর কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

**৩। সময়: ১**ঘন্টা

**৪। উপকরণ:** শিখন শেখানোর নির্দেশনা পত্র, সাদা বোর্ড, পুসপিন বোর্ড, পুসপিন, পোস্টার পেপার, মার্কার ইত্যাদি।

**৫। পদ্ধতি ও কৌশল:**

**৬। অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ -১: স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অংশে অন্তর্ভুক্ত নিরাপত্তা বিষয়ক বিষয়গুলোর শিখন শেখানো উপায় চিহ্নিত করা সময়:৬০ মিনিট**

- সকলকে নিয়ে একটি গান (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচিত গান হতে) পরিবেশন করে অধিবেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অংশে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হতে ১টি করে বিষয় লটারির মাধ্যমে প্রদান করুন। দলে আলোচনা করে শিক্ষক সহায়িকার সহায়তায় নির্ধারিত বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। এজন্য ১০ মিনিট সময় দিন। দলীয় কাজ মনিটরিং ও মেন্টরিং করুন।
- ১০ মিনিট পর দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে প্লেনারি আলোচনার আয়োজন করুন। আলোচনায় সকলের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।।
- সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি টানুন।

| |
|---|
| **বিপদজনক বস্তু ও বিপদের উৎস দল: প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট** |
| **সাঁতার দল : প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট** |
| **পথ চলা দল: পথ চলি নিয়ম মেনে। প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট** |
| **নির্ভীক দল: বিপদে আমি ভয় করি না। প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট** |
| **হয়রানি দল: হয়রানি ও নির্যাতনমুলক আচরণ। প্রস্তুতির জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপন ১০ মিনিট** |

**৭। মূল্যায়ন: নিম্নে উল্লেখিত উপায়ে অধিবেশন মূল্যায়ন করুন।**

ক) দলীয় কাজে অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয়তা মূল্যায়ন করুন।

খ) দলীয় কাজ উপস্থাপন দেখে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করুন।

## দিন-১১

## অধিবেশন-১১.২

**১। অধিবেশন শিরোনাম:** বার্ষিক পরিকল্পনা, সাপ্তাহিক রুটিন এবং দৈনিক পাঠ বা কার্যক্রম পরিকল্পনা

**২। শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- বার্ষিক পরিকল্পনার সংগে পরিচিত হবেন এবং পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সাপ্তাহিক রুটিনের সংগে পরিচিত হবেন এবং রুটিনটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বার্ষিক পরিকল্পনা দেখে সাপ্তাহিক রুটিন অনুযায়ি দৈনিক পাঠ বা কার্যক্রম পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।

**৩। সময়:** ৬ ঘন্টা

**৪। উপকরণ:** পোস্টার, মার্কার, বাৎসরিক ও সাপ্তাহিক কর্মপরিকল্পনা, শিক্ষক সহায়িকা, ইত্যাদি।

**৫। পদ্ধতি ও কৌশল:** বড় দলে আলোচনা ,ছোট দলে কাজ, একক অংশগ্রহণ

**৬। অধিবেশনের বিবরণ**

**কাজ-১:বড় দলে কাজ** সময়: ৫০ মি

সহায়কের কাজঃ

- প্রথমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ছোট ছোট ৪টি দলে ভাগ করে নিন।
- এবার দল ৪টিকে শিক্ষক সহায়িকা থেকে বাৎসরিক পরিকল্পনা এবং সাপ্তাহিক রুটিনটি বের করে ৩০ মিনিট সময় দিন যেন প্রত্যেক দল নির্বাচিত বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিজেদেরে মধ্যে তা আলোচনা করার সুযোগ পায়।
- এবার ১ ও ৩ নং দলকে ডাকুন এবং ১নং দলের সদস্যরা আলোচ্য বিষয়বস্তু থেকে ৩ নং দলের সদস্যদের ৩টি প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে একইভাবে ৩ নং দল ১নং ৩টি প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে । যে দল বিজয়ী হবে তাদের হাততালি/চকলেট বা অন্যকিছু দিয়ে উৎসাহিত করুন বিজিত দলকে শুভেচ্ছা জানাতে হবে তাদের অংশগ্রহণের জন্য।
- এভাবে ২ ও ৪ নং দলের মধ্যেও একটি ছোট প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করুন।
  **নমুনা প্রশ্ন:**
  প্রথম মাসের কাজের সঙ্গে দ্বিতীয় মাসের কাজের পার্থক্য কি?
  মাসে গড়ে কয়টি করে গল্প রাখা হয়েছে?
  প্রাক-গাণিতিক ধারণার ক্ষেত্রে মাসিক কাজের মধ্যে কি ধরণের পার্থক্য আছে?
  সপ্তাহে কয়দিন গল্পে বলা হবে?
  মুক্তখেলার সময় কতটুকু?

**কাজ-২: একক কাজ:** **সময়: ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- এবার দৈবচয়নের মাধ্যমে মাসের বিভিন্ন কাজ (খেলা, ছড়া, গান, বাংলা, গণিত, চারুকারু, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, প্রাক- পঠন, লিখন ইত্যাদি) পরিচালনার নিয়ম/ধাপগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের মনে আছে কিনা তা যাচাই করে নিন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়মগুলো পুনরায় আলোচনা করে নিন।

নমুনা প্রশ্ন:
শিশুদের ছড়া শেখানোর ধাপগুলো কি কি?
শিশুদের প্রাক-পঠনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক কাজগুলো কি কি?

**কাজ-৩ঃ ছোট দলে কাজঃ** **সময়ঃ ১ ঘন্টা**

সহায়কের কাজঃ

- প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ছোট ছোট ৫ টি দলে ভাগ করে নিন।
- ৫টি দলকে ৫টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় - সৃজনশীল কাজ (ছড়া, গান, নাচ ও গল্প), কাজ (ভাষা), সৃজনশীল কাজ (চারু, কারু, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি অভিনয়), দৈনিক সমাবেশ, শুভেচ্ছা ও খেলা, কাজ (গণিত বিজ্ঞান, ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা) নিয়ে কাজ করার জন্য নির্বাচিত করুন। প্রত্যেক দলের নিকট প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোস্টার , মার্কার দিন। এবার প্রত্যেক দলকে নির্ধারিত বিষয়ের মাসিক কাজগুলোকে ধাপ অনুযায়ী ভেঙ্গে দৈনিক পরিকল্পনার মধ্যে বসাতে বলবেন। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো-

  ক) প্রথমে বাৎসরিক পরিকল্পনা থেকে কাজটিকে নিয়ে মাসে আনুন যেমন- ফেব্রুয়ারী মাসে মোট ২ টি ছড়া আছে

  খ) এবার মাসের কাজটিকে ভেঙ্গে সপ্তাহে আনুন যেমন- ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ সপ্তাহের মধ্যে ছড়া দুটি শেখাতে হবে অর্থাৎ ৮ দিনে ২টি ছড়া শেখাতে হবে

  গ) এবার ছড়াগুলোর ধাপ অনুযায়ী প্রত্যেকটি ছড়ার জন্য কয়দিন সময় পাচ্ছেন তা হিসেব করুন যেমন- ১টি ছড়া শেখানোর জন্য এ মাসে সময় পাওয়া যাবে ৪ দিন করে।(তবে এক্ষেত্রে বড় ছড়ার জন্য বেশী সময় ও ছোট ছড়ার জন্য কম সময় বিবেচনা করতে হবে)

  ঘ) এবার মাসের তারিখ অনুযায়ী সাপ্তাহিক রুটিন মেনে ছড়ার জন্য নির্দিষ্ট কাজটি লিখে ফেলুন উদাহরণ হিসেবে একটি ছক বোর্ডে এঁকে/ লিখে দিতে পারেন।

মাস: ফেব্রুয়ারী

| তারিখ | দৈনিক সমাবেশ ও শুভেচ্ছা | ব্যায়াম | সৃজনশীল কাজ (ছড়া, গান, নাচ ও গল্প) | কাজ(ভাষা) | সৃজনশীল কাজ (চারু, কারু, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি অভিনয়) | খেলা | কাজ (গণিত বিজ্ঞান, ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা) | মুক্ত সময় (ইচ্ছেমত খেলা) | সমাপনী |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১/২/১৩ | | | "বাক বাকুম পায়রা" পুরো ছড়াটি শিক্ষক অঙ্গভঙ্গি সহ উপস্থাপন করবেন বাক বাকুম পায়রা ছড়ার ১ম দু লাইন শিশুদের দিয়ে বারবার বলাবেন | | | | | | |
| ২/২/১৩ | | | বাক বাকুম পায়রা ছড়ার ১ম দু লাইন সকল শিশুকে দিয়ে আয়ত্ব করাবেন | | | | | | |
| ৩/২/১৩ | | | ঝড়এলো এলো ঝড় গানটির অংশ বিশেষ | | | | | | |
| ৪/২/১৩ | | | ঝড়এলো এলো ঝড় গানটির অংশ বিশেষ | | | | | | |
| ৫/২/১৩ | | | অপুর বিড়াল গল্পটি পড়ে শোনাবেন | | | | | | |
| ৬/২/১৩ | | | অপুর বিড়াল গল্পটি থেকে ছবি, নতুনশব্দ, কঠিন শব্দ, চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবেন। | | | | | | |
| ৭/২/১৩ | | | | | | | | | |
| ৮/২/১৩ | | | পূর্বের দুলাইন ছড়া উপস্থাপন করবেন এর সাথে বাক বাকুম পায়রা ছড়ার পরবর্তী দু লাইনের সাথে পরিচিত করাবেন | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯/২/১৩ | | | বাক বাকুম পায়রা ছড়ার পরবর্তী দু লাইন সহ পূর্ণ ছড়াটি আয়ত্ব করাবেন এবং অঙ্গভঙ্গি সহ উপস্থাপন করাবেন | | | | | | |
| ১০/২/১৩ | | | ঝড়এলো এলো ঝড় গানটির অংশ বিশেষ | | | | | | |
| ১১/২/১৩ | | | ঝড়এলো এলো ঝড় গানটির অংশ বিশেষ | | | | | | |
| ১২/২/১৩ | | | অপুর বিড়াল গল্পটি থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিশুদের মতামত জেনে নিবেন, প্রয়োজনে গল্প পুনরায় আলোচনা করবেন | | | | | | |
| ১৩/২/১৩ | | | শিশুদের থেকে "অপুর বিড়াল" গল্পটি তাদের মত করে শুনবেন এবং অভিনয় সহকারে উপস্থাপন করাবেন | | | | | | |
| ১৪/২/১৩ | | | | | | | | | |
| ১৫/২/১৩ | | | আয় আয় চাঁদ মামা পুরো ছড়াটি শিক্ষক অঙ্গভঙ্গি সহ উপস্থাপন করবেন<br><br>আয় আয় চাঁদ মামা ছড়ার ১ম দু'লাইন বারবার করাবেন | | | | | | |
| ১৬/২/১৩ | | | আয় আয় চাঁদ মামা ছড়ার ১ম দু'লাইন সকল শিশুকে দিয়ে আয়ত্ব করাবেন | | | | | | |
| ১৭/২/১৩ | | | মাথা কাঁধ হাটু পায়ের পাতা গানের অংশ বিশেষ | | | | | | |
| ১৮/২/১৩ | | | মাথা কাঁধ হাটু পায়ের পাতা গানের অংশ বিশেষ | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯/২/১৩ | | | টিং টং এর কান্ড গল্পটি পড়ে শোনাবেন | | | | | | |
| ২০/২/১৩ | | | টিং টং এর কান্ড গল্পটি থেকে ছবি, নতুনশব্দ, কঠিন শব্দ, চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবেন। | | | | | | |
| ২১/২/১৩ | | | | | | | | | |
| ২২/২/১৩ | | | পূর্বের দুলাইন ছড়া উপস্থাপন করবেন এর সাথে আয় আয় চাঁদ মামা ছড়ার পরবর্তী দু'লাইনের সাথে পরিচিত করাবেন | | | | | | |
| ২৩/২/১৩ | | | আয় আয় চাঁদ মামা ছড়ার পরবর্তী দু'লাইন সহ পূর্ণ ছড়াটি অঙ্গভঙ্গি সহ উপস্থাপন করাবেন | | | | | | |
| ২৪/২/১৩ | | | মাথা কাঁধ হাটু পায়ের পাতা গানের অংশ বিশেষ | | | | | | |
| ২৫/২/১৩ | | | মাথা কাঁধ হাটু পায়ের পাতা গানের অংশ বিশেষ | | | | | | |
| ২৬/২/১৩ | | | টিং টং এর কান্ড গল্পটি থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিশুদের মতামত জেনে নিবেন, প্রয়োজনে গল্প পুনরায় আলোচনা করবেন | | | | | | |
| ২৭/২/১৩ | | | শিশুদের থেকে টিং টং এর কান্ড গল্পটি তাদের মত করে শুনবেন এবং অভিনয় সহকারে উপস্থাপন করাবেন | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**উপরোল্লিখি চার্ট অনুযায়ী প্রত্যকটি দল তাদের পুরো মাসের কাজের পরিকল্পনা করবেন ।**

**কাজঃ ৪ দলীয় কাজ উপস্থাপনঃ** **সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মি**

সহায়কের কাজঃ

- প্রত্যেকটি দল তাদের কাজ ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে উপস্থাপন করবেন এবং দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ধাপগুলো সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করে প্রত্যেকটি কাজের মানিক পরিকল্পনা নির্ধারণ করবেন।

**কাজঃ ৫ বড় দলে কাজঃ** **সময়ঃ ১ ঘন্টা**

সহায়কের কাজঃ

- এবার প্রশিক্ষক প্রত্যেকটি দলের চুড়ান্ত কাজ গুলো ধারাবাহিকভাবে পুনরায় উপস্থাপন করবেন এরং প্রক্ষিণার্থীগণ তা নিজেদের মত করে লিপিবদ্ধ করে নেবেন।

৭। **মূল্যায়ন** : নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে অধিবেশনের শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করুন **সময়ঃ ১০ মিনিট**

- প্রত্যেকটি কাজ ধাপ অনুযায়ী ঠিক আছে কি?
- সম্পূর্ণ মাসের কাজের পরিকল্পনাটি তৈরি হয়েছে কি ?
- যদি কোন কারণে কোন স্কুর সেদিনের কাজ সঠিকভাবে শেষ করতে না পারেন তাহলে কি করবেন।

**দিন:১২**

**অধিবেশন: ১২.১**

**১। অধিবেশন শিরোনাম: শিখন অনুশীলন (PRACTICE TEACHING)** প্রস্তুতি

**২। শিখনফল:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

**৩। সময়: ১** ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণ:** দৈনিক রুটিন, শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্কবুক, ভিপ কার্ড, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ, পোস্টার-পেপার, মার্কার, বোর্ড ইত্যাদি।

**৫। পদ্ধতি ও কৌশল:** সাপ্তাহিক রুটিন, পর্যবেক্ষণ, দলীয় কাজ, শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা, উপস্থাপনা এবং আলোচনা।

**৬। অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ-১: প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে রুটিন অনুসারে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় করা** **সময়: ৪৫ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সবাইকে নিয়ে একটি ছড়া গান পরিবেশন করুন।
- এবার বলুন, আগামীকাল অংশগ্রহণকারীদের বিদ্যালয়ে গিয়ে রুটিন অনুসারে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- ২ টি দল গঠন করুন। বলুন ২টি দলকে ২টি পৃথক বিদ্যালয়ে গিয়ে ক্লাস নিতে হবে। সকলকে সাপ্তাহিক রুটিন দেখিয়ে বলুন, প্রতি দিন প্রথমে দৈনিক সমাবেশ ও শুভেচ্ছা বিনিময়, তারপর ব্যায়াম এভাবে পর্যায়ক্রমে রুটিন মোতাবেক প্রতিটি শিখন ক্ষেত্রভিত্তিক শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। বলুন, প্রতি দলের ৯ জনকে ৯টি শিখন ক্ষেত্রের উপর শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। দলে আলোচনা করে কে কোন শিখন ক্ষেত্রের উপর ক্লাস পরিচালনা করবেন তা নির্ধারণ করতে বলুন।
- বিদ্যালয়ে যোগাযোগ করে বর্তমানে কোন শিখন ক্ষেত্রের কোন পর্যায়ে আছে তা জেনে নিন এবং রুটিন অনুসারে কী পড়াতে হবে তা বলে দিন এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে বলুন। শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে সংক্ষিপ্ত লেসন নোট তৈরি করতে বলুন। প্রত্যেক দলকে সংশ্লিষ্ট পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ/ তৈরি করতে বলুন। এজন্য ৪৫ মিনিট সময় দিন। প্রস্তুতির সময়ে মনিটরিং করুন।
- প্রতি দলের সদস্যদের মধ্য হতে ২/৩ জনকে পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলুন। তাদের পর্যবেক্ষণ চেক লিস্ট বুঝিয়ে দিন।

**কাজ-২: শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তৈরিকৃত লেসন নোট নিয়ে আলোচনা** **সময়: ৪৫ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- ২ দলের একই বিষয় পড়াবেন এমন অংশগ্রহণকারীদের একত্রে বসে তাদের তৈরিকৃত লেসন নোট ও উপকরণ নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। আর কীভাবে পাঠকে অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক করা যায় তা ভাবতে বলুন এবং প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজন করে লেসন নোট চূড়ান্ত করতে বলুন। প্রয়োজনে নিজে পরামর্শ দিন।
- শিখন শেখানো কার্যক্রমের উপর যে কোন এক দলকে সিমুলেশন দিতে বলুন। এক্ষেত্রে প্রথমে দুজন শিখন শেখানো কার্যক্রম শুরু করবেন তবে যে শুরু করবেন তিনি তার অংশের শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করবেন অন্যজন নিরবে দাঁড়িয়ে থাকবেন/সহায়তা করবেন। প্রথমজনের অংশ উপস্থাপন শেষ হবার পর তিনি নিরবে চলে যাবেন এবং ২য় জন পাঠ উপস্থাপন শুরু করবেন। ২য় জনের পাঠ উপস্থাপন কালে ৩য় জন নিরবে আসবেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে একেক জন আসবেন এবং তার অংশ উপস্থাপন শেষে চলে যাবেন।

- নির্ধারিত সময় পরে সকল অংশগ্রহণকারীকে আগামীকাল বিদ্যালয়ে শিখন শেখানোর বাস্তব অভিজ্ঞতা উপভোগ করার আমন্ত্রন জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

**দিন:১২**

**অধিবেশন: ১২.২**

**১। অধিবেশন শিরোনাম: শিখন অনুশীলন (PRACTICE TEACHING)**

**২। শিখনফল:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োগ করতে পারবেন।

**৩। সময়:** ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণ:** দৈনিক রুটিন, শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্কবুক, ভিপ কার্ড, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ, পোস্টার-পেপার, মার্কার, বোর্ড ইত্যাদি।

**৫। পদ্ধতি ও কৌশল:** সাপ্তাহিক রুটিন, পর্যবেক্ষণ, দলীয় কাজ, শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা, উপস্থাপনা এবং আলোচনা।

**৬। অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ-১: প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে রুটিন অনুসারে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় করা সময়: ২ঘন্টা ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাবেন এবং প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন।
- পর্যবেক্ষকগণ কোথায় বসে পর্যবেক্ষণ করবেন তা নির্ধারণ করে দিবেন।
- নিজে শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন।
- নির্ধারিত সময় পরে সকল অংশগ্রহণকারীদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রত্যাবর্তন করবেন।

**দিন:১২**

**অধিবেশন: ১২.৩**

**১। অধিবেশন শিরোনাম: শিখন অনুশীলন (PRACTICE TEACHING)** এর উপর পর্যালোচনা

**২। শিখনফল:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে পরিচালিত শিখন শেখানো কার্যক্রমের সবলদিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্র সনাক্ত করতে পারবেন।
- পরিচালিত শিখন শেখানো কার্যক্রমের উন্নয়নের ক্ষেত্র সবল করার জন্য শিখন শেখানোর প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

**৩। সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণ:** পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট, শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্কবুক, মার্কার, বোর্ড ইত্যাদি।

**৫। পদ্ধতি ও কৌশল:** পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং আলোচনা।

**৬। অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ-১: প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে পরিচালিত শিখন শেখানো কার্যক্রমের সবলদিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্র সনাক্ত করা সময়: ৬০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- পর্যবেক্ষকগণকে পরিচালিত শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উপর রিপোর্ট পেশ করতে বলুন।
- অপর অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের মতামত (যদি থাকে) ব্যক্ত করতে বলুন।
- পর্যবেক্ষিত শিখন শেখানো কার্যক্রমের উপর সহায়ক সবলদিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে উন্নয়নের জন্য করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

**কাজ-২: প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে পরিচালিত শিখন শেখানো কার্যক্রমের সবলদিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্র সনাক্ত করা সময়: ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- পরিচালিত শিখন শেখানো কার্যক্রম উন্নয়নের ক্ষেত্র সবল করার জন্য ইতোপূর্বে আলোচনার ভিত্তিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা করতে বলুন।
- বলুন, আগামীকাল ২টি বিদ্যালয়ে ২জনকে ২ঘন্টা ৩০মিনিট ব্যাপি শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। কয়েকজনকে পর্যবেক্ষণকারী নিয়োগ করুন।

## পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

১. দৈনিক সমাবেশ ও শুভেচ্ছা বিনিময় (শিক্ষকের নামঃ----------)
   ক) শিক্ষক কীভাবে দৈনিক সমাবেশ সম্পাদন করলেন তা লিখুন।
   খ) শুভেচ্ছা বিনিময় কাজটি কীভাবে হয়েছে? কত জনের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়েছে? এক্ষেত্রে শিক্ষক হাসিখুশি ছিলেন কিনা?
   গ) সবল দিকসমূহঃ
   ছ) পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহঃ

২. ব্যায়াম (শিক্ষকের নামঃ----------)
   ক) কোন ব্যায়ামটি করালেন?
   খ) শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত ধাপ অনুসরণ করা হয়েছিল কি না?
   গ) সকল শিশুর অংশগ্রহণ ছিল কি না?
   ঘ) শিক্ষক স্পষ্ট নিদের্শনা দিতে পেরেছিলেন কি না?
   ঙ) শিক্ষক বন্ধুসুলভ আচরণ করেছেন কি না?
   চ) সবল দিকসমূহঃ
   জ) পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহঃ

৩. সৃজনশীলকাজ ( শিক্ষকের নাম----------)
   ক) নির্ধারিত সৃজনশীল কাজের কোনটি করানো হলো?
   খ) শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন শেখানোর উপায় ও কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল কি না?
   গ) সকল শিশুর অংশগ্রহণ ছিল কি না?
   ঘ) আনন্দঘন পরিবেশ বজায় ছিল কি না?
   ঙ) শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা?
   চ) পাঠের সবল দিকসমূহঃ
   ঝ) পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহঃ

৪. ভাষার কাজ ( শিক্ষকের নাম----------)
   ক) ভাষার কোন কাজ করানো হলো?
   খ) শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন শেখানোর উপায় ও কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল কি না?
   গ) সকল শিশুর অংশগ্রহণ ছিল কি না?
   ঘ) আনন্দঘন পরিবেশ বজায় ছিল কি না?
   ঙ) শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা?
   চ) পাঠের সবল দিকসমূহঃ
   ছ) পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রঃ

৫. সৃজনশীলকাজ ( শিক্ষকের নাম----------)
   ক) নির্ধারিত সৃজনশীল কাজের কোনটি করানো হলো?
   খ) শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন শেখানোর উপায় ও কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল কি না?
   গ) সকল শিশুর অংশগ্রহণ ছিল কি না?
   ঘ) আনন্দঘন পরিবেশ বজায় ছিল কি না?
   ঙ) শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা?
   চ) পাঠের সবল দিকসমূহঃ

ছ) পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রঃ

৬. খেলা ( শিক্ষকের নাম----------)
ক) নির্দেশনার কোন খেলাটি করানো হলো?
খ) শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন শেখানোর উপায় ও কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল কি না?
গ) সকল শিশুর অংশগ্রহণ ছিল কি না?
ঘ) আনন্দঘন পরিবেশ বজায় ছিল কি না?
ঙ) শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা?
চ) পাঠের সবল দিকসমূহঃ
ছ) পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রঃ

৭. গণিত ( শিক্ষকের নাম----------)
ক) গণিতের কী পড়ানো হলো?
খ) শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন শেখানোর উপায় ও কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল কি না?
গ) সকল শিশুর অংশগ্রহণ ছিল কি না?
ঘ) আনন্দঘন পরিবেশ বজায় ছিল কি না?
ঙ) শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা?
চ) পাঠের সবল দিকসমূহঃ
ছ) পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রঃ

৮. ইচ্ছেমতো খেলা (শিক্ষকের নাম----------)
ক) ইচ্ছেমতো খেলার নির্দেশনা স্পষ্ট ছিল কি না?
খ) এ সময়ে কীভাবে শিক্ষক মনিটরিং ও মেনটরিং করেছেন তা লিখুন।
গ) শিক্ষক অসাবাভিক আচরণকারী শিশুদের কীভাবে সামলিয়েছেন তা লিখুন।
ঘ) যে সকল শিশু এ সময়ে চুপচাপ ছিল তাদের ব্যাপারে শিক্ষক কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা লিখুন।
ঘ) এ কাজে শিক্ষক কেমন আচরণ প্রদর্শন করেছেন তা লিখুন।
ঙ) পাঠের সবল দিকসমূহ লিখুনঃ
ছ) পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ লিখুনঃ

৯. সমাপনী (শিক্ষকের নাম----------)

কীভাবে শিক্ষক আজকের শ্রেণিকার্যক্রমের সমাপ্তি করলেন তা লিখুন।

**দিন ১৩**
**অধিবেশনঃ ১৩.১**
**অধিবেশনের নামঃ শিখন অনুশীলন**
**অধিবেশনের বিবরণঃ অধিবেশন ১২.২ এবং ১২.৩ অনুযায়ী সারাদিন শিখন অনুশীলন অধিবেশন চলবে।**

## দিন-১৪
## অধিবেশন-১৪.১

**১। অধিবেশন শিরোনামঃ** মূল্যায়ন

**২। শিখনফল** ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়নের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।
২. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্রগুলো বলতে পারবে।
৪. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারবে।
৫. প্রাক-প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট কার্ড তৈরি করতে পারবে।
৬. বিদ্যালয়ের সার্বিক শিখন পরিবেশের যথার্থতা নিরূপন কী ও তা করা কেন প্রয়োজন তা বলতে পারবে।
৭. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করা কেন প্রয়োজন তা বলতে পারবে।

**৩। সময়** ঃ ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণ** ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও শিক্ষক সহায়িকার মূল্যায়ন বিষয়ক অংশবিশেষ, পাওয়ার-পয়েন্ট স্লাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড ইত্যাদি।

**৫। পদ্ধতি ও কৌশল** ঃ আলোচনা, মাল্টিমিডিয়া, ভিজুয়ালাইজার, ভিপ কার্ড, আলোচনা, দলীয় কাজ ও উপস্থাপনা।

**৬। অধিবেশনের বিবরণঃ**

**কাজ-১ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহ** **সময়ঃ ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা জেনে নিন। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন কীভাবে করা উচিত - এ বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত জানুন।
- মাল্টিমিডিয়া বা পোস্টার পেপার ব্যবহার করে, **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন অধ্যায়ের** সাহায্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
- মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে প্রশিক্ষণার্থীদের এ বিষয়ের ধারণা জানুন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করুন।

**কাজ-২ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্রসমূহ** **সময়ঃ ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট জানতে চান, প্রাক -প্রাথমিক স্তরের শিখন ক্ষেত্র কয়টি ও কী কী ? বিভিন্ন প্রশিক্ষণার্থীর মতামত নিয়ে বোর্ডে ৮টি শিখন ক্ষেত্রের নাম লিখুন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করুন- কয়টি শিখন ক্ষেত্রের শিখনের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন ? প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ৮টি শিখন-ক্ষেত্রেরই শিখন মূল্যায়ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা কী ? বিভিন্ন জনের ধারণাকে একসাথে করে **শিক্ষক সহায়িকার সংশ্লিষ্ট অংশ** অনুযায়ী শিখন মূল্যায়নের ২টি উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট বিশ্লেষণ করুন।

**কাজ-৩: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল** **সময়ঃ ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- প্রাকপ্রাথমিক স্তরের শিশুদের কীভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে তা নিয়ে কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর সাথে আলোচনা করুন।
- প্রত্যেককে ভিপ কার্ডে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের কীভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে বিষয়ে এক বা একাধিক কৌশল লিখার জন্য অনুরোধ করুন।
- প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মূল্যায়ন কৌশলের উপর প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত শ্রেণিকরণ করুন। শিক্ষক সহায়িকার সংশ্লিষ্ট অংশ অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন কৌশল বা পদ্ধতি বিষয়ে ধারণা পরিস্কার করুন।

**কাজ-৪: প্রাক-প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট কার্ড তৈরি সময়ঃ ১ঘন্টা ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- শিশুদের শিখন অগ্রগতির তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে তা কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর নিকট জানতে চান। প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলের জন্য ২টি করে শিখন ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিন।
- প্রতিটি দলের জন্য নির্দিষ্টকৃত শিখন ক্ষেত্রে শিশুদের শিখন অগ্রগতি কীভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে তা দলিয় আলোচনার মাধ্যমে বের করতে বলুন। শিখন অগ্রগতির তথ্য বিশ্লেষণ কীভাবে করা যেতে পারে ? বিভিন্ন শিশুর শিখন অগ্রগতির রিপোর্ট কীভাবে তৈরি করা যেতে পারে ?
- দলিয় কাজ উপস্থাপনের পর আলোচনা করার সুযোগ দিন।
- শিক্ষক সহায়িকার সংশ্লিষ্ট অংশ থেকে শিশুদের রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের কৌশল ব্যাখ্যা করুন।
- সকল প্রশিক্ষণার্থীকে একটি করে রিপোর্ট কার্ড সরবরাহ করুন। কাল্পনিক একটি প্রাক-প্রাথমিক ক্লাশের কথা বিবেচনা করে প্রত্যেককে রিপোর্ট কার্ড পূরণ করার জন্য অনুরোধ করুন।
- কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে পূরণকৃত রিপোর্টকার্ড উপস্থাপন করতে দিন। সকলকে আলোচনার সুযোগ দিন। শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী যথাযথভাবে রিপোর্ট কার্ড পূরণের ফলাবর্তন প্রদান করুন।

**কাজ-৫: বিদ্যালয়ের সার্বিক শিখন পরিবেশের যথার্থতা নিরূপন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন সময়ঃ ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের সার্বিক শিখন পরিবেশের যথার্থতা নিরূপন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা জেনে নিন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করা উচিত কেন - এ বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত জানুন।
- মাল্টিমিডিয়া বা পোস্টার পেপার ব্যবহার করে, **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন অধ্যায়ের** সাহায্যে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক শিখন পরিবেশের যথার্থতা নিরূপন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।
- বিভিন্ন প্রশ্ন করে প্রশিক্ষণার্থীদের এ বিষয়ের ধারণা স্পষ্ট করুন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করুন।

## দিন-১৪

## অধিবেশন-১৪.২

**১। অধিবেশন শিরোনাম:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবার ও সমাজের সম্পৃক্ততা

**২। শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবার ও সমাজের সম্পৃক্ততার ভূমিকা/ গুরুত্ব বুঝে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন।
- পরিবার থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাস্তরে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ সমূহ সনাক্ত করে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন।
- পরিবার ও সমাজকে কীভাবে সম্পৃক্ত করবেন তার সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে তার করণীয় দিকগুলো নিয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

**৩। সময়:** ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণ:** ভিপ কার্ড, মার্কার, পোস্টার পেপার ও তথ্যপত্র

**৫। পদ্ধতি ও কৌশল:** জোড়াদল, প্রশ্নোত্তর, ছোটদল, দলীয়কাজ উপস্থাপন ও আলোচনা।

**৬। অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ-১ জোড়া দলে কাজের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব নির্ণয় করা** **সময়: ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- সেশনে সকলকে স্বাগত জানিয়ে সেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।
- এরপর পরিবার ও সমাজের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব নির্ণয় করার জন্য অংশগ্রহণকারীগণকে জোড়ায় জোড়ায় দলে ভাগ করুন।
- ছোটদলে আলোচনা করে ২টি করে গুরুত্ব (পরিবারে সম্পৃক্ততার গুরুত্ব ১টি ও সমাজের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব ১টি) লেখার জন্য নির্দেশনা দিন এবং প্রতিদলে ২টি করে ভিন্ন রঙের ভিপ কার্ড দিন।
- প্রতি দলকে যেকোন একটি নির্দিষ্ট রঙের ভিপ কার্ডে পরিবার সম্পৃক্ততার গুরুত্ব এবং অন্য রঙের ভিপ কার্ডে সমাজের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব লিখার নির্দেশনা পরিষ্কার করে দিন।
- সকল দলের লেখা শেষ হলে প্রত্যেক দলকে তাদের লেখা গুরুত্ব বলার জন্য আহ্বান করুন। সকলের বলা শেষ হলে তথ্যপত্র থেকে পরিবার ও সমাজের সম্পৃক্ততা ও ভূমিকা অংশটুকু পূর্বের জোড়াদলে পড়তে দিন।
- পড়া শেষ হলে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করুন এবং কারও ধারণার ঘাটতি থাকলে তা পরিষ্কার করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের ২য় কাজটি বুঝিয়ে দেওয়ার পর পরিবার ও সমাজের সম্পৃক্ততার গুরুত্বের উপর লেখা ভিপকার্ডগুলো মার্কেট প্যালেস করুন। যাতে সেসন শেষে পুরো সেসনের শিখন একনজরে দৃশ্যমান করতে পারেন।

**কাজ-২ ছোটদলে কাজের মাধ্যমে পরিবার থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাস্তরে উত্তরণের (Transition) চ্যালেঞ্জ সমূহ সনাক্ত করা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ দূরীকরণে মাতা-পিতা ও বিদ্যালয় কীভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে তা জানা** **সময়: ৬০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- কাজটি করার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীগণকে ৪টি দলে ভাগ করুন।
- ছোটদলে যাওয়ার আগে কাজটি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন। প্রত্যেকদল ছোটদলে আলোচনা করে পরিবার থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাস্তরে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ সমূহ এবং সনাক্তকৃত চ্যালেঞ্জ সমূহ দূরীকরণে মাতা-পিতা ও বিদ্যালয় কীভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেন তা পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করবেন।
- কাজটি লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রতিদলে ২টি ভিন্ন রঙের পোস্টার পেপার দিন। যেকোন একটি নির্দিষ্ট রঙের পোস্টার পেপারে পরিবার থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাস্তরে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ সমূহ এবং অন্য রঙের পোস্টার পেপারে সনাক্তকৃত চ্যালেঞ্জ সমূহ দূরীকরণে মাতা-পিতা ও বিদ্যালয় কীভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে তা লেখার নির্দেশনা দিন।
- দলীয় কাজ শেষ হলে প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় উপস্থাপনা উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

- দলীয় কাজ উপস্থাপন শেষ হলে তথ্যপত্র থেকে পরিবার থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাস্তরে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ সমূহ এবং মাতা-পিতা ও বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি অংশটুকু পূর্বের ছোটদলে পড়তে দিন।
- তথ্যপত্রের অংশটুকু পড়া শেষ হলে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করুন এবং ধারণাটি পরিষ্কার করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের ৩য় কাজটি বুঝিয়ে দেওয়ার পর ২য় কাজের উপর দলীয় কাজের পোস্টার পেপারগুলো **১ম** কাজের ডান পাশে মার্কেট প্যালেস করুন। যাতে সেসন শেষে পুরো সেসনের শিখন একনজরে দৃশ্যমান করতে পারেন।

**কাজ-৩ ছোটদলে কাজের মাধ্যমে একজন শিক্ষক হিসেবে পরিবার ও সমাজকে কীভাবে সম্পৃক্ত করবেন তার উপর একটি বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা** **সময়: ৬০ মিনিট**

সহায়কের কাজঃ

- কাজটি করার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীগণকে ৪টি দলে ভাগ করুন।
- ছোটদলে যাওয়ার আগে কাজটি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন। প্রত্যেকদল ছোটদলে আলোচনা করে একজন শিক্ষক হিসেবে পরিবার ও সমাজকে কীভাবে সম্পৃক্ত করবেন তার উপর একটি বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।
- নিচের ছক অনুসারে পরিকল্পনাটি জন্য নির্দেশনা পরিষ্কার করুন।

| ক্রমিক নং | পরিবার ও সমাজকে সম্পৃক্ত করণের ক্ষেত্রসমূহ | সম্পৃক্ত করণের উপায় | সম্পৃক্ত করণের সময় | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| | যেমন,<br>শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া | স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে<br><br>বাড়িতে শিশুদের সহায়তা করা | শ্রেণিকার্যক্রমের সময়<br><br>প্রতিদিন বাড়িতে | |
| | শিক্ষার্থীর উপস্থিতি | | | |

- দলীয় কাজ শেষ হলে প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপনের আহ্বান করুন এবং সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিকল্পনার উপর বিস্তারিত আলোচনা করুন; যাতে তারা তাদের কার্যক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের পরিকল্পনাগুলো **১ম** ও ২য় কাজের ডান পাশে মার্কেট প্যালেস করুন। পরিশেষে সকলকে পুরো সেসনের শিখন একনজরে দেখার জন্য আহ্বান ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে সেসনের সমাপ্তি করুন।

**তথ্যপত্র**

**প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবার ও সমাজের সম্পৃক্ততা**

## পরিবারের সম্পৃক্ততা (Family involvement)

পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ যথাযথভাবে শিশুর গড়ে উঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। শিশুর ব্যক্তিত্ব, নিজের সম্পর্কে ধারণা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ মাতাপিতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। শিশুর যত্ন সম্পর্কে মাতাপিতার জ্ঞান, প্রত্যাশা ও সন্তান লালন-পালনের ধরন শিশুর পরবর্তী জীবনের নানা দিকের উপর প্রভাব ফেলে। এর মধ্যে রয়েছে শিশুর নিজের যত্ন নেয়ার ক্ষমতা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিদ্যালয়ে তার শেখার প্রক্রিয়া এবং সমাজে অন্যান্যদের সাথে মিলেমিশে থাকার প্রবণতা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মাতাপিতা হলেন একাধারে শিশুর প্রথম শিক্ষক এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। সুতরাং শিশুর বিকাশে পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর সাফল্যের জন্য পরিবারের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত জরুরি।

### পরিবারের ভূমিকা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর বিকাশ ও শিখনে বিদ্যালয়ের পাশাপাশি পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- শিশু জন্মের পর থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিখন ও বিকাশের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্তর অতিবাহিত করে পরিবারে।
- আবার শিশু যখন প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে আসতে শুরু করে, তখনও সে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময় (২.৫ ঘন্টা) ছাড়া অবশিষ্ট সময়টুকু পরিবারের সাথেই থাকে। সুতরাং শিশুর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় পরিবারের একটি বিশাল ভূমিকা রয়েছে।
- শিশুর মাতাপিতা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ শিক্ষককে শিশুর সম্পর্কে এমন অনেক তথ্য (যেমন, শিশুর পছন্দ-অপছন্দ, কোন বিশেষ দক্ষতা বা দুর্বলতা ইত্যাদি) দিতে পারেন যা শিক্ষককে শিশুর সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেতে এবং শিশুর শিখন প্রক্রিয়াতে সর্বোত্তম উপায়ে সহায়তা করতে সাহায্য করে।
- ফলে শ্রেণিকক্ষের ভিতর শিশুর শিখন প্রক্রিয়া আরও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে, শিশু-শিক্ষক ও পরিবারের মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ় হয় এবং শিশু বিদ্যালয়ে বাড়ির মতোই নিরাপদ বোধ করে।
- তাই শিক্ষকের পাশাপাশি মাতাপিতা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শিশুর শিখনে ক্রমাগত সহায়তা দিয়ে যেতে হবে।
- তাছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে অনেক কার্যক্রম রয়েছে যা শিশুরা বাড়িতে মাতাপিতা বা অন্যান্যদের সহায়তায় অনুশীলন করে কাঙ্খিত যোগ্যতা/শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে পারবে। পরিবার ও বিদ্যালয় একটি পারস্পরিক পরিপূরক ভূমিকায় থেকে এ সহায়তা দেবেন।

### পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিখন-শেখনো কাজে সম্পৃক্তকরণ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় নির্দিষ্ট শিখন ফল অর্জনে শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কাজের উপরই শুধু নির্ভর করা হয়নি বরং বাড়ি বা পরিবারের সংগে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে শিশুর বিকাশ ও শিখন ত্বরান্বিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে স্কুল পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবারকে সম্পৃক্ত করা জরুরি। যেহেতু বিকাশ ও শিখনের বেশকিছু ক্ষেত্রে পরিবারের উপর নির্ভরতা রয়েছে সেহেতু পরিবারকে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত না করলে শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যাবে না।

### সমাজের ভূমিকা

শিশুর শিখন ও বিকাশ নিশ্চিত করতে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় মাতাপিতা, পরিবার ও বিদ্যালয়ের পাশাপাশি সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একটি বিদ্যালয় সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই চলমান থাকে। বিদ্যালয় যেমন একটি সমাজের শিশুদের শিখন ও বিকাশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজকে সেবা প্রদান (Serve) করে, তেমনি সমাজেরও বিদ্যালয়কে এর নানাবিধ কাজে ও এর সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করা অত্যাবশ্যক।

এজন্য বিদ্যালয়কে সমাজ বিভিন্নভাবে সহায়তা করতে পারে, যেমন,

- প্যারা শিক্ষক হিসেবে শ্রেণির বা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করা,
- খেলনা ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান,
- মেলা, বাৎসরিক খেলাধুলার উৎসব ইত্যাদি আউটডোর ইভেন্ট করতে সহায়তা করা,

- মাতাপিতা ও সমাজের অন্যান্যদের নিয়ে উৎসব আয়োজন করা,
- বিদ্যালয় এলাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে শিশুদের সংগে পরিচয় করানো ইত্যাদি।

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোরও উচিৎ বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিশুর শিখনে সমাজে বিদ্যমান গুণী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করা ও সামাজিক সম্পদের (Community resource) ব্যবহার নিশ্চিত করা।

**তথ্যপত্র**

## পরিবার থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাস্তরে উত্তরণ (Transition)

পরিবার থেকে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, তারপর প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুকে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এক্ষেত্রে শিশুকে ক্রমাগত নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে হয় এবং নতুন নতুন মানুষের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করতে হয়, যা তার বয়সের তুলনায় যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। পরিবারের পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশ যথেষ্টই ভিন্নতর হয়। আবার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-পরিবেশ থেকে প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো পরিবেশেরও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথাযথভাবে প্রস্তুত করে এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে উত্তরণে সহায়তা করা।
- মাতাপিতা এবং শিক্ষক যদি এই উত্তরণে যথাযথ সহায়তা করতে না পারেন, তবে তা শিশুর পরবর্তী জীবনের শিখনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
- বিশেষত প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, যারা বাড়িতে মাতাপিতার কাছ থেকে শিখন-সম্পর্কিত তেমন কোনো সহায়তা পেয়ে আসে না, তারা হঠাৎ করে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ভেতরে এসে নিজেকে ধাতস্থ করতে অক্ষম হয়ে অনেক সময় ঝরে পড়ে।
- এই নতুন পরিবেশের সাথে সঠিকভাবে অভিযোজিত হতে না পারলে শিশুর বিভিন্ন ধরনের আচরণিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে। যেমন- ভয় পাওয়া, কান্নাকাটি করা, উদ্বিগ্নতা প্রদর্শন, বিদ্যালয়ে না যাওয়ার মনোভাব ও নতুন কোনো পরিবেশ পরিস্থিতি বা কিছুকে মেনে না নেওয়ার মানসিকতা ইত্যাদি।
- উপরোক্ত বিষয়সমুহ বিবেচনায় সকল পর্যায়ের প্রতিটি ধাপে যদি শিশুর বিকাশের উপযোগী একটি সহজ ও শিশু বান্ধব উত্তরণ পরিবেশ তৈরি করা না যায়, তাহলে শিশুর বিকাশ ও শিখনের সম্ভাবনা বিঘ্নিত হবে।
- তবে মনে রাখতে হবে এ উত্তরণের প্রস্তুতি মানে শুধু শিশুকে প্রস্তুত করা নয় বরং মাতাপিতা, পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজকেও শিশুকে গ্রহণ করার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হতে হবে।
- এজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন সেগুলো নিম্নরূপ।

**মাতাপিতার প্রস্তুতি:** এই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালার অন্যতম একটি নীতি হলো পরিবারের সম্পৃক্ততা। শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনাসহ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে তাই বিভিন্নভাবে পরিবারের সম্পৃক্ততা ও মাতাপিতার ভূমিকার বিষয়টি এসেছে। এই সম্পৃক্ততার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বাড়ির অনানুষ্ঠানিক পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশে উত্তরণে পিতামাতা যেন যথেষ্ট প্রস্তুত হয়ে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি শিশুর বিকাশ ও শিখনে সহায়তা করতে পারেন। শিশুর বাড়ি থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং সেখান থেকে প্রাথমিক স্তরে উত্তরণের আনুষ্ঠানিক পর্বটি যাতে আনন্দঘন ও সুখকর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয় সেজন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধাপ ও কার্যক্রমে মাতাপিতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা শিশুর স্বল্প পরিচয়ের গণ্ডিতে তার সবচেয়ে কাছের ও নির্ভরতার মানুষ হলো তার মাতাপিতা।

- এজন্য শিশুর বিদ্যালয়ে অভিষেকের প্রথম দিনে মাতাপিতাদের নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে যেখানে মাতাপিতা শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসবেন ও তাদের সাথে কিছু সময় কাটাবেন। এসময় বিদ্যালয়ে শিশুর সানন্দ অভিষেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মাতাপিতার ভূমিকা আলোচনা করে বুঝিয়ে দেয়া যেতে পারে।
- এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পরিবারের সম্পৃক্ততা বা মাতাপিতার যথাযথ ভূমিকা রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা সহজ নয়। যেহেতু প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যালয় ও পরিবারের সম্পৃক্ততা ভবিষ্যত প্রজন্মকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেহেতু শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় এ বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
- সম্পূর্ণ বিদ্যালয়কেন্দ্রিক একটি ধারণা থেকে পরিবার-বিদ্যালয় অংশীদারিত্বের ধারণার দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া হয়েছে।

- এই পরিবর্তিত ধারণার সুফল পেতে পরিবার ও মাতাপিতাকে প্রস্তুত করার উদ্যোগ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় থাকতে হবে।
- পরিবার ও মাতাপিতাকে প্রস্তুত করে সার্বিকভাবে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমুহের আলোকে **বাড়ি-বিদ্যালয় সহযোগিতার** একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

- নিজেদের পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি এবং বাড়ি ও বিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশ ও শিখন সম্পর্কে তথ্য আদান প্রদানের জন্য নিয়মিত আনুষ্ঠানিক সেশনের ব্যবস্থা রাখা;
- প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা বিবেচনায় মাতাপিতার জ্ঞান, দক্ষতা ও করনীয় সম্পর্কে প্যারেন্টিং এডুকেশন এর ব্যবস্থা রাখা;
- বাস্তবতার আলোকে সম্ভব হলে মাতাপিতাকে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে শ্রেণির বা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করানো;
- শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সংগে মিল রেখে বাড়িতে শিশুদের সহায়তা করার কৌশল রপ্ত করানো;
- বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় মাতাপিতার মতামত ও অংশগ্রহণ।

যেহেতু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতায় এই ধারণার বাস্তবায়ন সহজ নয় সেহেতু এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কৌশলসমুহ অনুসরণ করা যেতে পারে:

- পরিবারের সংগে যোগাযোগের ধরণ, সময়, পদ্ধতি, সংখ্যা ইত্যাদি হবে ভিন্ন ভিন্ন, নমনীয় এবং পরিবার বা মাতাপিতাকেন্দ্রিক। বিদ্যালয়ের প্রয়োজনের চেয়ে এক্ষেত্রে পরিবারের প্রয়োজন এবং তাদের মতামতকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।
- মনে রাখতে হবে প্রতিটি শিশু যেমন আলাদা তেমনি প্রতিটি পরিবারেরও আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে যেমন, মাতাপিতা উভয়েই কর্মজীবী, গ্রাম থেকে শহরে আসা, প্রথম প্রজন্ম শিক্ষিত, বিবাহ বিচ্ছেদ বা একক পরিবার ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে শিশুর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশা, দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাস থাকতে পারে। বিদ্যালয়ের কাছেও তাদের প্রত্যাশা থাকতে পারে ভিন্ন। মাতাপিতার শিক্ষা বা পেশার ধরন সরাসরি তাদের সম্পৃক্ত হবার ধরনকে প্রভাবিত করতে পারে। এজন্য বিদ্যালয়কে নানা ধরণের কর্মকাণ্ড পরিকল্পনা করতে হবে যেন মাতাপিতাদের বহুবিধ প্রত্যাশা পূরণ করা যায়।
- শিশুর কাছে মাতাপিতার প্রত্যাশা অনেকটাই ব্যক্তিক (Subjective) যা সবসময় যুক্তিনির্ভর নয় অথচ শিক্ষকের প্রত্যাশা আবার হওয়া উচিত যৌক্তিক। শিশুর প্রতি মাতাপিতার পছন্দ ও প্রত্যাশা নিয়ে শিক্ষকের সংগে যেন কোন সাংঘর্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব না ঘটে তা সচেতনভাবে লক্ষ্য রেখে যোগাযোগ করতে হবে।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহযোগিতার ক্ষেত্র ও মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়ানোর পরিকল্পনা করতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতার আরো যে উপাদানসমূহ আছে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

**বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি:** মনে রাখতে হবে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় একটি শিশুর অভিষেক হলো তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু। একই সাথে পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের সাথে এটাই শিশুর ভিন্ন পরিবেশে সম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতা ও অপরিচিত পরিবেশে আগমন এবং অপরিচিত অপরাপর শিশু ও শিক্ষকের সাথে তার মেলামেশা ও মিথস্ক্রিয়ার প্রথম পর্ব। তাই এই পরিবেশে শিশু খাপ খাওয়ানোর বাধা উত্তরণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও মাতাপিতার যৌথ উদ্যোগ, সহযোগিতা এবং নিবিড় সমন্বয় প্রয়োজন।

- বিদ্যালয় এক্ষেত্রে শিশুদের জন্য আড়ম্বরপূর্ণ অভিষেক অনুষ্ঠান, উষ্ণ অভ্যর্থনা আয়োজন করার পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে মাতাপিতার নিবিড় সহায়তা নিতে পারে।
- শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার প্রথম পর্যায়ে শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় ও চারপাশের পরিবেশ ও ভৌতসুবিধাদি যেমন, শিশুবান্ধব আসবাব, টয়লেট, হাত ধোয়ার জায়গা, পানি ইত্যাদি সম্পর্কে শিশুদের অবহিতকরণ বিদ্যালয়ের অন্যতম দায়িত্ব।
- দৈনন্দিন শ্রেণির কাজের অংশ হিসেবে শিশুদের ক্রমান্বয়ে এ অবহিতকরণ, পর্যবেক্ষণ ও স্কুল ভ্রমণ কার্যক্রম তাদের দ্রুত নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে।
- যেকোন প্রয়োজনে বা পরিস্থিতিতে শিশু তাৎক্ষনিকভাবে যেন তার প্রয়োজনের কথা বলতে পারে শ্রেণিতে সেরকম একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর দৈনন্দিন আচরণিক অভিব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের জন্য খুব সহনশীল কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানকে তার কাছে গ্রহণযোগ্য, আগ্রহ ও আস্থার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায়।
- একটি নিরাপদ, সহযোগী, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সকল কর্মী শিশুদের প্রতি স্নেহ ও মমত্বের একটি মানসিকতা নিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলে শিশুরা তাদের অমিত সম্ভাবনার বিকাশের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়,এই অভিজ্ঞতা শিশুর বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি এবং তার আজীবন শিখন মানসিকতা তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

## দিন-১৫
## অধিবেশন-১৫.১

১। **অধিবেশন শিরোনামঃ** প্রশিক্ষণ পরবর্তি কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন

২। **শিখনফল** ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- প্রশিক্ষণ সমাপ্তের পর নিকট ভবিষ্যতে কী কী কাজ রয়েছে তা বলতে পারবে।
- প্রশিক্ষণ পরবর্তী ১ মাসের কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবে।

৩। **সময়** ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

৪। **উপকরণ** ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, শিক্ষক সহায়িকা ও অন্যান্য শিখনসামগ্রী, পাওয়ার-পয়েন্ট স্লাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড ইত্যাদি।

৫। **পদ্ধতি ও কৌশল** ঃ আলোচনা, মাল্টিমিডিয়া, ভিজুয়ালাইজার, আলোচনা, দলীয় কাজ ও উপস্থাপনা।

৬। **অধিবেশনের বিবরণঃ**

**কাজ-১ঃ প্রশিক্ষণ পরবর্তী কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন** **সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মি**

সহায়কের কাজঃ

- প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ সমাপ্তের পর কী কী কাজ করতে হবে তা আলোচনা করুন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ৩টি দলে ভাগ করুন।
- প্রতিটি দলকে প্রশিক্ষণ সমাপ্তের পর আগামী এক মাসের কাজের তালিকা ও কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন।
- প্রতিটি দলের তালিকা উপস্থাপন ও দলিয় উপস্থাপনার উপর অন্যান্য দলের সদস্যদের আলোচনার সুযোগ দিন এবং ফলাবর্তন প্রদান করুন।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা ও ধারণা যথাযথভাবে বিদ্যালয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের উৎসাহিত করুন।

**দিন-১৫**
**অধিবেশন-১৫.২**

**১। অধিবেশন শিরোনাম:** প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

**২। শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে সহায়ক

- প্রশিক্ষণের উন্নয়ন ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ উত্তর অর্জন সনাক্ত করতে পারবেন।

**৩। সময়: ১** ঘন্টা

**৪। উপকরণ:** মতামত পত্র, প্রশ্ন পত্র

**৫। পদ্ধতি ও কৌশল:** লিখিত

**৬। অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ-১: প্রশিক্ষণের উন্নয়ন ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করা** **সময়: ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজ

- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একটি করে মতামত পত্র দিন।
- তাদের সুচিন্তিত মতামত লিখতে বলুন।
- নির্ধারিত সময় শেষে মতামত পত্রগুলো সংগ্রহ করুন।

**কাজ-২ অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ উত্তর অর্জন সনাক্ত করা** **সময়: ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজ

- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ উত্তর মূল্যায়ন পত্র দিন ।
- নির্ধারিত সময় শেষে উত্তরপত্র সংগ্রহ করুন।
- প্রাক মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ উত্তর মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য র্নিণয় করে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের অর্জন কতটুকু তা সনাক্ত করুন।
- প্রাক ও উত্তর মূল্যায়নের গড় মান বের করে প্রশিক্ষণের সাফল্য নির্ধারণ করুন।

## প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার মতামত দিন। প্রতি ক্ষেত্রে আপনার মতামত লেখার সুযোগ আছে।

**১. প্রশিক্ষণ সময় সূচি বিষয়কঃ**

ক) প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ (সময়কাল) সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক দিন) ?

i) অত্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদী
ii) দীর্ঘ মেয়াদী
iii) যথার্থ
iv) খুব কম
v) অত্যন্ত কম

খ) এ কোর্সে আপনি ১৪ দিন সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত (চা বিরতি, দুপুরের খাবার সহ) কাজ করেছেন। প্রতিদিনের অধিবেশনের ব্যপ্তি সম্পর্কে আপনার মতামত কী ? প্রতি অধিবেশনের সময়কাল ((**প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক দিন**)-

i) খুব বেশি ছিল
ii) বেশি ছিল
iii) যথার্থ ছিল
iv) সংক্ষিপ্ত ছিল
v) খুব সংক্ষিপ্ত ছিল

গ) অধিবেশনের বিভিন্ন কাজে সময়ের বিন্যাস কেমন ছিল ? **(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক দিন)ঃ**

| উপস্থাপন/ প্লেনারি আলোচনা | খুব সংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | যথার্থ | দীর্ঘ | খুব দীর্ঘ |
|---|---|---|---|---|---|
| বিভিন্ন কাজ (একক, জোড়া, দলীয়) | | | | | |

ঘ) প্রশিক্ষণ সময় সূচি বিষয়ে আপনার যদি কোন মন্তব্য থাকে তা লিখুন :

**২. প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়বস্তু সংক্রান্তঃ**

ক) তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কাজের মধ্যে ভারসাম্য কেমন ছিল ? (**প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক দিন**):

- অধিক মাত্রায় তাত্ত্বিক
- যথার্থ
- খুব বেশি ব্যবহারিক

খ) প্রত্যাশা: প্রশিক্ষণের শুরুর দিনে আপনি যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন সেগুলো কী মাত্রায় অর্জিত হয়েছে ? **(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক দিন)ঃ**

i) পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে
ii) অধিকাংশগুলোই অর্জিত হয়েছে
iii) মোটামোটি (গড়পড়তা) অর্জিত হয়েছে
iv) সামান্য অর্জিত হয়েছে
v) আদৌ অর্জিত হয়নি

গ) বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনার মতামত দিন **(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক দিন):**

| ক্রমিক | বিষয়বস্তু | সন্তোষজনক | সামান্য উন্নয়ন প্রয়োজন | ব্যাপক উন্নয়ন প্রয়োজন | প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হতে বাদ দেওয়া প্রয়োজন |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ঘ) প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনার যদি কোন মন্তব্য থাকে তা লিখুন :

ঙ) প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রয়োজনীয়তা : আপনার পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে এ কোর্সের **প্রয়োজনীয়তা /উপযোগিতা** কোন পর্যায়ের ছিল **? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক দিন):**

i) খুব প্রয়োজনীয়/ খুব উপযোগী
ii) প্রয়োজনীয়/ উপযোগী
iii) সামান্য উপযোগী
iv) খুব সামান্য উপযোগী
v) কোন প্রয়োজন নেই

চ) আপনি কী এমন কোন কৌশল, পদ্ধতি শিখেছেন যা আপনার দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কাজে প্রয়োগ করবেন?

ছ) পুনরায় এ জাতীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার বিষয়ে আপনার মতামত দিন। **(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক দিন):**

i) ভবিষ্যতে **এ বিষয়ে** প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন **নেই**
ii) এ বিষয়ে **আরো** প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রয়োজন
iii) প্রাক-প্রাথমিকের উপর **প্রশিক্ষণ প্রয়োজন** কিন্তু **ভিন্ন আদলে**
iv) আমি জানিনা।

৩. প্রশিক্ষক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন (অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সকল প্রশিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন, তাদের নাম লিখুন)।

৪. প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার **সবল দিকগুলো** উল্লেখ করুন।

৫. প্রশিক্ষণের **উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো** লিখুন।

৬. **ভবিষ্যতে এ প্রশিক্ষণকে সফল করতে আপনার পরামর্শ/ সুপারিশ :**

প্রশিক্ষণ উত্তর মূল্যায়ন

নামঃ ---------- রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ..... পূর্ণমানঃ ৫০

১। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ব্যায়াম করানোর ৩ গুরুত্ব লিখুন। ৩

২। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য যে সকল সৃজনশীল কাজ করানোর বিষয় রুটিনে উল্লেখ আছে সেগুলো লিখুন। ৮

৩। প্রাক-প্রাথমিক শিশুরা ভাষার কোন কোন দক্ষতা অর্জন করবে? ৪

৪। নির্দেশনার খেলার মাধ্যমে শিশুদের মাঝে কোন কোন প্রকারের বিকাশ ঘটবে তা লিখুন। ৪

৫। ইচ্ছামতো খেলার জন্য শ্রেণি কক্ষে চারটি কর্ণার থাকবে। কর্ণারগুলোর নাম লিখুন। ৪

৬। ইচ্ছেমতো খেলার সময় শিশু ৪ ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে। সেগুলোর নাম লিখুন। ৪

৭। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিশুরা দেশের সর্বত্র প্রচলিত ও পরিচিত যে প্রযুক্তিগুলোর নাম ও কাজ বলতে পারবে সেগুলোর ৫টি উল্লেখ করুন। ৫

৮। বর্ণ লেখা শেখানোর ক্ষেত্রে সপ্ত-স নিয়ম মানা প্রয়োজন কেন ? ২

৯। প্রাক-প্রাথমিক শিশুরা যে প্রাক গাণিতিক ধারণা লাভ করবে তার ৫টি উল্লেখ করুন। ৫

১০। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুরা ভাষার কোন দুইটি দক্ষতা অধিক মাত্রায় অনুশীলন করবে। ২

১১। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের ৪টি কৌশলের নাম লিখুন। ৪

১২। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত কোন কাজগুলো শিশুরা স্বতস্ফূর্তভাবে করবে বলে আপনি মনে করেন? কেন মনে করেন ? ৫

**দিন-১৫**

**অধিবেশন-১৫.৩**

**১। অধিবেশন শিরোনাম:** প্রশিক্ষণ সমাপনী কার্যক্রম

**২। শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন।
- প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারবেন।

**৩। সময়:** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

**৪। উপকরণ:** কম্পিউটার, কাগজ, মাল্টিমিডিয়া, ইত্যাদি

**৫। পদ্ধতি ও কৌশল:** আলোচনা, উপস্থাপন, টাইপ

**৬। অধিবেশনের বিবরণ:**

**কাজ-১: প্রতিবেদন তৈরি করতে পারা** **সময়: ১ ঘন্টা**

সহায়কের কাজ

- অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৩/৪ জনের দল গঠন করুন।
- দলে প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করতে বলুন। এজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও প্রতিবেদন লেখার ফরমেট সরবরাহ করুন।
- প্রতিবেদন কম্পিউটারে টাইপ করতে বলুন।
- ড্রাফট কপি বের করে সকলকে পড়ে শোনাতে বলুন এবং সকলের মতামতের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করতে বলুন।
- চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রিন্ট করতে বলুন।

**কাজ-২: প্রতিবেদন উপস্থাপন ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করা** **সময়: ১ ঘন্টা**

সহায়কের কাজ

- সমাপনী অধিবেশনে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে ১/২ জনকে প্রশিক্ষণের উপর অনুভূতি ব্যক্ত করতে বলুন।
- অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি / সভপতির মাধ্যমে সার্টিফিকেট বিতরণ করুন।
- প্রধান অতিথিকে তার বক্তব্য প্রদান করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করুন।
- সভাপতিকে সমাপনী বক্তব্য দিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করতে বলুন।